চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 230 Thursday, 20 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৩০ সংখ্যা ❋ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

গ্রামীন এলাকার সাধারন মানুষকে মসৃন পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু রাজ্যকে ভূমি সম্মান প্রদান করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিসির মালদা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে ২১শে জুলাই কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল রেলির আয়োজন করা হলো। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। বুধবার সমাজকর্মী তিস্তাকে রেগুলার জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ...বিস্তারিত পাতা ৬

'মেসি টাকাপয়সার ব্যাপারটি একেবারেই পাত্তা দেন না' বলেই সৌদি ক্লাব আল হিলালের বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'আগে একটা বালতি উল্টাক, তারপর সরকার ফেলবে'

শুভেন্দুদের তোপ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই কয়েক মাসের মধ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছিল বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলায়। একই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরও। এ দিন তারই পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপি নেতাদের পাল্টা কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বালতি ওল্টাতে বলুন আগে, সরকার ওল্টাবে!'' নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত ভোট পরবর্তী হিংসায় আহত তৃণমূল সমর্থকদের দেখতে এ দিন এসএসকেএম হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আহতদের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন তিনি। এ ছাড়াও দেওয়া হয় ফল, মিষ্টি। হাসপাতাল থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওদের একটাই কাজ, হিংসা করো, বিভেদ ছড়াও আর মানুষের রক্ত নাও। আগামী দিনে মানুষই এর বদলা নেবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দিয়ে বিজেপি-কে পরাজিত করবে। ইন্ডিয়া উইল ফাইট দ্য ব্যাটেল।'' প্রসঙ্গত, গতকালই বেঙ্গালুরুতে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিরোধী জোট গঠন হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া। সেই জোটের নামও মমতার দেওয়া। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য বিজেপি নেতাদের সরকার ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বালতি ওল্টাতে পারে না, সরকার ওল্টাবে। তোমাদের সরকার ইতিমধ্যেই উল্টে গিয়েছে। কালকের পর থেকে ওদের সরকারই ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।'' নন্দীগ্রামে রাজু গুড়িয়া নামে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা তাঁদের উপরে হামলা চালিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ দিন অভিযোগ করেন আহত তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। বিষয়টি দেখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কর্মীদের উপরে হামলার জন্য নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকেও দায়ী করেন তিনি। দলের আহত কর্মী, সমর্থকদের আশ্বস্ত করে মমতা বলেন, তিনি ফের নন্দীগ্রামে যাবেন।

'তৃণমূলের বড় দুর্নীতি ফাঁস করব, যুক্ত মমতাও!' হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ কলেজে স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস, ভোট কারচুপির প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি। কিন্তু মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। অনুমতি না থাকলেও কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে বিজেপি। আগামী সপ্তাহে শাসকদলের বড় দুর্নীতি ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস, কারচুপির প্রতিবাদে বুধবার এক মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সেই মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও কলেজ স্ট্রিট থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। এ দিন মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্ট্রিটে একটি সভা হয়। সেই সভা থেকেই শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূল সরকারের বড় দুর্নীতির নথি তাঁর হাতে এসেছে। আগামী সপ্তাহেই সেই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনবেন। বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্য সরকার ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে)-র সংস্থা আইপ্যাককে ১২০ কোটি টাকা বরাত পাইয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেলও বলে দাবি তাঁর। শুধু তাই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরও এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ''ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ত্রিস্তরীয় লুট করেছে তৃণমূল। ভোট লুট করতে গিয়ে ব্যালট খেয়ে ফেলছে। আগামী মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের একটি বড় দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনব। সাংবাদিক বৈঠক করে সব বলব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জড়িত।'' শুভেন্দু ছাড়াও বুধবারের মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন শুভেন্দু ভোট সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় ২১ তারিখ প্রতিবাদ জানানোর ডাক দেন। প্রসঙ্গত, ওই দিনই তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ রয়েছে ধর্মতলায়। বিরোধী দলনেতা বলেন, ''আগামী শুক্রবার ২১ জুলাই যে যে জায়গায় ভোট সন্ত্রাস ও কারচুপি হয়েছে সেখানে বিডিও অফিস ঘেরাও করা হবে।'' সভামঞ্চে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি। তিনি এই কর্মসূচিতে সায় দেন। এ দিন দুপুরে কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল যায় রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত। অনুমতি না দিলেও মিছিলে কোনও বাধা দেয়নি পুলিশ।

ভোটার ১৪০০, ভোট পড়েছে ২১০০! বিস্মিত বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ কেউ বলছেন গণনায় কারচুপি হয়েছে, কেউ বলছেন ভোটটাই ঠিক করে হয়নি। কার্যত পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলার পাহাড় জমছে কলকাতা হাইকোর্টে। একেকটি এমন অভিযোগ উঠে আসছে, যা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন খোদ বিচারপতিও। এবার অভিযোগ উঠল, ভোটারের সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভোট। হাবড়ার তিনটি বুথে এমন অভিযোগ সামনে এসেছে। বুধবারই এই নিয়ে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। কত ভোটার আর কত ভোট পড়েছে, সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন মামলাকারীরা। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের দিঘরা মালিকবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি বুথে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। মামলাকারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৮ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৪৮১। সেখানে ভোট পড়েছে ২১৭৭টি। ৭১ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৫২৯, কিন্তু ভোট পড়েছে ১৭৪০টি। ৮৩ নম্বর বুথে ১৪৮৮ জন ভোটার থাকলেও ভোট পড়েছে ২৪৯৬টি। এই তথ্য দেখে এদিন বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি সিনহা। উল্লেখ্য, মালিকবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। তিন বুথের তিন জন প্রার্থী মামলা করেছিলেন। অভিযোগ শুনে হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি। ৪ আগস্ট রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার অপর একটি মামলায় অভিযোগ উঠেছিল, ভোট বয়কট হওয়ার পরও ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। নিউ টাউনের জ্যাংড়া-হাতিয়াড়ার একটি বুথে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগ শুনেই অবাক হয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই ঘটনাতেও রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। এদিকে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে মামলার বান এসেছে কলকাতা হাইকোর্টে। পঞ্চায়েত সংক্রান্ত মামলার জন্য অন্যান্য মামলার শুনানি করা যাচ্ছে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানালেন, মামলার চোটে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না তিনি। বুধবার সকালে আদালতে উল্লেখপর্বে এক আইনজীবী একটি মামলার উল্লেখ করছিলেন। মামলাটি পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত নয়। মামলাটির নির্দিষ্ট দিনে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা আইনজীবী বিচারপতি সিনহার কাছে জানতে চাইলে বিচারপতি বলেন, ''পঞ্চায়েতের যেভাবে বন্যার মতো মামলা আসছে তাতে আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না। পঞ্চায়েতের মামলা যে ভাবে আসছে। রোজ ৭০-৮০টা করে তালিকাবহির্ভূত মামলা আসছে।'' তখন আইনজীবী বলেন, ''আমরা দেখছি যে মাননীয় বিচারপতি দুপুরের আহার করার সময় পাচ্ছেন না।'' তাঁর কথার সূত্র ধরে বিচারপতি সিনহা বলেন, ''হ্যাঁ, গতকাল আমি ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ এজলাসে বসেছি। আর উঠেছি বেলা ৩টে ২৯ মিনিটে।'' এর পর আরেক আইনজীবী উল্লেখ করেন, ''আজকের খবর কাগজে প্রথম হেডলাইনেই আপনার নাম।'' জবাবে বিচারপতি সিনহা বলেন, ''খবরের কাগজে নাম ছাপাটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, একটু স্বস্তি পেতে মানুষ ছুটতে ছুটতে আদালতে আসছে। সাংবাদিকদের হয়তো হেডলাইন নিয়ে উৎসাহ থাকবে। কিন্তু আমরা এখানে শুধুমাত্র মানুষকে ন্যায় দিয়ে আসি। হেডলাইনে নাম ছাপার জন্য নয়।'' বলে রাখি, মঙ্গলবারই আদালতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেছিলেন, ''গত দেড় মাস ধরে গাদা গাদা পঞ্চায়েত মামলা হচ্ছে। সেসব মামলা শুনতে গিয়ে অন্য কোনও মামলা শোনা যাচ্ছে না। মানুষ ভাবছে আমরা কাজ করছি না। আসলে আপনাদের পঞ্চায়েত মামলার ভিড়ে অন্য সব মামলা চাপা পড়ে যাচ্ছে।''

> মানুষকে ন্যায় দিতে আদালতে আসি, খবরের কাগজে নাম ছাপাতে নয়।
> জাস্টিস অমৃতা সিনহা

'দুর্নীতি হলে কোর্ট চোখ বুজে থাকবে না'
ববিতার মামলায় বিচারপতি গাঙ্গুলির নির্দেশই বহাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ নিয়োগ দুর্নীতির ভূরি ভূরি অভিযোগের মাঝেই ওএমআর শিট প্রকাশের আবেদন জানিয়েছিলেন ববিতা সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশে যাঁর চাকরি চলে গিয়েছে, সেই ববিতার আর্জি মেনে ৫৫০০ জনের উত্তরপত্র প্রকাশ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ বহাল রাখল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও। উত্তরপত্র প্রকাশ হলে চাকরি চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা নিয়ে কয়েকজন কর্মরত শিক্ষক ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, উত্তরপত্র প্রকাশে বাধা কোথায়? তবে ওএমআর প্রকাশের পর যদি কারও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সিঙ্গল বেঞ্চকে শুনতে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ববিতা সরকারের আবেদন ছিল, ২০১৬ সালের একাদশ-দ্বাদশের মেধাতালিকা ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা হোক, তাহলেই স্পষ্ট হবে কারও চাকরির পিছনে দুর্নীতি ছিল কি না। এমন কারও চাকরি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, সে ক্ষেত্রে সুযোগ পেতে পারেন ববিতা। আবেদনকারীদের আইনজীবী এদিন প্রশ্ন করেন, ববিতা সরকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শূন্যপদে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তাহলে কেন সব নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করতে হবে? ওএমআর প্রকাশের জন্য ববিতা কোনও লিখিত আবেদন করেননি। মৌখিক আবেদনের ভিত্তিতে কেন সিঙ্গেল বেঞ্চ এমন একটি নির্দেশ দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা চলছে। আগস্ট মাসে

রয়েছে পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ স্থগিত রাখার আর্জি জানান মামলাকারীরা। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন মামলাকারীদের সম্পর্কে বলেন, ''তার মানে মনে ভয় আছে। ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে তালিকা প্রকাশ হলে চাকরি চলে যাবে।'' তাঁর দাবি, সঠিক পথে চাকরি পেলে তো ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। আইনজীবী আরও বলেন, ''কীভাবে তাঁরা চাকরিটা পেয়েছেন, আসল ঘটনাটা তাঁরাই নিজেরা সবথেকে ভাল জানেন। সঠিক পথে চাকরি পেলে কেন ভয় পাচ্ছেন?'' এদিন ডিভিশন বেঞ্চের তরফে প্রশ্ন বলা হয়, তালিকা প্রকাশের বাধা কোথায়! তালিকায় যদি দেখা যায়, কারও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন আছে, তাঁকে আগে শুনানির সুযোগ দিতে হবে। তারপর পদক্ষেপ করবে সিঙ্গল বেঞ্চ। এসএসসি-র আবেদন মেনে ২১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৮ জুলাই পর্যন্ত তালিকা প্রকাশের সময় বাড়িয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পাবলিক সার্ভিস নিয়ে দুর্নীতি হলে কোনও কোর্ট চোখ বুজে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রেও আদালত সেটা অস্বীকার করতে পারে না। অন্যদিকে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সিবিআই যে হার্ডডিস্ক উদ্ধার করে, তার সঙ্গে এসএসসি-র নথি মিলিয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টেও হলফনামা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, ববিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁর স্নাতকোত্তরের প্রাপ্ত নম্বর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল, সে কারণেই অ্যাকাডেমিক স্কোরও বেড়ে গিয়েছিল। আদালতের নির্দেশে চাকরি চলে যায় ববিতার।

প্রতিটি হাসপাতালে টিকিট করতে হবে না, একটাতেই দেখানো যাবে, বড় সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ কলকাতা ও জেলা সদরের মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ কয়েক হাজার হাসপাতাল যুক্ত হবে এই নেটওয়ার্কে। এর ফলে বারবার লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না রোগী এবং রোগী পরিবারকে। চলতি বছরে আভিন্ন আউটডোর প্রেসক্রিপশন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সাধারণত বড় কোনও হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর পর এলাকার হাসপাতালে গিয়ে টেস্ট করানোর সময় তীব্র হয়রানির শিকার হতে হয় রোগী এবং রোগীর পরিবারকে। মানুষের সেই সমস্যা দূর করতে এক এবং অভিন্ন আউটডোর নেটওয়ার্ক চালুর পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। এই পরিকল্পনায় সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে একই ছাতার তলায় আনা হবে। এখন যে কোনও হাসপাতালের আউটডোরে টিকিট কাটলে রোগ বা টেস্ট করানোর জন্য অন্য কোনও হাসপাতালে আর টিকিট কাটতে হবে না। টিকিটে থাকা বিশেষ নম্বর খতিয়ে দেখে স্থানীয় হাসপাতালে বিনামূল্যে রক্ত এবং অন্যান্য পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। কলকাতা ও জেলা সদরের মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ কয়েক হাজার হাসপাতাল যুক্ত হবে এই নেটওয়ার্কে। এর ফলে বারবার লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না রোগী এবং রোগীর পরিবারকে। চলতি বছরে অভিন্ন আউটডোর প্রেসক্রিপশন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের সুবিধা হবে বলে মনে করছে চিকিৎসা মহল। এই প্রেসক্রিপশন চালু হলে চিকিৎসকদের হাতের লেখা বুঝতে না পারার যে সমস্যা রয়েছে তা থাকবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য দফতরের কম্পিউটার থেকেই ওই নম্বর দিয়ে রোগীর পূর্বের রোগের বিবরণও পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে রাজ্যে স্বাস্থ্যকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী জানান, ধীরে ধীরে ই-প্রেসক্রিপশন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মানুষের ভোগান্তি কমবে। তবে কিছু পরীক্ষা আছে, যেগুলি শুধুমাত্র বড় মেডিক্যাল কলেজে সম্ভব। ফলে এই পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে তা নির্ভর করছে জেলা মহকুমা এবং তার নিচের স্তরের হাসপাতালগুলির রোগ ও রক্ত পরীক্ষার কাঠামোর উপর। তবে বহু জেলা স্তরে বহু হাসপাতালেই এমআরআই, সিটি স্ক্যানের ২৪ ঘণ্টা ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের ৩৯টি সরকারি হাসপাতালে এই ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে সে ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হবে না বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর।

সংসদের বাদল অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় মিটিং, মণিপুর নিয়ে ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা। তার আগে বুধবার সর্বদলীয় মিটিং ডেকেছিল সরকার। আসলে কোনও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এটাই চিরাচরিত প্রথা। মূলত সব দলকে একজায়গায় এনে নানা বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত নেওয়ার জন্য এই মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, মূলত আগামী বাদল অধিবেশনে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে তা নিয়েই এই মিটিংয়ে আলোচনা করা হয়। আসলে রীতি মেনে অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এটা কার্যত গেট টুগেদার। শাসকদলের একাধিক মন্ত্রী এই মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। এদিকে সরকার জানিয়ে দিয়েছে, আগামী বাদল অধিবেশনে তারা মণিপুর ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য তৈরি।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ ঘিরে থাকবে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়, কেন এমন ব্যবস্থা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হাতে শুধু আজকে দিন। তারপরই তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা ইভেন্ট শহিদ দিবস শুরু হয়ে যাবে। ২১ জুলাই, তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে মানুষ আসতে শুরু করেছে পিল পিল করে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তরবঙ্গেও ভাল ফল হয়েছে। তাই সেখান থেকে বেশি মানুষজন আসতে শুরু করেছেন। নানা জেলায় প্রস্তুতি সভা হয়ে গিয়েছে। এবার শুধু ডেস্টিনেশন ধর্মতলা চলো। প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এবার গোটা মঞ্চ এবং এলাকা জুড়ে থাকবে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। এদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পরও কোনও বিজয় উৎসব করা হয়নি। তাই এবার এই সমাবেশে বাড়তি ভিড় হতে চলেছে। এখন গোটা দেশে একমাত্র বিরোধী মহিলা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি। দেশের বিরোধী মুখ। তাই

বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তার জন্যই পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকের কথা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে ভিন রাজ্যের কয়েকজন নেতা আসতে পারেন। তাই সিকিউরিটি টাইট করা হচ্ছে। একুশে জুলাইয়ে কলকাতা শহর জুড়ে মোতায়েন থাকবে পাঁচ হাজারের বেশি পুলিশ। গোটা এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল সিপি হরিকিশোর কুসুমাকার। মঞ্চ এবং সংলগ্ন চত্বর জুড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হবে। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা নিয়ে পরিকল্পনা ছকে ফেলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মূল মঞ্চ ভিভিআইপি জোনের মধ্যে থাকবে। যার দায়িত্বে থাকবেন দু'জন অ্যাডিশনাল সিপি পদমর্যাদার অফিসার। আর থাকবেন ৯ জন জয়েন্ট সিপি পদমর্যাদা এবং ও ২৩ জন ডিসি পদমর্যাদার অফিসার। মিটিংয়ে যোগ দিতে আসা সমস্ত মিছিলকে এসকর্ট করবেন একজন করে এসি এবং ইনস্পেক্টর র‍্যাঙ্কের অফিসার। শহরজুড়ে থাকছে ৩২টি হেল্প ডেস্ক করা হচ্ছে। ধর্মতলা চত্বর মুড়ে ফেলা হচ্ছে একাধিক ওয়াচ টাওয়ারে। তিন জায়গায় রাখা হচ্ছে কুইক রেসপন্স টিম। পুলিশের একটি টিম থাকছে মূল মঞ্চের পাশেই। মোট ৪৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চালাবেন সিনিয়র অফিসাররা। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে এই এলাকায় জারি থাকবে ১৪৪ ধারা। বিভিন্ন পয়েন্টে থাকবে মেডিক্যাল ক্যাম্প। কলকাতা পুলিশের বেশকিছু অ্যাম্বুল্যান্স। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হবে গোটা ধর্মতলা চত্বর।

নমামি গঙ্গের প্রকল্পের জায়গায় রেলিং থেকে বিদ্যুতের শক, মৃত্যু কমপক্ষে ১৫ জনের

চামোলি, ১৯ জুলাইঃ অলকানন্দা নদীর তীরে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল অন্তত ১৫ জনের। যার মধ্যে ৪ জন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন। মর্মান্তিক ঘটনা উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্প এলাকায়। প্রাথমিকভাবে ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। চামোলির পুলিশ সুপার পরমেন্দ্র ডোভাল প্রথমে জানিয়েছিলেন, চামোলি জেলায় অলকানন্দা নদীর তীরে একটি ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে দশজনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়। ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মৃতদের তালিকায় আছেন বদ্রীনাথ হাইওয়ের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জও। অন্যান্য নিহত পুলিশ কর্মীরা সকলেই হোমগার্ড। সূত্রের খবর, নমামি গঙ্গা প্রকল্পের অধীনে ওই এলাকায় অলকানন্দা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ চলছিল। আচমকা ট্রান্সফরমারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। ধাতব সেতুটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে সেতুটির সংস্পর্শে থাকা সকল ব্যক্তি বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। কী কারণে ট্রান্সফরমারটিতে বিস্ফোরণ ঘটল, তা জানতে তদন্ত করা হবে। ঘটনার বেশ কিছু ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেগুলিতে দেখা গিয়েছে, পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে হাত উদ্ধারকাজে লাগিয়েছেন সাধারণ মানুষও। স্ট্রেচারে করে ঘটনাস্থল থেকে একের পর এক দেহ উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলতে দেখা গিয়েছে।

মণিপুরে আইপিএস অফিসারের এসকোর্টে হামলায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার ৩০

ইমফল, ১৯ জুলাই ঃ ইমফল পশ্চিম জেলায় আইপিএস অফিসারের এসকর্টে হামলার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি গত ১৭ জুলাই ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত কোযা়কিথেল এলাকায.কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত আইজিপি কবিব কে (আইপিএস, জেড-টু)-র ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। কেবল তা-ই নয়, দুর্বৃত্তের দল তাঁর কনভয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ওই এ ঘটনার সঙ্গে গতকাল ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও জড়িতদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এদের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করলে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। তাছাড়া গ্রেফতার কৃতদের ৩০ জনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে সূত্র।

সর্বদলীয় বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন রাজনাথ সিং, ২০ জুলাই থেকে শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃসংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই, বৃহস্পতিবার। চলবে আগস্ট মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত। বাদল অধিবেশনের প্রাক্কালে বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই বৈঠকে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দলকে জানিয়েছে যে সরকার মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত।প্রসঙ্গত, ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। এবারের বাদল অধিবেশনে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অবদান রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবারের বাদল অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিল পাশ ও উত্থাপন করতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

পুনর্নির্বাচনের দাবি ৯ তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর

কলকাতা, ১৯ জুলাইঃ বিজেপি সাংসদের পর এবার পুনর্নির্বাচন ও পুনর্গণনার দাবি জানিয়ে আদালতে গেলেন মোট ৯ তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থী।কেউ জিতেও শংসাপত্র পাননি বলে অভিযোগ। কেউ আবার কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রিসাইডিং অফিসারকে। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ, প্রতি ক্ষেত্রেই শাসকদলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। গণনার দিন একাধিক জয়ী বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না। কেউ গণনায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।এই পরিস্থিতিতে গতকাল মঙ্গলবার পুনর্নির্বাচন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এবার পুনরায় ভোট ও পুনর্গণনার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থহন তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থী।২ জন নির্দল ও ৭ জন তৃণমূল প্রার্থী এদিন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের। কারও অভিযোগ, ভোটে জিতেও শংসাপত্র পাননি। কেউ অভিযোগ করেছেন ব্যালট পেপারে প্রিসাইডিং অফিসারের সই নেই বলে। বুধবার

ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিতে চলেছেন বার্সার আর এক কিংবদন্তি

মিয়ামি, ১৯ জুলাই ঃ তারকার হাট বসাতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মিয়ামি ক্লাবে। বিশ্বসেরা লিওনেল মেসিকে দলে নেওয়ার পর তারা নিয়েছে আর্জেন্টাইন প্রাক্তন মেসির বার্সা সতীর্থ সার্জিও বুসকেটসকে। এবার তারা জর্দি আলবার দিকে হাত বাড়িয়েছে। বার্সেলোনায় মেসির সঙ্গে এক দশকের বেশি সময় খেলেছেন জর্দি আলবা। আলবা ও ইন্টার মিয়ামির মাঝে এখনও সমঝোতা চুক্তি হয়নি। তবে অন্য সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ। অতি শিগগিরই সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে জানা যাচ্ছে।

বিরোধীদের একটাই এজেন্ডা, নিজেদের পরিবারকে বাঁচান ও পরিবারের স্বার্থে দুর্নীতি বাড়ানঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলকে একযোগে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, বিরোধীদের একটাই আদর্শ ও এজেন্ডা, আর তা হল নিজেদের পরিবারকে বাঁচান ও পরিবারের স্বার্থে দুর্নীতিও বাড়ান। গত মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পোর্ট ব্লেয়ারের বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠককে কটাক্ষ করেছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গণতন্ত্র জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্যই। কিন্তু, পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির জন্য এটি পরিবারের,

পরিবারের জন্য এবং পরিবারের স্বার্থেই। সবার আগে পরিবার, দেশ কিছুই নয় তাঁদের কাছে। এটাই তাঁদের মূলমন্ত্র... আছে ঘৃণা, দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি। পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির আগুনের শিকার দেশ।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমাদের ভারত কোথায় না পৌঁছে যেতে পারত। আমাদের ভারতীযদের সম্ভাবনার কোনও ঘাটতি ছিল না। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত ও পরিবারতান্ত্রিক দল সাধারণ ভারতীয়দের এই সামর্থ্যের প্রতি অবিচার করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের জনগণ ২০২৪ সালের নির্বাচনে আবারও আমাদের সরকারকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে মনস্থির করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের দুর্দশার জন্য দায়ী কিছু মানুষ দোকান খুলে বসেছে।পঞ্চায়েত ভোটের সময় পশ্চিমবঙ্গে হিংসার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোথাও বন্যা কেলেঙ্কারি হয, কেউ অপহরণ হয়, তখন এই গোত্রের সবাই চুপ হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রকাশ্যে হিংসা হয়েছে, লাগাতার রক্তপাত হচ্ছে, এ নিয়েও সবাই নীরব। মোদী বলেছেন, কংগ্রেস ও বামপন্থী কর্মীরা সেখানে নিজেদের বাঁচাতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু কংগ্রেস ও বামপন্থী নেতারা নিজেদের স্বার্থে কর্মীদের সেখানে রেখে গিয়েছেন।

বাগনানে নজরুলের মূর্তি স্থাপন করবে স্মৃতি রক্ষা কমিটি

অভিজি হাজরা , আমতা, হাওড়াঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাগনানের আগুন্সীতে এসেছিলেন ১৯২৬ সালে।এখানে এক অনুষ্ঠানে তিনি দুটি গান পরিবেশন করেছিলেন- জাতের নামে বজ্জাতি সব এবং ওপরে চাষী জগৎদ্বাসী ধর কষে লাঙল ।বাগনানের মাটিতে বিদ্রোহী কবির পদার্পণের এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে স্মরণীয .করে রাখতে এবং নূতন প্রজন্মের কাছে খবরটি পৌঁছে দিতে গঠিত হল নজরুল স্মৃতি রক্ষা কমিটি । বাঙালপুর মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে সমাজকর্মী গোপাল ঘোষ- এর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠিত হয়।তিনিই এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। স্মৃতি রক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সায়ন দে। সদস্যদের মধ্যে আছেন পার্থপ্রতিম রায, সৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস, শুভেন্দু দত্ত, পবিত্র পাঁজা, অরুণ পাত্র, গোলাম কুদ্দুস, অম্লান সাঁতরা , শংকর চক্রবর্তী, দেবাশীষ জানা, সৌমেন রায, প্রশান্ত ভৌমিক, গোপাল চন্দ্র পারাল,,তুষার হালদার , শুভজিত পাল প্রমুখ। এই কমিটি এ বছর দুর্গাপূজার আগেই আগুন্সীতে কবির পদার্পণধন্য স্থানে কবির একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করবে এবং এই উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশ করবে। এ ব্যাপারে সভায় বিশদ আলোচনা হয় ও কর্মসূচির প্রাথমিক রূপরেখা স্থির হয। কমিটির অন্যতম সম্পাদক প্রদীপ রঞ্জন রীত জানালেন - স্থানীয় অধিবাসীদের নজরুলের বাগনানে আগমনের বিষয়টি অবগত করতে বিশেষ প্রচার চালানো হবে। কেবল বাগনানে নয়, হাওড়া জেলার আরো কিছু স্থানে নজরুল ইসলামের আগমন ঘটেছিল। সেসব স্থানেও স্মৃতি ফলক লাগানো র ব্যবস্থা করা হবে ভবিষ্যতে। গবেষণা চালানো হবে হাওড়া জেলার সাথে নজরুলের বহু মুখী যোগসূত্র নিয়েও। তার সাথে অবশ্যই হবে চর্চিত হবে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য। চেষ্টা হবে নজরুল ইসলামের সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের ভাবধারায় নব প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে। নজরুল এসেছিলেন আগুন্সীর দ্বারকানাথ মিত্রের বাসভবনের প্রাঙ্গণে। দ্বারকানাথ মিত্র স্বয়ং এক দিকপাল ব্যক্তিত্ব। নজরুল যখন আসেন তার অনেক আগেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। দ্বারকানাথ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বিতীয় ভারতীয় বিচারপতি। তাঁর স্মৃতি রক্ষণেও আমরা ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করব।

২১ জুলাই উত্তরবঙ্গ থেকে ধর্মতলায় রেকর্ড জমায়েতের প্রস্তুতি

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি অনেকটাই সরে গিয়েছিল। গত লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে একটিও আসন পায়নি তৃণমূল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও সেই ধারা অনেকটাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত হারানো জমি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে শাসক তৃণমূল।এই অবস্থায় আগামী লোকসভা ভোটে রাজ্যের শাসক শিবিরের ‘ চোখ’ তাই উত্তরবঙ্গ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে কোচবিহার থেকে মালদহ পর্যন্ত আটটি আসন। তৃণমূলের অনেক নেতাই ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, উত্তরবঙ্গের ওই আটটি আসন বিজেপির থেকে কেড়ে নেওয়া গেলে এক ধাক্কায় গেরুয়া শিবিরকে অনেকটাই ‘ করে দেওয়া যাবে।সেই জমি থেকেই আগামী শুক্রবার, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে রেকর্ড জমায়েত করার পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকদল। সংখ্যালঘু, রাজবংশী, চা-বাগানের আদিবাসী

ত্রিপুরাঃপ্রয়াত সিপিএম বিধায়ক শামসুল হক

আগরতলা, ১৯ জুলাই ঃ ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য তথা বক্সনগর কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক শামসুল হক প্রয়াত হয়েছেন।গতমঙ্গলবার গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হযে. প্রয়াত হয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং চার ছেলে সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি আজ সমস্ত সরকারী কার্য্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুধবার সকালে তাঁর মরদেহ বিধানসভা প্রাঙ্গনে এবং সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শামসুল হক বিধায়ক হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন। তার আগে তিনি বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সোনামুড়া মহকুমা সহ রাজ্য রাজনীতিতে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন তিনি। মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি আগরতলা বিধায়ক আবাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সাথে সাথেই তাঁকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাত দোটা নাগাদ তিনি জি বি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে প.তেই বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং পরিবার পরিজনদের এই বিযোগে ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁর প্রযাণে আজ সমস্ত সরকারী কার্য্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুধবার সকালে তাঁর মরদেহ বিধানসভা প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিধানসভার সদস্যগণ। এদিন উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এদিন তিনি শামসুল হকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বক্সনগর বিধানসভার মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।পাশাপাশি তাঁর প্রয়াণে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। শামসুল হকের প্রয়াণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গভীরভাবে শোকাহত হয়েছেন। তিনি পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।এদিকে, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হকের প্রয়াণে মন্ত্রী রতন লাল নাথ গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর স্বজনহারা পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী টিংকু রায় ও মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়ও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।বিধায়ক শামসুল হকের প্রয়াণে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এদিন সুদীপ বাবু বলেন, শামসুল হক একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং পরোপকারি মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু বক্সনগর বিধানসভার মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।এদিন তাঁর মরদেহ সিপিএম মুখ্য কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে দলীয় কর্মীরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, মানিক দে সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, বক্সনগর কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হকের অকাল প্রয়াণে বিধানসভায় সিপিএমের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০। এখন ত্রিপুরায় ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে।

বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ভারতে কোভিড-সংক্রমণও বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও ওঠানামা করছে আক্রান্তের সংখ্যা, আবার বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪৯ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৬৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৬২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫৩৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৮,৬৩৪ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৫,২২০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতকে কৃতজ্ঞতা জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা,১৯ জুলাই ঃ জি-২০ সম্মেলনে আয়োজক দেশ ভারত বাংলাদেশকে ‘ কান্ট্রি’ হিসেবে আমন্ত্রণ করায় দেশটির অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এছাড়া, সম্মেলনে সাইড লাইনে দুই দেশের অর্থমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।গত মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, ভারতের গুজরাটের গান্ধীনগরে জি-২০ দেশগুলোর অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনে সাইড লাইনে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের শুরুতে ভারতের অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে দুই দেশের অর্থমন্ত্রী বিশদ আলোচনা করেন।বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রণালয় আরও জানায়, জি-২০ জোটে বাংলাদেশ সদস্য না হওয়া স্বত্বেও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ‘ কান্ট্রি’র মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়োজক দেশ ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশকেই ‘ কান্ট্রি’ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এজন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী।বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে কানেকটিভিটি যত বাড়বে ততই দুই দেশের লোকজনের মধ্যে সম্পর্ক জোরালো হবে।দুই দেশের অর্থনীতির এলাকায় সহযোগিতা বা।।নোর জায়গাগুলো চিহ্নিত করে একযোগে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন নির্মলা সীতারমণ। এসময় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দেখতে ভারতের অর্থমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আহ্বান জানান মুস্তফা কামাল।

লোকসভা নির্বাচনে বিএসপি একাই লড়বেঃমায়াবতী, বিঁধলেন কংগ্রেস ও বিজেপিকে

লখনউ, ১৯ জুলাই ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) একাই ল।বে। জানিয়ে দিলেন দলের প্রধান মায়াবতী। বুধবার মায়াবতী বলেছেন, যেহেতু লোকসভা নির্বাচন প্রায .এসেই গিয়েছি, আমাদের প্রস্তুতিও পুরোদমে চলছে এবং আমরা গোটা দেশে বৈঠকও করছি। আমরা একাই নির্বাচনে লড়ব। আমরা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং হরিযা়না, পঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্যে নিজেরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বিঃদ্বতা করব, আমরা এই সমস্ত রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি।কংগ্রেস ও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে মায়াবতী বলেছেন, কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসার জন্য সমমনোভাবাপন্ন বর্ণবাদী এবং পুঁজিবাদী দলগুলির সঙ্গে জোট বাঁধছে। বিজেপিও এনডিএকে শক্তিশালী করছে...কিন্তু তাঁদের নীতিগুলি দলিত ও মুসলিম বিরোধী। মায়াবতীর কথায়, এই দলগুলি জনগণের কল্যাণে কাজ করে না। তাঁরা দলিত, মুসলিম, সংখ্যালঘুদের জন্য কিছুই করেনি। সব একই। ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। তাঁরা জনগণের একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। সেটা কংগ্রেস হোক অথবা বিজেপি। বিরোধীদের সঙ্গে বিএসপি-র হাত না মেলানোর এটাই সবচেয়ে বড় কারণ।

বেঙ্গালুরুতে ৫ জঙ্গি গ্রেফতারিতে উদ্বিগ্ন বোম্মাই, বললেন এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়া উচিত

বেঙ্গালুরু, ১৯ জুলাই ঃ বেঙ্গালুরুতে ৫ জন সংঃদহভাজন জঙ্গি গ্রেফতারিতে উদ্বিগ্ন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বাসভরাজ বোম্মাই। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বোম্মাই বলেছেন, বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তারা বেঙ্গালুরুতে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছিল। এই মামলাটি এনআইএ-র কাছে হস্তান্তর করা উচিত।উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুতে সন্দেহভাজন ৫ সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করেছে কেঃদ্রীয .অপরাধ শাখা (সিসিবি)। ধৃতদের নাম- সৈযদ় সুহেল, উমর, জানিদ, মুদাসির ও জাহিদ। সিসিবি-র সন্দেহ, সন্ত্রাসীদের এই দলটি বেঙ্গালুরুতে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল। পাঁচজনই ২০১৭ সালের একটি হত্যা মামলায.অভিযুক্ত এবং পারাপ্পানা অগ্রহারা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিল, যেখানে তারা সন্ত্রাসীদের সংস্পর্শে এসেছিল। বিস্ফোরক সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করেছে সিসিবি। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় অপরাধ শাখা (সিসিবি)-র পক্ষ থেকে এই গ্রেফতারি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অপরাধ শাখা (সিসিবি) জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ৪টি ওয়াকি-টকি, ৭টি দেশীয.পিস্তল, ৪২টি তাজা গুলি, দু'টি ছোরা, দু'টি স্যাটেলাইট ফোন এবং ৪টি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে।পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দ বলেছেন, বেঙ্গালুরু শহরে যারা নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল তাদের খুঁজে বের করতে সফল হযেছে সিসিবি। পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে... তাদের কাছ থেকে সাতটি পিস্তল, অনেকগুলি তাজা গুলি, ওয়াকি-টকি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হযেছে।

দিল্লিতে ওঠানামা করছে যমুনার জলস্তর, তাজমহল চত্বর এখনও জলমগ্ন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃরাজধানী দিল্লিতে কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে যমুনা নদীর জলস্তর। বুধবার সকালে যমুনার জল নামতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন দিল্লিবাসী, কিন্তু সকাল ৯টার পর যমুনার জলস্তর আবারও বেড়ে যায়। পৌঁছে যায় বিপদসীমার ওপরে। দিল্লির পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের আগ্রাতেও যমুনার জলস্তর নিরন্তর বাড়ছে। তাজমহল চত্বর এখনও জলমগ্ন রয়েছে।বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ যমুনার জলস্তর নেমে ২০৫.২৫ মিটারে পৌঁছয়, যা বিপদসীমার নীচেই ছিল। যমুনার জলস্তর নেমে ২০৫.২৫ মিটারে পৌঁছলেও দিল্লির নানা অংশ এখনও জলের তলায়। যেমন রাজঘাট এলাকা এদিন সকালেও ছিল জলের তলায়। একই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে রাজধানীর অন্যত্রও। সকাল ৯টা নাগাদ ফের বিপদসীমা অতিক্রম করে যমুনার জলস্তর। পৌঁছে যায় ২০৫.৬০ মিটারে। দিল্লিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে, তার ওপর যমুনার জলস্তর ওঠানামা করছে, তাই খানিকটা চিন্তায় দিল্লিবাসী। তবে, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে প্রবল বর্ষণে নদীর জলস্তর বেড়ে কয়েকশ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

মুম্বাই, ১৯ জুলাই ঃ সোমবার থেকে মুম্বাই সহ মহারাষ্ট্রে ভারী বর্ষণে রাজ্যের বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়েছে। এর জেরে রায়গড়, রত্নাগিরি, গদচিরোলি, চন্দ্রপুর জেলার শতাধিক গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওযা়র নির্দেশ জারি করেছে। আবহাওয়া দফতর পালঘর, থানে, মুম্বই, রায়গড়, রত্নগিরি, পুনে, সাতারা, চন্দ্রপুর, গাদচিরোলি, গোন্দিয়া এবং ইয়াভাতমালের মতো ১১টি জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।প্রবল বৃষ্টিতে মুম্বই সংলগ্ন বদলাপুরে রেলপথ ডুবে গেছে, মধ্য রেলের লোকাল পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করছে, যখন পশ্চিম রেলের লোকাল পরিষেবাগুলি ধীর গতিতে চলছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং অজিত পাওয়ার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন কোঙ্কন, বিদর্ভের নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধির পরে জরুরি ব্যবস্থাগুলি নিযন্ত্রণে রাখতে।সোমবার থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে গাদচিরোলি জেলার অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হযেছে। এখানে পার্লকোটা নদী প্লাবিত হয়ে জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিত তৈরি হয়েছে ভামরাগড় গ্রামে। এই গ্রামের বাজার ও আবাসিক ঘরবাড়ি জলে তলিয়ে গেছে। এলাকার ১০০ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে এবং বৃষ্টির কারণে স্কুলে ছুটিও দেওযা.হয়েছে। একইভাবে চঃদ্রপুর জেলাতেও নদীর জল ঢুকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০জুলাইঃবৃহঃবার, ৩শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮১শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমৎকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।শুভদিন

বৃষভ রাশিঃনিজেকে সুস্থ এবং সু ন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে।।

মিথুন রাশিঃআপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম আধ্যাত্মিক ও সেইসঙ্গে শারীরিক লাভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

কর্কট রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন।শুভদিন হবে।

সিংহ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক

কন্যা রাশিঃআপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করবে কারণ

তুলা রাশিঃআপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন

ধনু রাশিঃআপনার স্বাস্হ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন। সংসারে শান্তি হবে।

মকর রাশিঃ বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে ।শুভ দিন হবে

কুম্ভ রাশিঃঅলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত হবে আজ থেকে

মীন রাশিঃ যদি আপনি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আপনি আপনার বন্ধু এবং পরিচিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারর্ত কারণে

আমরা আমাদের কাজ করব, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে', তোপ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ মেলেনি পুলিশের অনুমতি। তারপরও, পঞ্চায়েত ভোটে

সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে বুধবার পথে নেমেছে বিজেপি। 'আমরা আমাদের কাজ করব, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে', এই মিছিল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েত ভোটে ১১জন দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে ৩ হাজার কর্মী। তাঁদের মধ্যে ৬৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পঞ্চায়েত ভোটে ১২ হাজার ৪৯২টি বুথ দখল হয়েছেএবং ২১ হাজার বুথে ভোটই না হওয়ার অভিযোগ তুলছে বিজেপি। এসবের প্রতিবাদে, বুধবার দুপুরে পথে নামে তারা। কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হবে বিজেপির মহা মিছিল। তাঁদের দাবি, পুলিশের অনুমতি না মিললেও, তাঁরা মহা মিছিল করবেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ' পুলিশ নিজেই অশান্তি করছে। আমরা আমাদের কর্মসূচি বহাল রাখব। যারা 'হায় গনতন্ত্র' বলে সাড়া দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের রাজ্যে গণতন্ত্র মাটি ছাপা পড়ে গেছে। কোর্টে যেতে হয় গণতন্ত্র খুঁজতে। চশমার দোষ আছে।'অন্যদিকে ভাঙড় অশান্তি নিয়েও মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন,'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি চান না। তাই ভাঙড়ে শান্তি ফিরছে না। ওঁরা হস্তক্ষেপ বন্ধ করলে ভাঙড়ে নিজে থেকেই শান্তি ফিরে আসবে। নওশাদকে তো আটকে দিয়েছে। ঢুকতেই পারেনি।

''বাওয়াল'' ছবিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৯জুলাই ঃ ছবি মুক্তির আগেই ছবি নিয়ে সমস্যা। ২১ জুলাই প্রায় ২০০ দেশ জুড়ে মুক্তি পাচ্ছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবি ''বাওয়াল''। প্রথম থেকেই ছবিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও অ্যাডলফ হিটলারের প্রসঙ্গ টানায় জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রেমকাহিনির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ টানার কি প্রয়োজন, খোলসা করেছিল পরিচালক নিজেই।''বাওয়াল'' ছবির গল্প অজয় দীক্ষিতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অজয় একজন সাধারণ ছেলে যে পাড়ার উচ্চবিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক, যাঁকে অনেকে ভালবেসে অজ্জু ভইয়া বলেও ডাকে। নিজের এলাকায় ভালই বিখ্যাত সে, এবং এই ''তারকা'' সুলভ খ্যাতি ভালই উপভোগ করে। কিন্তু এই খ্যাতির সৌজন্যে রয়েছে তার নিজের তৈরি ভুয়ো পরিচয়।

গুরুতর জখম রুবেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৯ জুলাই ঃ গুরুতর আহত অভিনেতা রুবেল। শুটিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখোমুখি অভিনেতা। ভেঙে গিয়েছে দুটি গোড়ালি । আপাতত রয়েছেন তাঁর বারাসাতের বাড়িতে। বুধবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সে কথা জানিয়েছেন অভিনেতা। রুবেলের আঘাত লাগার কারনে শুটিং বন্ধ সিরিয়ালের। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না নায়ক । তার জন্য চিন্তিত তাঁর প্রেমিকা শ্বেতা ভট্টাচার্যও। আচমকাই ঘটেছে এই ঘটনা । মন ভাল নেই নায়িকার। এই বিষয়ে অভিনেত্রী জানায়, খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সে। সিরিয়ালে মারপিটের দৃশ্যে শুটিং চলছিল বাস থেকে লাফানোর একটি শট দিতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। যার উপরে তিনি লাফ দিয়েছিলেন সেই জায়গাটা এবড়ো খেবড়ো ছিল বুঝতে না পেরে পা ঘুরিয়ে পড়ে যান। পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। বাথরুমের যাওয়ার জন্যেও দাঁড়াতে পারছেন না''।

দু'দিন আগে থেকেই ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে আসছেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ শুক্রবার ২১ জুলাই, শহীদ দিবস। দু'দিন আগে থেকেই ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে আসছেন কর্মী সমর্থকেরা।মূলত দূরবর্তী জেলা থেকে আসছেন এরা। আগামী ২১শে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় যোগ দিতে ইতিমধ্যেই কর্মী সমর্থকেরা আসতে শুরু করেছেন। উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ইতিমধ্যেই কর্মীরা হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। আগত দলীয় সদস্য ও সমর্থকদের হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, উত্তর হাওড়ার ব্লক সভাপতি অরিজিৎ বটব্যাল ও উত্তর হাওড়া আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি অরবিন্দ দাস। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র বলেন, হাজার হাজার মানুষ হাওড়া স্টেশনে আসছেন। এখনো দুদিন বাকি। একুশে জুলাই এর সমর্থনে দূরবর্তী জেলা থেকে তারা আসতে শুরু করেছেন। আজ

সকালেই উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে হাজারেরও বেশি কর্মী সমর্থক তারা ট্রেন পথে হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। দুপুরে পুরুলিয়া থেকে ট্রেন আসবে। এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার ট্রেনে আর জায়গা থাকবে না এত মানুষ আসবেন। বিরোধীরা যতই কুৎসা করুক পঞ্চায়েত ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সঙ্গে করেই মানুষের এই বিশাল সমর্থন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় .আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনেই তারা আসছেন। হাওড়াতে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এরপর একুশে জুলাই ধর্মতলার উদ্দেশ্যে তারা সবাই রওনা হবেন। আজই হাওড়া থেকে দশটি বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, মানুষের জনজোয়ার তৈরি হয়েছে। কাতারে কাতারে লাখো লাখো মানুষ আসবেন। প্রতি বছরই হাওড়া স্টেশনে অসংখ্য মানুষ আসেন। তাদের জন্য আমরা থাকা, খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করি। যারা দু'দিন আগে থেকে এসেছেন আজকে যারা এসেছেন তাদের জন্য আমরা বাসে করে কলকাতার সেন্ট্রাল পার্কে পাঠাচ্ছি। আগামীকাল যারা আসবেন তাদের জন্য হাওড়ার শ্রীরামবাটিকা এবং শ্রীরাম গার্ডেন দু জায়গায় থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর তারা শুক্রবারে একুশে জুলাই সেখান থেকে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আপামর সারা ভারতবর্ষের নেত্রী তার কথা শোনার জন্য তাকে দেখার জন্য সারা বাংলা থেকে শহর গ্রাম উজার করে মানুষ আসেন। এবার আরও মানুষ আসবেন।

বয়স্ক এক মহিলার গহনা লুট করার অভিযোগে ধৃত এক জনকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর আদালতে পেশ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৯ জুলাই ঃ জয়নগর স্টেশন মোড়ে এক বয়স্ক মহিলার গহনা লুট করার অভিযোগে ধৃত এক জনকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।গত সোমবার জয়নগর স্টেশন মোড়ে এক বয়স্ক মহিলার সাথে অপরিচিত এক ব্যক্তি প্রথমে আলাপ করে।তাঁর সাথে নানারকমের গল্প করে। এবং তাকে নিজের কাছে থাকা একটি টাকার বান্ডিল দিয়ে বলে তুমি এগুলো রাখো আর তোমার কাছে থাকা গহনা গুলো ও এই পুটুলিতে রাখো নহলে রাস্তায় বিপদে পড়তে পারো।আর তাঁর কথায় বিশ্বাস করে ঐ মহিলা তার গহনা গুলো ঐ অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া পুটলিতে রাখে এবং তাঁর পরেই ঐ ব্যক্তি ঐ গহনার পুটলি নিয়ে পালিয়ে যায়।ঐ বয়স্ক মহিলার কাছে টাকা বলে কিছু কাগজের টুকরোর বান্ডিল রেখে যায় সে।আর নিজের গহনা হারিয়ে অবশেষে ঐ মহিলা জয়নগর থানার দ্বারস্থ হয় সোমবারই। এবং অপরিচিত ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।আর অভিযোগ পাওয়ার পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য তদন্তে নেমে

জয়নগর স্টেশন মোড়ের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে ও নিজস্ব সোর্স মারফত সন্ধান লাগিয়ে মন্দিরবাজারের মোড় থেকে মঙ্গলবার রাতে সারুখ সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি কাশিপুর থানা এলাকায়।সে মন্দিরবাজার থানা এলাকায় শশুর বাড়িতে থাকে।ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গহনা গুলো উদ্ধার করতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

মুক্তির আগেই হিট 'ওপেনহাইমার'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ মুক্তি পেতে বেশ দেরি কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আগেই রীতিমত চর্চায় রয়েছে ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন ছবি 'ওপেনহাইমার'। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ঘিরে তুঙ্গে উত্তেজনা। একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে মার্গট রবি এবং রায়ান গসলিংয়ের ছবি 'বার্বি'। ফলে সবটা মিলিয়েই এই দুই বিদেশি ছবি নিয়ে ভারতে উন্মাদনা তুঙ্গে। তবে ইতিমধ্যেই 'ওপেন হাইমার' ছবিটির প্রি বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। আর দর্শকদের থেকে বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছে ছবটি। শুধু সাড়া নয়, রীতিমত চমকে দেওয়ার মতো সাড়া পাচ্ছে এটি। ২১ জুলাই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। এদিনের সন্ধ্যা ৭টা এবং রাত ১০টার শোয়ের টিকিটের দাম ২,৪৫০ টাকা রাখা হয়েছে উল্লিখিত হলে।

মুক্ত আই এস এফ কর্মীদের সাথে ভাঙড়ের বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর ঃ ৩৪ দিন পর জামিনে মুক্ত আই এস এফ কর্মীদের স্বাগত জানাতে বারুইপুর সংশোধনাগার চত্বরে মঙ্গলবার রাত্রে আসেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। ভাঙড়ে ঢুকতে গিয়ে বারবার বাধা পাওয়ার পরে সেই পরিস্থিতি জানিয়ে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার স্পীকারকে চিঠি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সোমবার তিনি চিঠি দিয়েছেন বলে ও এদিন জানান নওশাদ নিজেই। আপাতত তার প্রথম লক্ষ্য ভাঙড়ে শান্তি ফেরানো। আর তাই মঙ্গলবার জামিনে মুক্ত আইএসএফ কর্মীদের স্বাগত জানাতে বারুইপুর সংশোধনাগারে এলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে ভাঙরের বিজয়গঞ্জ বাজারে তৃণমূল ও আইএসএফের মধ্যে গোলমাল বাধে।

অঘোষিত পরিবহণ ধর্মঘটের চেহারা আরামবাগে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১৯ জুলাই ঃ হাতে এখনও তিন দিন। একুশে জুলাইয়ের চরম ব্যস্ততা। এখনই রাস্তায় হাহাকার। দেখা নেই বাসের। কার্যত অঘোষিত পরিবহণ ধর্মঘটের চেহারা নিয়েছে আরামবাগ। রাস্তা থেকে বাস উধাও। দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েও বাস মেলেনি। ২১ শেষ জুলাই 'ধর্মতলা চলো' শহিদ স্মরণে রাস্তা থেকে যাত্রীবাহী বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্তত তেমনই বক্তব্য বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের। দক্ষিণবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর আরামবাগ। হাওড়া, হুগলি জেলার মানুষের সিংহভাগ মানুষ বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। ২১ জুলাইয়ের আগে এভাবে বাস তুলে নেওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। বুধবার সকালে আরামবাগ বাস টার্মিনাসেই বাসের দেখা নেই। বর্ধমান, বাঁকুড়া ,পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হলদিয়া, খাতড়া, কলকাতা ,তারকেশ্বরসহ বিভিন্ন রুটে এক্সপ্রেস বাস চলাচল করে। সেই সমস্ত এক্সপ্রেস গাড়িরও দেখা নেই। এছাড়াও স্থানীয় লোকাল রুটের গাড়িও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন অফিস আদালতে যেতে হিমশিম খাচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। তিন দিন আগে থেকে রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ বাস মালিক সংগঠনও। অভিযোগ, রাস্তা থেকে যাত্রী নামিয়ে বাসগুলিকে গ্রামের দিকে নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে। যাত্রীদেরই অভিযোগ, বাস মাঝপথে থামিয়েই নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাসের গায়ে পতাকা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার বাস কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের বচসাও বেঁধেছে। বাস যাত্রীদের দীর্ঘ অপেক্ষা। কোনওক্রমে বাদুড়ঝোলা হয়ে ছোট গাড়িতে যাতায়াত করছেন তাঁরা। এক যাত্রী বলেন, বাঁকুড়া যাব। অনেকক্ষণ ধরে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। বাস নেই । আরেক যাত্রীর কথায়, সারা রাজ্যের মতো, আরামবাগ থেকেও গাড়ি তোলা হয়েছে। ১৬ তারিখ থেকে গাড়ি তোলা হয়েছে। বাস প্রচুর রয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাসের এক মালিক বলেন, কোনও চিঠি সেভাবে দেওয়া হয়নি। যাঁরা চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁরা বলে রেখেছেন আগের দিন থেকে গাড়ি তোলা হবে। আর যাঁরা চিঠি দেননি, তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁরা গাড়ি পাবেন না। তাঁরাই যাত্রীদের নামিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার আরও এক প্রতিষ্ঠানে চালু হচ্ছে সহ-শিক্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ তৈরি হওয়ার ৬১ বছর পরে, কলকাতার সহশিক্ষামূলক কলেজের তালিকায় যোগ দিতে প্রস্তুত জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউট। ২০০৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তার বি কম সান্ধ্য পাঠক্রমকে শুধুমাত্র পুরুষদের থেকে সহশিক্ষায় পরিবর্তন করেছিল।

তারপর এই প্রথম কলকাতার একটি কলেজ সহশিক্ষায় পরিণত হচ্ছে । সেই অর্থে প্রায় ১৭ বছর পর পুরুষ ও নারীদের কলেজের সংযোজন হচ্ছে কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই সহশিক্ষা ক্যাম্পাস রয়েছে। জেডি বিড়লা ইনস্টিটিউট, একটি বেসরকারি অনুদানবিহীন কলেজ, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে মেয়েদের এই কলেজে পুরুষ শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করা হবে। সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হিসাবে জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউটের ক্লাশ হবে। কলেজে ছ'টি স্নাতক এবং চারটি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম রয়েছে। যাদবপুর থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য কলেজটি স্নাতক ভর্তি পোর্টাল পুনরায় চালু করেছে। জেডি বিড়লা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ দিপালী সিংহী বলেন, আমি এই কলেজের একজন প্রাক্তনী (১৯৬০), এখন এই রূপান্তরের সাক্ষী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের ভর্তি পোর্টালের প্রথম পর্ব মে মাসের শেষের দিকে খোলা হয়েছিল কিন্তু আমরা পুরুষ ছাত্রদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণের জন্য এটি আবার চালু করেছি। মোট আসন এই বছর একই থাকবে তবে ভবিষ্যতে আমাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। কলেজে বি কম, বি বি এ এবং ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট, টেক্সটাইল ও ফ্যাশন টেকনোলজি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে চারটি বিএসসি পাঠক্রমের জন্য ৬০০টি আসন রয়েছে। বিদ্যা মন্দির সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল ভি এন চতুর্বেদী বলেন, গত দুইতিন বছর থেকে, আমরা পুরুষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এমনকি ফ্যাশন প্রযুক্তি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং এবং বিকমের জন্য আবেদন পাচ্ছি। তাই, আমরা তাদের এই অধিবেশন থেকে পড়ার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কলকাতায় ৭৯ টি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। যার মধ্যে ২২টি মেয়েদের। বাকিগুলি সহশিক্ষামূলক। শিক্ষাবিদ সুরঞ্জন দাস, কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এটিকে স্বাগত পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন।

কোন্নগর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত উদ্যানের বেহাল অবস্থায়

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, ১৯ জুলাই ঃ বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ২৮ বছর কারাবাস করেছেন। যার জন্য মহাত্মা গান্ধী ব্যারিস্টার হয়ে তার পাশে লড়াই করেছিলেন। সেই নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত উদ্যানের বেহাল অবস্থা। তাই হাতে ম্যান্ডেলার ছবি নিয়ে প্রশাসনের নজর কাড়তে উদ্যোগী হলেন সারা ভারত শান্তি সংহতি সংস্থা এর সদস্যরা। ১৮ জুলাই ছিল নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন। এই দিনটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে এক বিশেষ দিন হিসাবে গণ্য করা হয়। সেই দিনেই নেলসন ম্যান্ডেলার ছবি হাতে নিয়ে কোন্নগর পৌরসভার সামনে বিক্ষোভে সরব হতে দেখা গেল সারা ভারত শান্তি সংহতি সংস্থার সদস্যদের। কোন্নগর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত উদ্যান রয়েছে সেই উদ্যান দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায়। এমনকি ওই উদ্যানের সামনে নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত একটি ফলক লাগানো ছিল সেই ফলকটিকে কেউ বা কারা ভেঙে ফেলে দেন। ফলে ফলকটি যাতে পুনরায় আবার উদ্যানের সামনে নতুনভাবে বসানো হয় সেই দাবি নিয়ে বাম সমর্থিত সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের পর তারা তাদের সমস্ত দাবি জানিয়ে একটি ডেপুটেশন জমা দেন কোন্নগর পৌরসভার পৌর প্রধান স্বপন দাসের কাছে। এই বিষয়ে এআইপিএসও এর সম্পাদক জ্যোতি কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জানান, বাম জমানায় ওই এলাকায় নেলসন ম্যান্ডেলার স্মৃতি উদ্দেশ্যে সেখানে একটি উদ্যান তৈরি করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই উদ্যানের সামনে লাগানো ফলকটিও নেই। বেহাল অবস্থায় রয়েছে ওই উদ্যানটি। পুরসভা যাদের তৎপর হয়ে সেখানে একটি ফলক বসানোর ব্যবস্থা করে। একইসঙ্গে সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলার একটি মূর্তি স্থাপন এবং তার লাইফ স্কেচ তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে ম্যান্ডেলার জীবনের বার্তা অনেকটাই পৌঁছাবে। সেই মর্মে তারা ডেপুটেশন জমা দেন চেয়ারম্যানের কাছে। কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস বলেন, আমাদের পৌরসভার থেকেই নেলসন ম্যান্ডেলার নামে ফলক করা হযেছিল। কেউ বা কারা ফলকটি খুলে ফেলে তবে আমরা এর আগেই খবর পেয়েছিলাম ফলকটি ওখান থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আবার নতুনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

হাওড়া স্টেশনের মুকুটে নতুন পালক, গোল্ড রেটিং শিরোপা পেল হাওড়া স্টেশন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জুলাই ঃ হাওড়া স্টেশনের মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। গোল্ড রেটিং শিরোপা পেল হাওড়া স্টেশন। হাওড়া স্টেশনকে ভারতীয় সবুজ বিল্ডিং কাউন্সিল, গ্রীন রেলওয়ে স্টেশন রেটিং সিস্টেমের অধীনে CII,IGBC গোল্ড রেটিং দেওয়া হল। বুধবার হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই গোল্ড ফলক এবং গোল্ড রেটিং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন রেলওয়ের জিএম অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার সহ হাওড়া এবং পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে অমর প্রকাশ দ্বিবেদী বলেন, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের গোল্ড রেটিং-এর এই কৃতিত্ব স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয় এবং সারা দেশের অন্যান্য রেলওয়ে স্টেশন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনুসরণ করার জন্য একটি প্রশংসনীয় উদাহরণ স্থাপন করে। হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের সংখ্যার দিক থেকে দেশের বৃহত্তম। CII,IGBC গ্রিন রেটিং দেওয়া হয়েছে সেরা সবুজ ভবন এবং যাত্রীবান্ধব বৈশিষ্ট্যের জন্য। যেমন স্টেশনের ছাদের ইনস্টলেশন, জল ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিক পরিস্কার, দিনের বেলায় কোন কৃত্রিম আলো, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তাজা বাতাস চলাচল, সর্বজনীন অ্যাক্সেসযোগ্যতা সহ বিভিন্ন কারণে। প্রায় ৬.৫ লক্ষ যাত্রীর দৈনিক পদচারণার সাক্ষী এই স্টেশন। পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি তার অটুট প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে এই হাওড়া স্টেশন। গোল্ড রেটিং পাওয়ার জন্য হাওড়া ডিভিশন তার কর্মক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক কৌশলগত এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। প্রসঙ্গত, যে যে কারণে এই শিরোপা তার কয়েকটি কারণ হল,২০২১ এর ৫ জুন থেকে হাওড়া স্টেশনে ওয়েস্ট টু কম্পোস্ট প্ল্যান্ট চালু হয়েছে, রানী ঝিল পরিস্কারের মতো বেশ কিছু জলাশয় তৈরি করা হয়েছে, হাওড়া স্টেশনের সঞ্চালন এলাকায় প্রাকৃতিক টপোগ্রাফি এবং গাছপালাঘাসের নকশার ল্যান্ডস্কেপ (নেটিভঅ্যাডাপ্টিভ প্রজাতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত) সহ বেশ কিছু এলাকা তৈরি করা হয়েছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজের মধ্যে রয়েছে স্টেশন চত্বরে গাছের ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত উচ্চ ওয়াটের এসি সিলিং ফ্যানগুলিকে শক্তি-দক্ষ BLDC সিলিং ফ্যান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যাত্রী নিবাস ভবন সহ হাওড়া স্টেশনের (পুরাতন ও নতুন কমপ্লেক্স) একটি বিশদ শক্তি নিরীক্ষা করা হয়েছে, হাওড়া স্টেশনের জন্য CTO এবং ISO (ISO ১৪০০১২০১৫) সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত করা হয়েছে, আলোকসজ্জা এবং শক্তি দক্ষতা উন্নত করতে ১০০ এলইডি লাইট ইনস্টলেশন সম্পন্ন হয়েছে, সোলার প্যানেলের ক্ষমতা উন্নীত করা হয়েছে এবং প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ২৩ পর্যন্ত ছাদের উপরের অংশের ৫০ এর বেশি এলাকা কভার করা হয়েছে, ২টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪টি টয়লেট ব্লক বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, স্টেশন চত্বরে ১০০ এলইডি, এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফ্যান, এসি, মোটর ও পাম্প এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে, চিকিৎসা সেবার সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে, হাওড়া স্টেশনে চব্বিশ ঘন্টা লাইফ কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে, লিফটে ব্রেইল সাইনেজ দেওয়া হয়েছে। নজরদারি ও টহল দেওয়ার জন্য সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে,জল দক্ষতার মডিউলে, হাওড়া এলাকায় ২ নম্বর স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট ইনস্টল করা হয়েছে।

রাজ্যের ১১টি জেলাকে ভূমি সম্মান প্রদান রাষ্ট্রপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এনে গ্রামীন এলাকার সাধারন মানুষকে মসৃন পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু রাজ্যকে ভূমি সম্মান প্রদান করেছেন। গতকাল নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি দেশের ৭৬৬টি জেলার মধ্যে ৬৮টি জেলাকে ছয়টি বিভাগে প্ল্যাটিনাম পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করে এই সম্মান প্রদান করেন। এরমধ্যে ১৯টি ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের এগারোটি জেলা রয়েছে বলে ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বাঁকুড়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে গতি আনতে খাদিম ইন্ডিয়ার রিষড়ায় নতুন স্টোর উদ্বোধন

বনস্পতি দে, রিষড়া, ১৯ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃ শিল্প এগিয়ে চলেছে এই লক্ষ্যে খাদিম ইন্ডিয়া রাজ্যে নানা প্রান্তে তাদের নতুন স্টোর খুলছে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তারই ফল স্বরূপ বুধবার দুপুরে হুগলির রিষড়ায় খাদিম ইন্ডিয়া তাদের নতুন স্টোর খুললো। এই স্টোরের উদ্বোধন হল প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ঢাকের শব্দে রিষড়ার জিটি রোডের উপর অবস্থিত স্টোরটি সব ধরনের অনুষ্ঠানে পুরো পরিবারের জন্য ট্রেন্ডি স্পোর্টি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্যের সম্ভার নিয়ে তৈরি ফুটওয়ার এবং এক্সেসরিজ বিভাগের নতুন স্টাইলিশ টেকসই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য সামগ্রীর জন্য ওয়ান স্টপ শপ গন্তব্য হিসেবে কাজ করবে। এই স্টোর লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে খাদিম ইন্ডিয়ার সিএফও শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী জানালেন আমরা রিষড়াবাসীদের মধ্যে আমাদের স্টাইলিশ রেঞ্জের পণ্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা

দেখেছি তাই আমরা তাদের সুবিধামতো আমাদের পণ্যসমগ্রী তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমাদের নতুন দোকানে আসন্ন উৎসবের মরশুমে গ্রাহকদের জন্য নানারকম প্রোডাক্ট এবং অ্যাক্সেসরিজের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে খাদিম সবসময় তার গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকদের সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সামগ্রী উপলব্ধ করাতে সর্বদা প্রস্তুত।

নিয়ন্ত্রন হারিয়ে বহড়ুতে পথ দূর্ঘটনা, আহত ২ জন,ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ু, ১৯ জুলাই ঃ বুধবার দুপুরে জয়নগর থানার বহড়ু টিবির হাট মোড়ের কাছে একটি পথ দূর্ঘটনায় আহত দুজন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশ।এদিন দুপুরে জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাশত মুখি একটি লরির তলায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পড়ে যায় এক সাইকেল আরোহী।লরিটির পাশ দিয়ে এক সাইকেল আরোহী বহড়ু বাজারের দিকে যেতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে লরির পেছনের চাকার তলায় পড়ে যায়। তৎক্ষনাৎ লরির চালক দাঁড়িয়ে পড়ায় বড় ধরনের দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় তাঁরা। তবে লরির তলায় পড়ে ঐ সাইকেল আরোহী ও তাঁর সাথে থাকা তাঁর এক বন্ধু আহত হন।স্থানীয়রা ও লরির চালক নিজে তৎক্ষনাৎ আহত দুজনকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায় চিকিৎসা করার জন্য। আর খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন জয়নগর থানার এস আই সমর কুমার মন্ডল ।আহত সাইকেল আরোহীর বাড়ি জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের কাকা পাড়া এলাকায়।তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার তোড়জোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার চা বাগানের উদ্বৃত্ত জমিতে বসবাসকারী বাগিচা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দিতে বাগানগুলিতে কত পরিমান জমি উদ্বৃত্ত পড়ে রয়েছে তা হিসাব করার কাজ শুরু করেছে। এইজন্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সেখানকার নূন্যতম দশ শতাংশ শ্রমিকের হাতে যেন পাট্টা তুলে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্যের তরফে এই সংক্রান্ত নীতির রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি জেলার বন্ধ থাকা মানাবাড়ি, ধরনীপুর, রেডব্যাঙ্ক ও গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে ইতিমধ্যেই পাট্টা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

ক্ষোভ বিক্ষোভের আঁচ জোটে পড়বে না ঃ সৌগত রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ সহযোগীদের মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও জোট প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব পড়বে না। এ বার এমনটাই দাবি করলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। সোমবার বেঙ্গালুরুতে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছিল সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতারাম ইয়েচুরিদের। মূলত তা নিয়ে গেরুয়া শিবির তাদের মতো করে আক্রমণ শানিয়েছে। একইভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই জোটের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস ও সিপিএম নেতৃত্বের একাংশ। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে থাকা সহযোগীদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ জোট প্রক্রিয়ার প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে হারিয়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছা আছে। সেই চাপ কমবেশি সব রাজনৈতিক দলের উপরে রয়েছে। মূলত সে কারণেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এতদূর এগিয়েছে। ২৬টি দল এক ছাতার তলায় এসেছে। এতজন মুখ্যমন্ত্রীর এক জায়গায় আসার ঘটনা তো সহজ কথা নয়। তিনি মনে করছেন, মানুষের চাপেই এই জোট তৈরি হয়েছে । আর এই চাপের কারণেই এই জোট থাকবে। তাঁর মতে, সম্ভাব্যের খেলাটাই আসলে রাজনীতি। সৌগত রায় বলেন, বিরোধীদের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য আছে। আগেও এই বৈপরীত্য নিয়েই জোট হয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালে সেখানেও কোথাও কোথাও ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল। তবে তার কারণে এই জোট প্রক্রিয়া আটকায়নি। এ বারও এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ শ্রাবণ , ১৪৩০

রাহুল মমতা এক সারিতে

সম্পাদকীয়

রাহুল সম্পর্কে এল্যার্জি একেবারে চলে গিয়েছে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি এখন রাহুলের পাশে থেকে সবাইকে অতীতকে ভুলে যাওয়ার বার্তা দিলেন। অতীতে রাহুল বিদ্বেষী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মনে যেভাবে জাগ্রত হয়েছিল তা এখন একেবারে চাপা পড়ে গেল। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে এগিয়ে এসেছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রশান্ত কিশোর নেত্রী মমতার নির্দেশে মুম্বইতে গিয়ে উপস্থিত হলেন শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করতে। বিজেপি বিরোধী জোট করতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাতে চলেন শরদ পাওয়ার। তিনি তখন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন কংগ্রেস ছাড়া বিজেপি বিরোধী জোট করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু নেত্রী তা গ্রহণ করতে একেবারে রাজি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিরোধী জোট করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। এদিকে কংগ্রেস থেকে রাহুল গান্ধিকে বিরোধী দল নেতা হিসাবে তৈরি করে গ্রহণ করার চাপ আসতে শুরু করলো। তৃণমূল কংগ্রেস তখন রাহুলকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট করার ডাক দিতে শুরু করে দিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তার ফলে বিজেপি বিরোধী জোটের ব্যাটনটা চলে গেল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাতে। তিনিও এখন বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে এক করতে পেরেছেন। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল এখন জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে এক সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। নেত্রী মমতা জোটের নামকরণ করেছেন। রাহুল তাকে সমর্থন করেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। ইণ্ডিয়ার প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে কী কী শব্দ থাকবে তা চূড়ান্ত করেছেন রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধি বলেছেন এ লড়াই কিন্তু নিছক জোটের লড়াই নয়। ভারতের সংবিধান রক্ষা, ভারতের বাক স্বাধীনতা, ভারত সম্পর্কে ভাবনা রক্ষার জন্য লড়াই চলতে থাকবে। এনডিএকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নেত্রী মমতা বলেছেন, বিজেপি এনডিএ তোমরা কি ইণ্ডিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারো? এদিকে বিজেপি দলের এক নেতা বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি ভারতের বাইরে অবস্থান করেন? তিনি তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইটা ঠিক স্পষ্ট হল না। এদিকে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো আন্দোলনের রেশ দেখতে পাওয়া যাবে বৈঠকের মধ্যে। খণ্ডিত ভারত আবার জোড়া লাগবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে বলেছেন বিরোধী জোট ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার জন্য লালায়িত নয়। ইণ্ডিয়ার জোটের খসড়াসূচি গভীর রাতের মধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর ওপরে ভিত্তি করে আগামী লোকসভার নির্বাচনে ইণ্ডিয়া বিজেপি বিরোধী জোট নির্বাচন লড়াই করবে। এদিকে রাহুলের সাংসদ পদ চলে গিয়েছে আদালতের রায়ে। সেই ব্যাপারে কোনও কথা উঠেনি। তবে রাহুল গান্ধি এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে আগামি দিনে মুম্বইতে বিরোধী জোটের সম্মেলন হবে। রাহুল এবং মমতা বিজেপি বিরোধী জোট করতে আগে থেকেই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে এলার্জি থাকার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মিল হচ্ছিল না। সেই মিলটা করিয়ে দিলেন বিহারের মুখমন্ত্রী নীতীশ কুমার। কংগ্রেস আবার আম আদমি দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলল। তার ফলে আম আদমি দলের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবারে ইণ্ডিয়া বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী এনডিএ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন এই জোট যদি আগামি দিনে কেন্দ্রীয় সরকারে আসে তাহলে সারা দেশে রক্ত গঙ্গা বইবে। গুজরাত দাঙ্গার চেয়ে মারাত্মক রূপ নেবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন পরিস্কার করে এনডিএ সভাতে বলেছেন যে এদের মন্ত্র হল পরিবারতন্ত্র। পরিবারের জন্য পরিবারের দ্বারা। তামিলনাড়ুতে দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও ক্লিনচিট পায়। রাজস্থানে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং মহিলাদের ওপরে অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাম কংগ্রেসের নিচু তলার কর্মীরা মারা পড়ছে আর উপতলার নেতারা বন্ধু হয়ে চলার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। যারা দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে তারাই এখন ভারতের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এখন তা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী জোটের নেতারা। বাংলার বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছন যে রাজ্যে কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি। আসলে একক শক্তি এই সব রাজনৈতিক দলের নেই। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজেপি চেয়ে দুর্বল। সেই কারণে শক্তিশালী বিজপি দলকে পরাস্ত করতে একজোট হয়েছে। কংগ্রেস দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন মণিপুর জ্বলছে। তা নিয়ে আমেরিকাতে কথা উঠেছিল প্রধানমন্ত্রীর সফর কালে। প্রায় নয় বছর বাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হলেন সেখানকার সাংবাদিকদের মুখোমুখী হতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনও দিনই সাংবাদিক বৈঠক করেননি। তিনি কারোর প্রশ্নের জবাব দিতেন না। চুপ করে থাকাই তিনি বেশি করে পচ্ছন্দ করতেন। সাংসদে বিল নিয়ে আসার ব্যাপারে তিনি কোনও বক্তব্য রাখতেন না। কেউ কেউ বলেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুবই অহংকারী। তবে এটা ঠিক যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এখনও মোদি বলতে গেলে এক নম্বর রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বিরাজ করছেন। এখনই এই মুহূর্তে মোদির বিকল্প আর কোনও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী নেই। এনডিএ জোটকে শক্তিশালী করার দিকে এখন বিজেপি মন দিতে শুরু করে দিয়েছে। শক্তিশালী বিজেপি দলকে পরাস্ত করতে এখন তৈরি হয়েছে ইণ্ডিয়া জোট। এই জোটই কি আগামি দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবে তা নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। তবে দেখতে পাওয়া গেল যে এখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ব্যাটনটা চলে গিয়েছে রাহুল গান্ধির হাতে। রাহুল গান্ধি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তাতেই সায় দিতে শুরু করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

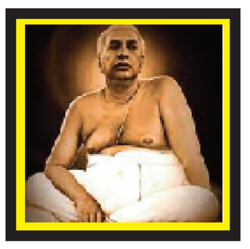

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন।

জার্মান অস্ত্র নিশ্চিত করতে ‘বার্লিন-ইণ্ডিয়া কমিটি’ গঠিত হল

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

এই নিয়ে ভারত সরকারের অপরাধ গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তার ব্যক্তিগত সচিব জে. সি কের, আইসিএস ১৯০৭-১৩ সাল অবধি এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। রিপোর্টির নাম হচ্ছে ‘‘J.C. Ker : Political Trouble In India : 1907-1917 (Calcutta,1917)’’ । এখানে তিনি লিখছেন- ‘‘òthere can be little doubt that, in rishking war with England, the Germans took account of what they believed to be the situation in India. The importance they attached to this matter is apparent from the references to India in Bernhardi’s book ‘Germman And The Next War’, while the tour through India of the Crown Prince, and the subsequent private visit of the affable and polite Lieutenant Von Schweibitz of the first Prussian Foot Gaurds, who managed to see the good deal of the army at Jhelum, Rawalpindi, Peshawar and the Khyber, were not perhaps entirely pleasure trips, public openion in Gemany was not left unprepared; on the march 1914, the Berliner Tageblatt published an article ‘England’s India Trouble’ in which the writer took a gloomy view of the situation, and predicted that the day of reckoning for England would come ‘far sooner than official negligence drams of ’’ প্রাক প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে সময়ে জার্মান থেকে ধীরেন্দ্র কুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ছোট ভাই) শ্রীরামপুরের সতীশ সেনকে একটি চিঠি লেখেন যে জার্মান চ্যান্সেলর বেথম্যান হলওয়েজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে। গঠিত হল ‘বার্লিন- ইণ্ডিয়া কমিটি’ (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)। পরে এটি নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ‘ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস কমিটি’। উদ্দেশ্য হল জার্মান সামরিক ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের গেটগুলিকে আক্রমণ করা এবং বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করা। এই সংবাদ বহন করে উক্ত সংস্থার সদস্য অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভারতে এসে উপস্থিত হলেন ১৯১৪ সালে।

১৯১৫ সালে জাহাজে করে অস্ত্র আসার ইতিবাচক বার্তা বার্লিন-ভারত কমিটির সদস্য জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বার্লিন থেকে ভারতে এসে উপস্থিত হলেন। বার্লিন-ভারত কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বীরেন চট্টোপাধ্যায় জানালেন বাংলার বিপ্লবীদের যে বাটাভিয়ার জার্মান কনস্যুলেট তত্ত্বাবধানে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে উপস্থিত হবে ভারতের তীরে। তখন যতীন্দ্রনাথের হাতে কোনও সময় ছিল না যে তিনি বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হবেন। জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী উপস্থিত হতেই উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় একটি গোপন বৈঠকের ডাক দিলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরি কুমার চক্রবর্তী, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ সহ আরও অনেকে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি বাটাভিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে কলকাতার বেনিয়াটোলাতে গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। সেখান থেকে যদুগোপ মুখোপাধ্যায়কে বার্লিন- ইণ্ডিয়া কমিটি’র বার্তাটি জানান। উত্তরপাড়ার গঙ্গার তীরে রাম ঘাটে বাংলার সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে একটি গোপন বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগরের মতিলাল রায়, শিরীষ চন্দ্র ঘোষ, কলকাতার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, মাখনলাল সেন এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। আলোচনায় উঠে এল একটি মাত্র বিষয় অস্ত্র এবং অর্থ খুবই প্রয়োজন বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালিত করতে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত যোগায়োগ করতে হবে ব্যাংকক, বাটাভিয়া এবং সাংহাই জার্মান

কনস্যুলেটের সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথ আর্থিক দিকটার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের আত্মগোপন করার ব্যবস্থা দিকে নজর রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিয়াম এবং জাভার সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্ক তৈরি হয়ে দিয়েছে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যদুগোপাল মুখার্জিকে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত এবং ভোলা চট্টোপাধ্যায়। তঁদেরকে বাটাভিয়া এবং ব্যাংককের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতে হবে আত্মরাম এবং নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সিয়াম কেন্দ্রটি সক্রিয় হয়ে উঠল বাংলার বিপ্লবীদের কাছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ আত্মাগাপন করা আগে এক সপ্তাহে লাখ টাকা সংগ্রহ করার দিকে নজর দিলেন। ফলে গার্ডেনরিচ এবং বেলেঘাটা ডাকাতি করতে হল। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে গার্ডেনরিচ মোটর ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করলেন নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ এবং যতীন মুখার্জি (নেতৃত্ব)। মাদারিপুরের সদস্য এবং নরেন ভট্টাচার্য এই ডাকাতির মুখ্যভাবে ছিলেন। পরের দিন উল্টোডাঙ্গার যদুগোপলের বাড়িতে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য। পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জি নরেনকে গ্রেফতার করলেন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মুখ থেকে। সাক্ষী রাধাচরণ প্রামানিক অপরাধীকে চিনতে না পারায় নরেন জামিন পেলেন। মেসার্স বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে দিনের বেলায় ১৮ হাজার টাকা লুঠ করা হল। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ এবং গার্ডেনরিচের ডাকাতির টাকা বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে দ্রুত বন্টন করে দেওয়া হল। মতিলাল রায় চন্দননগরের জন্য মেসার্স বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানির লুট করা টাকার একটি অংশ নিয়ে গেলেন। বেলেঘাটা ডাকাতি হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে। এই ডাকাতিকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নরেন্দ্র সহ আরও কযেকজন। ললিত মোহন সাহা ছিলেন চালের ব্যবসায়ী। বাইশ হাজার টাকা ডাকাতি করা হয়। ডাকাতি করার সময়ে বাধা দিতে এলে একজনকে গুলি করাও হয়। এব তার দেহ খালে ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক প্রভাস দে’র বাড়িতে এসে সেই টাকার বাক্স খুললে দেখতে পাওয়া গেল তাতে টাকার পরিবর্তে কাগজ ভর্তি করে রাখা হয়েছে। রহস্যজনকভাবে টাকা উধাও। ৩০ এপ্রিল ১৯১৫ সালে নদিয়ার প্রাগপুরে ডাকাতি করতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সুশীল সেনের প্রাণ গেল। ইতিমধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে ৭৩ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে নিরোধ হালদারকে পুলিশের গুপ্তচর মনে করে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী গুলি করলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে নরেন ঘোষ চৌধুরী এসআই সুরেশ মুখার্জিকে (গোয়েন্দা) হত্যা করলেন। নরেন হালদার হাসপাতালে মারা যাওয়ার আগে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির নাম করে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করতে পুলিশ পরোয়ানা জারি করলো। চিত্তপ্রিয়ের নামেও আর একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিতে রাজি হলেন না। তার কারণ এখন জার্মান থেকে অস্ত্র আসার খবরাখবর আসতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা ছেড়ে গেলে অস্ত্র আনার যোগসূত্রটা হারিয়ে যেতে পারে। বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় আত্মগোপন করেছে। ফণী চক্রবর্তীর বাড়ি ১২, মির্জাফর লেন থেকে যতীন মুখার্জি যদুগোপালকে নিদের্শ পাঠালেন, ‘‘Unless and until a similar shelter is procured of Bipin and others. I will not go’’ বিপিন গাঙ্গুলী, নরেন ভট্টাচার্য এবং হরিশ সিকদার সেই সময়ে উপস্থিত। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ কিছু বিপ্লবী সদস্যদের নিয়ে ওড়িশার কাপদিপদাতে আত্মগোপন করে থাকার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছিলেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে যতীন মুখার্জি, বিপিন গাঙ্গুলী এবং চিত্তপ্রিয়সহ বেশ কয়েকজন বাগনান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল সেনের বাড়িতে অস্থায়ী ভাবে গা ঢাকা দিলেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের পুরানো বন্ধু নলিনী কান্ত কর বাগানানে উপস্থিত হলেন নরেন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথের সম্মতি আদায় করতে। ওড়িষার মুয়রভঞ্জ এর কাপদিপদাতে মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় যতীন্দ্রনাথের আত্মগোপন করার স্থান পাওয়া গেল। নরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে এসেই সেই রাতেই যতীন মুখার্জি, চিত্তপ্রিয় এবং বালাসোরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের শৈলেশ্বর বোসকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন কাপদিপদার দিকে। সেখানে নলিনী কর আগেই একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করে ফেলেছিলেন। এইখান থেকেই শুরু হল যতীন্দ্রনাথের আর একটি বিপ্লবী জীবন। এই কাপদিপদাই বিপ্লবী তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হল ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে যতীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে মাদ্রাজ থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন কাপদিপদাতেও অস্ত্র পাঠানোর দিক নির্ণয় করাতে। ১৯১৪ সালে এম এন রায় জাভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য ছদ্মবেশ ধারন করে সি.এ. মাটিন নাম গ্রহণ করে সাহেব বনে গেলেন। বাটাভিয়াতে মার্টিন গিয়ে উপস্থিত হয়েই জার্মান কনস্যালসহ বাটাভিয়ার ব্যবসায়ীর থিয়োডর হেলফেরিচ এর সঙ্গে কথা বললেন,‘‘who state a cargo of arms and ammunation was on its way to Karachi to assist the Indians in revolution’। তিনি জাভা এবং সিয়াম বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিলেন। শিখ গদর দলের সদস্য আত্মরাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হতে লাগলেন। তিনি মার্টিনকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মার্টিন এবং আত্মরাম উভয়েই জার্মান অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিলেন বাংলার বিপ্লবীদের টেলিগ্রাম করে সাঙ্কেতিক ভাষায়। কলকাতার তিনটি ঠিকানাকে সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম এসেছিল বাটাভিয়ার ওয়েলটেভ্রেডেন এবং ব্যাংকক থেকে। এই তিনটি ঠিকানা হল ঃ হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের ‘শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড’, এসবি মুখার্জির ‘সোনুয়া স্টোন অ্যাণ্ড লাইম কোম্পানি’, ১০১/১ ক্লাইভ স্ট্রিট এবং ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’, ৪১, ক্লাইভ স্ট্রিট। (ক্রমশ)

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কি চলতে থাকবে?

ভারত, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্সের বৈঠক হওয়া খুবই প্রয়োজন

আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, চিন, ভারত, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্সের বৈঠক হওয়া খুবই প্রয়োজন। জি-২০ মতো বিশ্বশক্তিশালী রাষ্ট্রে বৈঠক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সবাই যদি এক জোট হয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে প্রেডিন্টে পুতিনকে অনুরোধ করে তাহলে বিষয়টা নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে সবাই শুরু করে দিয়েছে। মরছে ইউক্রেনের বাসিন্দারা। তারা কোনও অপরাধ করেনি। তারা শরনার্থী হয়ে বসবাস করছে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। ইতিমধ্যে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত যেহেতু জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি হয়েছে তাই ভারতের ওপরে যুদ্ধ থামানোর চাপ দিতে শুরু করেছে আমেরিকা থেকে শুরু করে পশ্চিমী দেশগুলি। তারা এখন বলতে শুরু করেছে ভারত গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। চিন চাইছে না যুদ্ধ চলুক। তবে আমেরিকার যত শক্তি ক্ষয় হবে ততই চিনের লাভ। রাশিয়ার লাভ। চিন রাশিয়া এখন তাদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন, গোড়া থেকেই আমরা চেষ্টা করে আসছি যুদ্ধ থামানোর। কিন্তু তারা যুদ্ধ থামানোর কথা চিন্তা করতে পারছে না। ভারত তো বহু দূরে অবস্থান করছে। রাশিয়া এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা শুনতে রাজি হচ্ছে না। মানাবধিকার মিশন থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সদস্যপদ খারিজ করা হয়নি বটে। কিন্তু সেই সদস্যপদের আর কোনও গুরুত্ব নেই। তবে রাশিয়া ইচ্ছা করলে সক্রিয় সদস্য হতে পারে যুদ্ধ বন্ধ করে। রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে এইভাবে যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে রাশিয়া অপরাধী হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে সংযত হওয়ার কথা বলতে সবাই শুরু করলেও রাশিয়া তাদের কথাকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ফলে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না থামলে ইউক্রেন শরনার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভারত সরকার থেকে মানবিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। অনন্তকাল ধরে মানবিক সাহায্য দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দিকটার কথা ভারত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ ইউক্রেনের যা ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা একটি শতাব্দীতে হওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। ইউক্রেন একেবারে মাটির তলায় মিশে গিয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িগুলি একেবারে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। শুধু মাত্র কিভের কয়েকটি বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি বলতে সবই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ভিয়েনা থেকে শান্তির বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনের সমানে বলেছেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। পুতিন মোদির কথা শুনেছেন। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি বা যুদ্ধ নিয়ে কোনও কথা বলেননি। যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি চুপ করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কথা হয়েছে। চুক্তিও হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন নিয়ে কোনও কথা বলতেন নি পুতিন। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন ভারতের যেমন দায়িত্ব রয়েছে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলা। ঠিক তেমনি চিন রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনায় বসা। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র। তা বলে রাশিয়া ভারতের কথা শুনে চলবে সেটা অতিরিক্ত আশা করা। সেটা পুতিন কোনও সময়ে করতে চাইবে না।

পাকিস্তান এখন ইচ্ছা করে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মিটছে না পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উস্কানিতে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ। ভারতের ওপরে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। জি-২০ সম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। জি-২০ সম্মেলনকে সফল করতে বিশ্বের সব রাষ্ট্র নেতারা দিল্লিতে উপস্থিত হবেন। সেখানে বিশ্বের যা কিছু সঙ্কট তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং তার সমাধানের পথ রচিত করা হবে। তবে তার থেকে কী ধরনের সুফল পাওয়া সম্ভব হবে তা বলা এখনই অসম্ভব। তবে ভারত আশা করছে যে বেশ কিছু জটিল বিষয়ের সমাধান হওয়া সম্ভব জি-২০ সম্মেলনে। বিশ্বের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। শিল্প কলকারখানা উৎপাদন মুখী হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ বাজারে কোনও পণ্যের চাহিদা নেই একমাত্র ওষুধ ছাড়া এবং পেট্রো পণ্য ছাড়া। জ্বালানির অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বেশি করে বিদ্যুৎ নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ভারত আগামি দিনে জ্বালানির পরিমান কমিয়ে বিদ্যুৎ বা সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করার ওপরে জোর দিচ্ছে। নাহলে কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা একটি স্থানে থেমে থাকবে। সভ্যতার অগ্রগতি করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি উৎপাদন করতে হবে বিদ্যুৎ থেকে। সৌরশক্তি থেকে। জ্বালানি বা পেট্রো পণ্যের ওপরে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। সেটাই হবে জি-২০ সম্মেলনের সফল অভিযান। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করাই হচ্ছে জি-২০ মূল লক্ষ্য। তাকে বাস্তবে পরিণত করতে সভাপতি ভারত যথেষ্ট চেষ্টা করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর।

নীতির জাল থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তৃণমূল

দুর্নীতির জাল থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেছেন আয় কর রিটার্ন জমা দিতে হবে সরকারের কাছ। সরকার তা খতিয়ে দেখবে। তৃণূল সরকার গঠিত হওয়ার পর মন্ত্রীরা বড়লোক হতে শুরু করে দিয়েছে এই নিয়ে কলকাতা আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। সেখানে বহু মন্ত্রীদের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীসভার স্বচ্ছতা রাখতে এবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আয়কর বিভাগ থেকে রিটার্ন জমা দেওয়ার পর যে শ্লিপ পাওয়া যায় তা কিন্তু মুখ সচিবের দফতরে জমা দিতে হবে। কেউ না দেখে কোনও কাগজে সই করবেন না। মন্ত্রীদের গাড়িতে লাল বা নীল আলো ব্যবহার করা চলবে না। কলকাতার মধ্যে কোনও মন্ত্রী পুলিশ পাইলট নিতে পারবে না। জেলার মন্ত্রীদের কলকাতা প্রবেশে পর পাইচল ত্যাগ করতে হবে। নেত্রী বলেছেন, বিজেপি দল ফাঁদ পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। তবে মন্ত্রীদের কাজের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দফতর নজর রাখছে। মন্ত্রীরা ভালো কাজ করলে নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবে। কিন্তু খারাপ কাজ করলে তাদের মন্ত্রীত্ব থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে এবারে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে হবে। স্টিং অপারেশন করতে চাইছে। কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে।

হেরিটেজ

শহিদ মিনার

কলকাতার ময়দানে অবস্থিত শহিদ মিনার যা আগে নাম ছিল অক্টরলনি মনুমেন্ট নামে। ১৮২৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কম্যান্ডার মেজর জেনারেল ছিলেন স্যার ডেভিট অক্টারলনি। তাঁর স্মৃতি উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশদের নেপাল জয়ের কীর্তি হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮০৪ সালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে দিল্লির সফল প্রতিরক্ষা এবং অ্যাংলো নেপালি যুদ্ধে গুর্খাদের পরাজয় যা গুর্খা যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছিল। অ্যাংলো নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয় হয়েছিল। সেই ব্রিটিশ সেনাপতি অক্টরলনির নামেই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছিল। জেপি পার্কার একটির নকশা তৈরি করেছিলেন। কলকাতার এসপ্লানেডে অবস্থিত এটি। ৪৮ মিটার (১৫৭ ফুট) লম্বা। এটি মিশরীয় শৈলীর ওপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। উপরে দুটি বারন্দা রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে কলকাতার পুরোটা দেখা যায়। ২২৩ ধাপ রয়েছে সিঁড়ির। এটি নির্মাণ করেছিলেন বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা হিজলিতে যুবককে হত্যার নিন্দা করতে রবীন্দ্রনাথ এখানে সভাপতিত্ব করে এর পাদদেশে একটি প্রতিবাদ সভা করেছিলেন। এখন এখানে উঠতে গেলে কলকাতা পুলিশের অনুমতি লাগে। ২০১১ সালের মধ্যে এটির সংস্কার করা হয়। এখন এখানে আলো দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে। এর নাম পবিবর্তন করে শহিদ মিনার রাখা হয়েছে। ৯ আগস্ট ১৯৬৯ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। কলকাতায় এসেছিলেন ব্রিটিশ শিল্পী মেজর ডি জে রাইভস। তিনি অক্টরলনি মনুমেন্টের পাদদেশের ছবি অঙ্কিত করেছেন। শহিদ মিনারের পাদদেশে আগে রাজনৈতিক মিটিং করার অনুমতি দেওয়া হতো। এখন তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এখন আর কাউকে শহিদ মিনারে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয় না।

সম্পাদক সমীপেষু

ভেবে দেখুন কি করবেন

রাজ্য বিজেপির বাড়াবাড়িই আপনাকে বলে দিচ্ছে না কি আপনারা কি করবেন। তারা অবশ্য ২০২৪-এ দেশের ক্ষমতায় আসার চেষ্টা এখন থেকেই করছে। তাই বলে এই রাজ্যের তাদের দাঁত ফোটানো সহজ নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবন থাকতে এই রাজ্যের বিজেপিকে রাজত্ব কায়েম করতে কোনও মতেই দেবেন না। কারণ বিজেপি যে ভাবে সারা দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বীজ বপণ করছে, তাতে কিছু মানুষ হয় ভয়ে তাদের সমর্থন করছেন, কিন্তু বেশি সংখ্যক মানুষ তারা মনে মনে তাদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দিচ্ছেন। আর তারাই নির্বাচনে সেই প্রতিফলন তুলে ধরবেন। তখনই বিজেপি মোক্ষম জবাব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই রাজ্যের রাজনৈতিক দল গুলোকে যে ভাবে তারা সিবিআই ইডির ভয় দেখিয়ে ফয়দা লোটার চেষ্টা করছে, তা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছেন। তাই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করলাম, ভেবে দেখুন কি করবেন। ২০২৪-এ মমতার হাত শক্ত করবেন নাকি অন্য কিছু।

বিবেক রায়, বারাসাত।

ভোটে হারলেও জয়ের শংসাপত্র তৃণমূল প্রার্থীকে

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ১৯ জুলাই ঃ একই আসনে জয়ী দুই প্রার্থী। একজন তৃণমূল। অন্য জন জোড়া ফুলের টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে দাঁড়ানো প্রার্থী। দু'জনের কাছেই রয়েছে এপিআরও স্বাক্ষর করা জয়ের শংসাপত্র। নন্দীগ্রামের কেন্দামারি গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। নির্দল প্রার্থীর দাবি তাঁকে প্রথমে জয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয় হয়। অন্য দিকে তৃণমূল প্রার্থীর দাবি ফল বেরোনোর কয়েকদিন পর তাঁকে ফোন করে জানানো হয় তিনিই জিতেছেন। এ নিয়ে নির্দল প্রার্থী আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের কেন্দামারি জালপাই পঞ্চায়েতের ২২ টি আসনে লড়াই হয় মূলত তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে। তৃণমূলের প্রাক্তন পদাধিকারীরা টিকিট না পেয়ে 'নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন পর্ষদ'-এর ব্যানারে দলের বিরুদ্ধেই প্রার্থী হন। জালপাই পঞ্চায়েতের ২১৭ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তাপসী দোলই। আবার 'নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন পর্ষদ'-এর সমর্থন নিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়ান রীতা বল্লভ। নির্দল প্রার্থীর দাবি, ১১ জুলাই ভোট গণনার দিন, তাঁকে ১৮১ ভোটে জয়ী ঘোষণা করে এপিআরও-র সই ও স্ট্যাপ-সহ শংসাপত্র দেওয়া হয়। আবার ফল বেরোনোর সাতদিনের মাথায় তাঁকে ফোন করে জানানো হয় ওই শংসাপত্র ভুল রয়েছে। বিডিও অফিসে তাঁকে দেখা বলা হয়। অন্য দিকে সেই দিনই তৃণমূল প্রার্থী ডেকে, তাঁকে ১৮১ ভোটে জয়ী ঘোষণা করে শংসাপত্র দেওয়া হয়। সেই শংসাপত্রের এপিআরও-র সই এবং স্ট্যাম্প ছিল। কিন্তু নির্দল প্রার্থী রীতা বল্লভ এই ফল মেনে নিতে নারাজ। তাঁর প্রশ্ন, জয়ী ঘোষণা করে শংসাপত্র দিয়ে দেওয়ার পর কেন আবার সাতদিন বাদে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ের শংসাপত্র দেওয়া হবে? তিনি বলেন, আমি বিডিও অফিস থেকে সই করা সার্টিফিকেট পেয়েছি। সেখানে কী ভাবে তাপসী দোলই পরে সার্টিফিকেট পায়। আমি আইনের পথে এর উত্তর জানতে চাইব। কেন্দামারি জলপাই পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী তাপসী দোলই বলেন, আমার এজেন্ট এসে আমাকে বলে আমি হেরে গিয়েছি। কিন্তু আমি সাইট থেকে দেখেছিলাম আমি জিতেছি ১৮১ ভোটে। আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল চক্রান্ত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি শংসাপত্র পেয়েছি। এ নিয়ে অভিযোগ জানাতে বিডিও অফিসে যান নির্দল প্রার্থী। কিন্তু দেখা পাননি। ই-মেলের মাধ্যমে বিডিও এবং রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন রীতা। নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, ফর্ম ২১ তথ্যই নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ওঠে। কিন্তু কী করে একজন হেরে যাওয়া প্রার্থীকে জয়ের শংসাপত্র দেওয়া হল তা তদন্ত করে দেখা উচিত। বিডিও জানিয়েছেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা অবিলম্বে তদন্ত করে পদক্ষেপ করব।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিসির মালদা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে ২১শে জুলাই ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হলো। এদিন মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকা থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যান্যালের উদ্যোগে এই র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠনের শতাধিক কর্মী-সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির মাধ্যমে ২১শে জুলাই ধর্মতলা চলো স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার চালানো হয়। বুধবার রাত থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে যোগদান করতে কলকাতার উদ্দেশ্যে মালদা থেকে রওনা দেন।

দিঘায় স্নান করতে নেমে পর্যটকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৯ জুলাই ঃ দিঘায় বেড়াতে এসে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। আরেকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অরিন্দম দে (১৯)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বছর ১৯-এর তারকেশ্বর বিশ্বাসকে দিঘা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হুগলির তারকেশ্বর থেকে রিজার্ভ বাসে করে একটি পর্যটকের দল দিঘায় বেড়াতে আসে। সন্ধ্যায় দুই বন্ধু অরিন্দম ও তারকেশ্বর সমুদ্রে স্নান করতে নামে।

এলসি গেটের সাময়িক গতি পরিবর্তন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৩। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৮-এপি-III-২০২৩। কাজের নামঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-গোলকগঞ্জ জংশন সেক্টরের মধ্যে ৪৫/৬-৫ কিলোমিটারে এলসি গেট নং. একডি/১৮এ র সাময়িক গতি পরিবর্তন। টেন্ডার রাশিঃ ৩০,২৭,৯২৩.২৭/- টাকা। বায়না রাশি ৬০,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সুরক্ষা কাজের মেরামত

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬৮/ডব্লু-২/এপিডিজে, তারিখ ১৭-০৭-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ২২-এপি-III-২০২৩: কাজের নামঃ এডিইএন/ডব্লু/মালবাজারের এক্তিয়ারের অধীনে [illegible] কাজের মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৳৬,৯২,৫১,৩৩৭.৩৫/- বায়না মূল্যঃ ৳৩,৪৬,৩০০/-। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১১-০৮-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লু), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেন্ট্রাল/স্টেট/পিএসইউ/রেলওয়ে অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: [illegible]

HWH-173/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT

The Office of Undersigned invites Tender for **E-NIT No-WBGP/06/Prodhan/MNG/2023-24(3 rd Call) Dated 19/07/2023.** Last Date Bid Submission as Date-**26/07/2023, upto 6.00 P.M.** For further details Please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Maynaguri Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-28/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works (1) Electrical wiring, distribution and installation etc. for School Building at Shree Ramkrishna-Sarada-Vivekananda Sebashram Sangha, Gopal Math (Banagram), Durgapur-17, Dist: Paschim Bardhaman; Est. Amt. Rs. 1,76,808.00; Tender ID No. 2023_ADDA_549054_1. (2) Installation of High Mast with LED lights for Playground situated near Shravasti Housing Society, Durgapur-713214, Dist: Paschim Bardhaman; Rs. 7,58,883.00; Tender ID No. 2023_ADDA_549065_1. (3) Illumination at Durgapur Trinath Ashram, Durgapur-713210, Dist- Paschim Bardhaman; Rs. 6,51,501.00; Tender ID No. 2023_ADDA_549074_1. (4) Electrical wiring, distribution, installation etc. for new room & shed at Bagdi Para, Dakshinkhanda, Andal Block, Dist- Paschim Bardhaman; Rs. 1,28,604.00; Tender ID No. 2023_ADDA_549085_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.)ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ ১৫.০৭.২০২৩। উল্লেখিত ই-টেন্ডার পাওয়া যাবে www.ireps.gov.in এই লিংক থেকে। এই ই-টেন্ডারের দরপত্র জমা করতে হবে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে www.ireps.gov.in →লগইন→ই→টেন্ডার স্টোর্স / যোগান এই লিংক মাধ্যমে। ঠিকাদাররা আরও যোগাযোগ করতে পারেন উল্লেখিত আধিকারিকদের সাথে টেন্ডারের বিষয়ে আরও স্বচ্ছতার জন্য বা আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোন তথ্যাবলীর জন্য, ডে. সিএমএম/ এইচকিউ / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএস / কন / এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিস ঠিকানা** ঃ পিসিএমএম / সিএলডব্লু / চিত্তরঞ্জন অফিস। **ক্র. নং., টেন্ডার নং., সামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ, পরিমান, বায়না মূল্য জমা (টাকায়), টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি) হল ঃ** [১] ৮৩২৩০৮৯৬, সেন্টার রড ২০ টিথ ও ২১ টিথ পিনিয়ন ফিটমেন্টের জন্য ৩-ফেজ টিএম ধরণের ৬এফআরএ-৬০৬৮ নির্দিষ্ট নকশা নং. ৪টিজেএফ.০৯৬.১৪২। [**ওয়ারান্টি মেয়াদ ঃ ৩০ মাস যোগানের তারিখ থেকে**]। ২২২৪.০০ **টি,** ₹ ০.০০, ২৫.০৮.২০২৩ **সকাল ১১.০০ ঘটিকা।** [২] **৮১২৩০২৬৩,** স্টাটর পরিস্কার করার জন্য থিনার, নির্দিষ্ট নকশা নং. ৪টিএমএস.০৯৬.০৩০, পরিবর্ত-১, এসটিআর নং. সিএলডব্লুটিএম / ০২৬৩ [পরিবর্ত-১] (শেল্ফ লাইফ ১২ মাস)। [**ওয়ারান্টি মেয়াদ ঃ ৩০ মাস যোগানের তারিখ থেকে**]। **১৯৫৫৮.৩২ কেজি, ₹৫৪৭০০.০০, ১৫.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।**

PR2/090 পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন

"Like us on : www.facebook.com/clwrailways"

ডুরোপ্লাই ইন্ড্রাস্ট্রিস লি.

The Forest Friendly Company

CIN: L20211WB1957PLC023493
রেজি অফিস ঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ নর্থ ব্লক, ৪ ফ্লোর,
১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪
E-Mail: corp@duroply.com । **website :** www.duroply.in

৬৬ তম বার্ষিক সাধারন সভা এবং ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার তথ্যাবলীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে **৬৬তম বার্ষিক সাধারন সভা** (এজিএম) **ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (কোম্পানি) সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার, ১১ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচ্যসূচী উল্লেখ রয়েছে ৬৬তম এজিএম নোটিসে। বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০, নং. ১৭ / ২০২০, নং. ২০/ ২০২০, নং. ০২/ ২০২১, নং. ০২/ ২০২২ এবং নং. ১০/ ২০২২ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখ হবে এমসিএ সার্কুলার) সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি১/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ৭৯, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১, সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ এবং সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ৪ তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ যৌথভাবে (এরপর উল্লেখিত হবে যৌথভাবে সেবি সার্কুলার) অনুসারে কোম্পানিকে অনুমোদন করেছে বার্ষিক সাধারন সভা আয়োজনে ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার ভিত্তিতে এবং অনুসারী বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) (আইন) এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫ (সংশোধনী) (তালিকাভুক্ত ধারা)।

উল্লেখিত সার্কুলার সূত্রে ৬৬তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ পাঠানো হয়েছে ইলেকট্রনিক মোডে **বুধবার ১৯ জুলাই,** ২০২৩ সেই সকল সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্ট / রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কাছে মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে **শুক্রবার, ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে।**

৬৬তম এজিএম সংক্রান্ত নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.duroply.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত - www.bseindia.com। এই নোটিস আরও পাওয়া যাবে ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে এজেন্সির যারা নিযুক্ত রয়েছেন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানে, সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) www.evotingindia.com।

সদস্যদের অনুরোধ করা যায় দেখার জন্য সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন ১১ জুলাই, ২০২৩ যা জারি করেছে কোম্পানি এবং প্রকাশিত হয়েছে ১২ জুলাই, ২০২৩ ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি) এবং দুরন্ত বার্তা (বাংলা) বিস্তারিত তথ্যাবলীর জন্য ৬৬তম এজিএম সংক্রান্ত। উল্লেখিত বিজ্ঞাপন কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

সদস্যদের আরও অনুরোধ করা যায় যে ঃ

১. অনুসারী ধারা ১০৮ আইনের এবং সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ (সংশোধিত) এবং ধারা ৪৪ তালিকাভুক্ত ধারা সঙ্গে পড়তে হবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ২৪২ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ ই-ভোটিং সুবিধা সংক্রান্ত যা প্রদান করবে তালিকাভুক্ত সংস্থা, কোম্পানি আনন্দিত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা দিতে পেরে সিডিএসএল দ্বারা, বানিজ্যিক আলোচ্যসূচিতে এজিএমের। অনুসারী হিসাবে সেবি সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি/ সিআইআর/ পি/ ২০২০/ ২৪২ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে সমস্ত পৃথক ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের ধারকদের জন্য, একক লগইন ব্যবস্থায় তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট / ওয়েবসাইট ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে। পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী ভোটদানের রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং সঙ্গে ই-ভোটিং ব্যবস্থায় সভা চলাকালীন সভার নোটিসের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

২. নোটিসে উল্লেখিত বানিজ্যিক সূচী আলোচিত হবে ই-ভোটিংয়ে শুধুমাত্র। সদস্য, যাদের নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা পরিচালিত ডিপোসিটারি দ্বারা **শুক্রবার, ৪ আগস্ট, ২০২৩** পর্যন্ত যা কাট-অফ তারিখ, তারাই পাবেন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা। একবার কোন বিষয়ে ভোটপ্রদান করা হয়ে গেলে সদস্যরা তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে **মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট, ২০২৩ (সকাল ৯ ঘটিকা আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৩ (বিকাল ৫ ঘটিকা আইএসটি)।** তারপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করে দেবে সিডিএসএল ১০ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৫ ঘটিকায়। কোন ব্যক্তি সদস্য নন কাট-অফ তারিখে শুক্রবার, ৪ আগস্ট, ২০২৩ তাদের নোটিস পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।

৩. সদস্যরা এজিএমে যোগদান করেছেন কিন্তু রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দেননি এজিএমের পূর্বে তারা এজিএমে যোগ দিতে পারবেন **www.evotingindia.com**- ব্যবস্থায়।

যে সদস্যরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন রিমোট ই-ভোটিংয়ে এজিএম পূর্বে তারা এজিএমে যোগ দিতে পারবেন ভিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে তারা এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

৪. কোন ব্যক্তি, যারা ধরে রেখেছেন কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার এবং সদস্য হয়েছে এজিএম নোটিস পাঠানোর পর কাট-অফ তারিখে শুক্রবার ৪ আগস্ট, ২০২৩ শেয়ার ধরে রেখেছেন, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান সিডিএসএল-এর কাছে helpdesk.evoting@cdslindia.com। লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত তথ্যাবলী দেওয়া রয়েছে এজিএম নোটিসে। যে সদস্যরা ইতিমধ্যে রেজিস্টার রয়েছেন সিডিএসএলে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তারা নিজেদের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন ই-ভোটিংয়ের জন্য।

৫. যদি কোন কারনে সহায়তা প্রয়োজন হয় ই-ভোটিং সংক্রান্ত, দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে-**www.evotingindia.com**, অধীন হেল্প সেকশানে অথবা ইমেল করুন-**helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা কল করুন ১৮০০০ ২২ ৫৫ ৩৩। সমস্ত সহায়তা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদান বিষয়ে যোগাযোগ করুন শ্রী রাকেশ দালভি, ম্যানেজার (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউটারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ড, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ ঠিকানায় অথবা ইমেল পাঠান **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা কল করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ১০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে **৫ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ১১ আগস্ট,** ২০২৩ (উভয় দিন সহ) ৬৬ তম এজিএমের জন্য।

ডুরোপ্লাই ইন্ড্রাস্ট্রিস লি.-র পক্ষে
স্বা /- (কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ জুলাই, ২০২৩

NIT No: MGP/126/E-Tender/NIT 23-24 Dated 17-07-2023

E-Tender ID:-2023_ZPHD_548033_1 CONSTRUCTION OF COMMUNITY TOILET AT BILLAMORE AT KUSUMTALA.**E-Tender ID:-2023_ZPHD_548033_2** NEW TUBEWELL NEAR THE HOUSE OF KHEIRU BOX AT SANSAD XV(WATER). Last date of online bid submission is **26/07/2023.** Details on **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Pgs

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

Executive Officer, Udaynarayanpur Panchayat Samity invites E-Tender as follows: **1) Tender ID- 2023_ZPHD_548620_1 to 2023_ZPHD_548620_3** for 3 nos School repair within the jurisdiction of Udayanarayanpur P Samity. Last date of tender submission is **24.07.2023 up to 02.00 p.m. 2) Tender ID 2023_ZPHD_548583_1** one no School repair within the jurisdiction of Udayanarayanpur P Samity. Last date of tender submission is **02.08.2023 up to 02.00 p.m.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of The
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M),
Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 07/2023-24 dated-18/07/2023

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document: **19/07/2023 to 26/07/2023.** ii) Last date of submission tender documents: on or before **26/07/2023 up to 6.00 pm.** iii) Date of opening of technical bid: **on 28/07/2023 (at 06.30 AM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 04/HCSD-III of 2023-2024 the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. are invited from benefited agencies. Last date of Application is **27.07.2023 up to 2.00 pm** and dropping date – **04.08.2023 up to 2:00 pm** & opening after 2:30 pm. Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer P.W.D, Hooghly Construction Sub-Division No-III Baliguri, Tarakeswar, Hooghly

Abridge Tender Notice

Assistant Engineer(A-I), Berhampore (A-I) Sub-Division is invited NIT for "Maintenance & repair work of pump house & pipe line at (7/M) Chaltia DTWc" **vide NIT No. 06 of 2023-24** (Gr.A) and last date of application **1.8.23 up to 03.00 PM.** Details may be obtained from the Sub-Division office on all working days.

Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Berhampore (A-I) Sub-Division
Berhampore, Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **সাগ্নিক ব্যানার্জি,** পিতা তাপস ব্যানার্জি, নিবাস ৩০বি, রমেশ মিত্র রোড, পোস্ট এবং থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫ হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ৭৮৮৫ সাল ১৯৬৬, এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি ভবানীপুর থানায় তারিখ ১৮-০৭-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ১৩৬২। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-42 to 52/2023-24,** Bid submission closing date (online)-28/07/2023 instead of 21/07/2023 and Bid submission opening date (online)-31/07/2023 instead of 24/07/2023. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

কাটিহার মণ্ডলে ক্যাটারিং স্টল প্রদান

সংখ্যা. সি/২৭/কেআইআর/এমপিএস এন্ড ক্যাটারিং/পিটি-II তারিখঃ ১৭-০৭-২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে ৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ক্যাটারিং স্টল (সিএমইউ) প্রদানের হেতু এক খোলা "ই-টেন্ডার" (দুটি প্যাকেট প্রণালী) আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার নোটিস নং	অনুমানিত মূল্য (প্রথম বৎসরের জন্য, টাকায়)	বায়না রাশি (টাকায়)	টেন্ডার ফর্মের দাম (টাকায়)
১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

টেন্ডার খোলা হবেঃ ০৮-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮.০৮.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

G20

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং ঃ ০৫ / ২০২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র নং.	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	৯২২৩৫০৮০এ	যোগান, সংযোগ ও প্রতিস্থাপন আরফিড ট্যাগ ভারতীয় রেলওয়েতে।	২১৭৪টি	১০.০৮.২০২৩

উপরোক্ত ই-প্রোকিরমেন্ট টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য প্রাপ্তির **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইট- **www.ireps.gov.in**।

1127/23(DG)

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @northcentralrailway | @CPRONCR

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ১০টি এমপিএস-মাল্টি পার্পোজ স্টল ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-এমপিএস-এমআইএক্স-১০, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০১-০৮-২০২৩ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **স্লিপ/মিন ঃ** ১৮২৭।

এন্ট্রিওয়াইজ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-জেপিই-এমপিএস-৮-২৩-১	জলপাইগুড়ি রোড
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-এসপিএক্স-এমপিএস-৫-২৩-১	সাপটিগ্রাম
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-জিইউপি-এমপিএস-১০-২৩-১	গৌরীপুর
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-এনসিবি-এমপিএস-১-২৩-১	নিউ কোচবিহার
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমপিএস-৬-২৩-১	তুফানগঞ্জ
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-জিকেজে-এমপিএস-৩-২৩-১	গোলোকগঞ্জ
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-এইচএসএ-এমপিএস-২-২৩-১	হাসিমারা
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-এমপিএস-৫-২৩-১	ধুপগুড়ি
এএ/৯	এমপিএস-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমপিএস-৭-২৩-১	নিউ ময়নাগুড়ি
এএ/১০	এমপিএস-এপিডিজে-বিএনভি-এমপিএস-৪-২৩-১	বিন্নাগুড়ি

উপরের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি.

Piramal Capital & Housing Finance

(পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.) **CIN : L65910MH1984PLC032639**
ইউনিট নং.-৬০১, ৬ ফ্লোর, পিরামল অ্যামিটি বিল্ডিং, পিরামল অগস্ত কর্পোরেট পার্ক, কামিনী জংশন, ফায়ার স্টেশন বিপরীতে, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৭০, ফোন - + ৯১ ২২ ৩৮০২৪০০ শাখা অফিস ঃ ৪১ শেকসপীয় সরণী, ডাক ব্যাক হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য ধারা ৮(১) অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) ধারা, ২০২২ এবং অনুবিধি-৪)

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.) অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ (১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি নিম্নে উল্লেখিত গ্রাহক / জামিনদারদের প্রতি পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে। যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক/ জামিনদার এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী **অধিগ্রহণ** করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপধারা (৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২। গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি খালাস করার জন্য। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় করতে উল্লেখিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে, যদি কোন লেনদেন হয় তাহলে পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি. (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লিমিটেড) দাবী করবে নিম্নলিখিত রাশি সুদ সহকারে।

ক্র. নং.	এলএএন নং. ও গ্রাহক / সহ-গ্রাহকের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ও রাশি	অধিগ্রহণের তারিখ
১.	**(লোন কোড নং. ১৩৭০০০০৫০২২), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ-শাখা), গৌতম কর্মকার (গ্রাহক) / প্রিয়াঙ্কা কর্মকার (সহ-গ্রাহক), দেবী টোডি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ২য় ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম মুখী, ২৪৫ বাহাদুর রোড, মৌজা মামুদপুর, থানা-বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৩৪।	১৪-০৬-২০২১ টাকা. ১৪৩২০৪৭ /- (চোদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
২.	**(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০০৪৫৯), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), প্রদীপ কুমার পাল (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - এইচ / ফ্ল্যাট নং. হোল্ডিং নং. ২০৫, প্লট নং. দাগ নং. ১৫৯, ২৪ পরগণা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২০১	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ১২৪৯৮৭৩ /- (বারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৩.	**(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল০০৬৫৬), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), জিতেন প্রসাদ (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - ফ্ল্যাট নং. ১০৫, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৮৪ রামলাল দত্ত লেন, ভদ্রকালী, হুগলী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৩২।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৩৭৩৮৮৫ /- (তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশত পঁচাশি টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৪.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০১৮৮৫ ও ২৭০০০০০১৩৬০), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), বাবলু মাল (গ্রাহক) / সুভদ্রা মাল (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -প্রি. নং. ৭১, রামজীবনপুর, মৌজা-রামজীবনপুর, আরএস দাগ ৩২১, এলআর দাগ ৩৫৪, আরএস খতিয়ান ৬২/ ১, থানা হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং-১৪২, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪।	২৫-০২-২০২৩ টাকা. ৪৪৩৭২৪৭ /- (চুয়াল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার দুইশত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৫.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০০৪৫৭), (রাসবিহারী শাখা), সুমিত কুমার বসু (গ্রাহক) / উমা বসু (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং. ১বি (এস-ই) দিকে ১ম ফ্লোর, টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট, প্রিমি. নং. ২৬এ, চারু চন্দ্র প্লেস পূর্ব, ওয়ার্ড নং-৮৯, টালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৩।	১০-০৮-২০২১ টাকা. ৪৩৬৫২১৯ /- (তেতাল্লিশ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার দুইশত উনিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৬.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০১৬৮৭), (রাসবিহারী শাখা), ইন্দর বাল্মিকী (গ্রাহক) / গঙ্গা বাল্মিকী (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -আরএস ও এলআর দাগ নং. ১১৩৬ / ১২৩৪ (অংশ), মৌজা-রুইয়া, জেএল নং-২০, আরএস নং-৪১, থানা-খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৯।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ৬৮১৯১৪ /- (ছয় লক্ষ উনিশ হাজার একশত চোদ্দ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৭.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০১৫৯৮), (রাসবিহারী শাখা), নির্মল সাহা (গ্রাহক) / বীথি সাহা (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -প্লট, প্রিমি নং. ২১(১৩), আলিপুর রোড, দাগ নং. ৩৮৮৮, জেএল নং-৮, আরএস-১০২, নিমতা হাইস্কুল নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৯।	০৪-১১-২০২২ টাকা. ১৮০৭৪৯৩ /- (আঠারো লক্ষ সাত হাজার চারশত তিরানব্বই টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৮.	**(লোন কোড নং. -১৯৪সিএএল৩২০৪২), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), পবন গোপালোহিয়া (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -এইচ / ফ্ল্যাট নং. ১৭৬, ফ্লোর নং. গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্লট নং.১, জিটি রোড, সেক্টর, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬।	২৭-০৪-২০২১ টাকা. ৪০১৯৫২৬ /- (চল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
৯.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০১৯৫১), (রাসবিহারী শাখা), সন্তোষ রায়চৌধুরি (গ্রাহক) / মীনাক্ষি রায়চৌধুরি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -প্রিমি নং. ৩৪২, কালিকাপুর, নির্মলা, ফ্ল্যাট নং. ৬, ৩য় ফ্লোর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, উত্তলিকা নিকট, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯৯।	৩০-০১-২০২৩ টাকা. ১৩৫৬৯২৪ /- (তেরো লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয়শত চব্বিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১০.	**(লোন কোড নং. -১৯৪০০০৪৩৮৫৯), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), পাল প্যাকেজিং প্রা.লি. (গ্রাহক) / দেবজ্যোতি পাল, দেবদাস পাল (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - এম-মেশিনের নাম ঃ- ১) একটি কালার প্রিন্টার ডায়া কাটার সঙ্গে স্লোটার মেশিন ২) সেমি অটো ফোল্ডার গ্লুয়ার মেশিন এপি-মডেল-নংঃ- ১) ডব্লুবি-বিআরডি-৯০০এক্স১৮০০ ২) ডব্লুবি-বিআরডি-২৮০০ এপি-মডেল-নংঃ- ১) বিআরডি/ এসবি/ ৪০০/ ১৮-১৯ ২) বিআরডি/ এসবি/ ৪০/ ১৮-১৯	২৫-০২-২০২৩ টাকা. ৫০৬৯২১ /- (পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার নয়শত একুশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১১.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০০৭৩১), (রাসবিহারী শাখা), জুম্মন আলি (গ্রাহক) / নাসিমা বানো (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট ১ম ফ্লোরে, উত্তর পশ্চিম দিকে, ফ্ল্যাট নং. ১০৩, হোল্ডিং নং. ৬৫ / ১, জয়া বিবি রোড, পোস্ট-ঘুসুড়ি, থানা-বেলুড়, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৭।	২৫-০২-২০২৩ টাকা. ৮৭৫৯২১ /- (আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত একুশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১২.	**(লোন কোড নং. -১৯৪০০০৪২৬৪৯), (কলকাতা-থিয়েটার রোড শাখা), বাসুদেব বিশ্বাস (গ্রাহক) / মৃন্ময় বিশ্বাস (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট, ২য় ফ্লোর, সুমন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রি নং.-১৪৬/ ৪, পূর্ব পুটিয়ারি, দক্ষিণ পাড়া, ওয়ার্ড ন-১১৪, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯৩।	২৭-১২-২০২৩ টাকা. ১৩১১৫৪২ /- (তেরো লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৩.	**(লোন কোড নং. -০৫৮০০০০১৩৩৮), (রাঁচি শাখা), সুকোমল সরকার (গ্রাহক) / ভ্যালেরিন পিটার (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং-ই-৩০৫, ৩য় ফ্লোর, দিব্য এনক্লেভ, গ্রাম-হিসাগ, রোড নং-২, বিকাশ নগর, লামতা নগর, রাঁচি, ঝাড়খন্ড-৮৩৪০০৩।	২৭-১২-২০২৩ টাকা. ১৩৬১১৯৬ /- (তেরো লক্ষ একষট্টি হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)	১৩.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৪.	**(লোন কোড নং. -১৩৭০০০০৬৩৮৭), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), অবিনাশ পাঠক (গ্রাহক) / ঊষা পাঠক (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং. ১০১, ১ম ফ্লোর (সমগ্র), মা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং ২৯৬, নিউ স্টেশান রোড, ওয়ার্ড-০৭, দেশবন্ধু পার্কের নিকট, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৩২।	০৮-১১-২০২২ টাকা. ২০০৯২৬৯ /- (কুড়ি লক্ষ নয় হাজার দুইশত উনসত্তর টাকা মাত্র)	১৪.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৫.	**(লোন কোড নং. -১৯৪০০০৪২৫৪৭), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), রনজিৎ কুমার দাস (গ্রাহক) / জয়ন্তী দাস (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং নং. ১৩(৫৮৫/ এ / এ) মৌজা শেওড়াফুলি, পিয়ারাপুর রোড, চারাবাগান, পোস্ট-শেওড়াফুলি, ওয়ার্ড নং. ২০, শেওড়াফুলি, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২২৩।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ২২৬২৭৯৪ /- (বাইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)	১৪.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৬.	**(লোন কোড নং. -১৯৪০০০৪২৫৪৭), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), অনুসূয়া চক্রবর্তী (গ্রাহক) / সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -৩ নং. মহাডাঙ্গা গর্ভ. কলোনি, মৌজা-চন্দননগর, খতিয়ান নং. ১০৭, পোস্ট ও থানা-চন্দননগর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১৩৬।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ১৬৪১৭০৭ /- (ষোলো লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত সাত টাকা মাত্র)	১৪.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৭.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০০৯৬৩), (রাসবিহারী শাখা), মানিক চন্দ্র বসাক (গ্রাহক) / পিয়ালী বসাক (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং-৪ডি,(পূর্বমুখী), ৪ ফ্লোর, হোল্ডিং ১৩ (নতুন) ১০ (পুরানো), রাজা রাধা কান্ত দেব বাহাদুর রোড, সুখচর, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১৫।	২৭-১২-২০২২ টাকা. ১৬৭২৩২৭ /- (ষোলো লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত সাতাশ টাকা মাত্র)	১৪.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৮.	**(লোন কোড নং. -২৭০০০০০০৯৬৩), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), বিকাশ গুপ্তা (গ্রাহক) / সুমন গুপ্তা (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং-এ২, গ্রাউন্ড ফ্লোর, উত্তর পশ্চিম দিকে, ৬৬৮, ধালুয়া রোড, মৌজা-ধালুয়া, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৮।	১৪-০৬-২০২১ টাকা. ১৫৩৪৯১৯ /- (পনেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত উনিশ টাকা মাত্র)	১৫.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
১৯.	**(লোন কোড নং. -১৩৭০০০০৬৩৯০), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), বাসব চ্যাটার্জি (গ্রাহক) / সোমা চ্যাটার্জি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং-জি-২, গ্রাউন্ড ফ্লোর, উত্তর দিকে, হোল্ডিং ৬১২/ ২৯৯/ ২৬১ ও ৩০০/ ২৬২ ও ৩০১/ ২৬৩ ও ৩০৩/ ২৬৫/ ৪০২, জগন্নাথ ঘাট রোড, চুঁচুড়া, প্রতাপপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩।	৩০-০১-২০২৩ টাকা. ১০৬৭১৪০ /- (দশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত চল্লিশ টাকা মাত্র)	১৫.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
২০.	**(লোন কোড নং. -১৩৭০০০০৪১৩৭), (ইউবিআই কলকাতা সিন্ধ শাখা), জয়শ্রী আচার্য (গ্রাহক) / আশিস আচার্য (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -উত্তর পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট, ২য় ফ্লোর, প্রিমিসেস নং-৬৩, কে.পি. রায় লেন, থানা-কসবা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৮।	০৮-১১-২০২২ টাকা. ২৫৬৭২৫০ /- (পঁচিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	১৫.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
২১.	**(লোন কোড নং. -১০৭০০০০০০৩০), (দুর্গাপুর শাখা), রাজু শর্মা (গ্রাহক) / রীতু শর্মা (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -টাইপ বি, ৪ ফ্লোর, শ্রীকুঞ্জ প্লাজা-২, আরএস প্লট নং. ১২৪৬/ ১৮৮৩, ১৮৮৪, খতিয়ান নং. ৩৪১৬, মৌজা-আসানসোল, ওয়ার্ড নং. ৬, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪।	৩১-০৫-২০২১ টাকা. ৬৭০৫৩৯ /- (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	১৭.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
২২.	**(লোন কোড নং. -১৯৪০০০৪১৬৬৭), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (গ্রাহক) / অলি সিংহরায়, পরিতোষ ভট্টাচার্য (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -সীমা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং-১সি, উত্তর-পূর্ব দিকে, থানা-নিউটাউন, উত্তর ২৪ পরগণা, হোল্ডিং নং-৬, মৌজা-হাতিয়াড়া, কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯।	৩০-০৬-২০২১ টাকা. ১২০৮২৪১ /- (বারো লক্ষ আট হাজার দুইশত একচল্লিশ টাকা মাত্র)	১৮.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)
২৩.	**(লোন কোড নং. -১৯৪সিএএল৩১৭১০), (কলকাতা থিয়েটার রোড শাখা), মনীশ কুমার যোশী (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ত্রিনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪ ফ্লোর, এফএ-৫, নারায়ণতলা, পশ্চিম বাগুইআটি, ঘোষপাড়া লিংক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯।	২৩-০৫-২০২২ টাকা. ৯৪৩৪৬০ /- (নয় লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত ষাট টাকা মাত্র)	১৮.০৭.২০২৩ (প্রতীকী)

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ০৯.০৭.২০২৩

স্বা /- (অনুমোদিত আধিকারিক)
পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড

দুরন্ত ভ্রমণ

দিঘা-মন্দারমনি নয় কলকাতার কাছেই রয়েছে একেবারে নতুন সৈকত

বর্ষা মানেই সমুদ্র। আর আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে তো মন উড়ু উড়ু। এখনই বেড়িয়ে পড়তে মন চাইছে।

দিঘা- মন্দারমনির সব রিসর্ট এখনই ফুল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বুকিং পাওয়া অসম্ভব। তবে কলকাতার কাছেই অপেক্ষা করছে একেবারে অফবিট সৈকত। পরিখি সৈকত। যাওয়া তো দূরের কথা এই সৈকতের নাম পর্যন্ত অনেকেই শোনেনি। এদিকে কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। একে একেবারে ভার্জিন সৈকত বললে ভুল হবে না। কারণ এই সৈকতে এখনও তেমন ভাবে পর্যটকরা ভিড় করে না। সেকারণে হোটেল রিসর্টের ভিড়ও এখানে সেরকম নেই। এক কথায় বলতে গেলে এই সৈকত এখনও আনকোড়া। এখানে বাণিজ্য এবং বিপণন সেভাবে থাবা বসায়নি। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় এই সৈকতে। কোলাঘাট থেকে ১৮১ কিলোমিটার দূরে এই সৈকত। এই সৈকত দিঘা-মন্দারমনির দিকে নয় জলেশ্বরের দিকে। একেবারে নির্জন একটা সৈকত। এখানে খুব একটা হোটেল রিসর্ট নেই। গুটি কয়েক রিসর্ট মতো রয়েছে। সমুদ্রের কাছেই। তবে এই সৈকতে যেতে গেলে একেবারে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে হবে। ঝাউ বনের পাশে ছোট্ট রিসর্ট। কটেজ ছাড়াও টেন্টের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। ঝাউবন পেরিয়ে যেতে হবে সৈকতে। ঝাউবন পেরোলেই অসাধারণ এক সৈকত দেখতে পাবেন। একেবারে নির্জন। পর্যটকের ভিড় একেবারেই নেই। সৈকতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু চারটি নৌকা। সকালে জোয়ারের জলে আরও খানিকটা এগিয়ে আসে সৈকত। তখন আরও সুন্দর লাগে। তবে এই সমুদ্রে সেই ঢেউ নেই। অনেকটাই শান্ত। দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের আশপাশে তাকালে উঁকি দেয় ঝাউ বন। নিশ্চিন্তে নিরিবিলিতে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটানোর সেরা জায়গা এই পরিখি। অসাধারণ এই সৈকতের মাধুর্য। এই সৈকত থেকে নৌকা করে আবার দূরে একটি ঝাউবনের দ্বীপে যাওয়া যায়। সেখানেও বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারবেন। অনেকেই খেন আবার ধুবলাগাড়ি সৈকতে ভিড় করছেন। দিঘা না গিয়ে অনেকেই চলে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু এই সৈকতের সৌন্দর্য্য সেখানকার থেকেও সুন্দর।

সবুজে ঘেরা ছোট্ট নিরিবিলি গ্রাম, অল্প ছুটিতে বেড়ানোর নতুন ঠিকানা পাপরখেতি

পাপরখেতি। নাম শুনলেই কেমন একটা অবাক লাগবে। পাপরখেতি সে আবার কেমন নাম। উত্তরবঙ্গের একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। যার রূপ মুগ্ধ করে পর্যটকদের। যদিও খুব কম লোকেই সেখানে যান। নিরিবিলি শান্ত একটা জায়গা। খুব বেশি উঁচুতে নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার মোহ নেই সেখানে ঠিকই কিন্তু রয়েছে এক নিস্পাপ সরল সৌন্দর পবিত্রতা। যার টানেই এক বার যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা বারবার সেখানে ছুটে যান। শিলিগুড়ির কাছে গাজোলডোবার রয়েছে এই এই ছোট্ট পাহাড়িগ্রাম পাপরখেতি। পাহাড়ের সবুজ হাতছানি দিয়ে ডাকবে। তার সঙ্গে পাহাড়ি ঝোরার কুলুকুলু বেগে বয়ে যাওয়া। গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে যাবেন চা বাগান। একান্তে অবসর যাপনের আদর্শ জায়গা এটি। কোনও তাড়া নেই। নেই কোনও যান্ত্রিকতা। চেল নদীর গা ঘেসে উঠে গিয়েছে গরুবাথানের পাহাড়। বর্ষায় এই জায়গাটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। পাহাড়ি পথে যেতেই অসাধারণ লাগবে। রংবেরংয়ের অর্কিড ভিড় করে থাকে প্রতিটি বাড়ির ব্যালকনিতে। লাভারিশপ এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কাজেই এখানে থেকে অনায়াসে অনেকেই যেতে পারেন। পাথরখেতিতে উত্তরবঙ্গের অনেকেই পিকনিক করতে আসেন। কাছেই রয়েছে একটি বিশালাকৃতির পাথর খণ্ড। তার উপরে ছোট্ট একটি হনুমানজির মন্দির। পাহাড়ি লোকেরা বিশ্বাসভরে এখানে পুজো করতে আসেন। মন্দিরের ঠিক পিছন দিয়েই কুলকুল করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। সেই নদীর পাড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকা যায়। পাথরখেতি থেকে অসাধারণ দেখায় চেল নদী। পাপরখেতিতে এলে নিখাদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে উপভোগ করতে পারবেন সকলে। বর্ষাকালে অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগে এখানে পাহাড়। বর্ষার জল পেয়ে আরও সবুজ হয়ে ওঠা পাহাড়। অসাধারণ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। যা মুগ্ধ করবেই সকলকে। বর্ষায় নিরিবিলিতে কাটানোর একটা সেরা জায়গা।

দেখা মিলতে পারে হাতির, চলে আসুন শিলিগুড়ির কাছেই এই অফবিট লোকেশনে

পুজোতে পাহাড় আর সমুদ্র এই দুইয়ের বাইরে খুব বেশি হলে ডুয়ার্সের চা- বাগানে ঘুরতে যান সকলে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের এন্ট্রিগেট শিলিগুড়ির আশপাশে যে কত অজানা জায়গা রয়েছে সেটা কেউ জানেন না। সেরকমই একটা জায়গা মোগরগাঁও গুলমা। এক্কেবারে নতুন নাম। যার খুব একটা পরিচিতি নেই বললেই চলে। অথচ শিলিগুড়ি থেকে একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে সেটি। মহানন্দা নদীর পাড়ে জায়গাটিতে শীতকালে স্থানীয় লোকেরা আসেন। তবে সেটাই খুব একটা বেশি নয়। অথচ মহানন্দার সাদা বালির রিভার বেডের যে সুবিশাল বিস্তৃতি সেটা এখানে এসে বোঝা যায়। রিভার বেডের উপর দিয়ে অনায়াসেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। মোহরগাঁওয়ের পরিচিতি শিলিগুড়ির মানুষের কাছে নিতান্তই একটি পিকনিট স্পটের। আসলে তারা সারাদিন এতোটাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কাছে বাস করেন যে তাঁদের কাছে এই মোহরগাঁও তেমন কিছু নয়। কিন্তু

আমরা যাঁরা সারাদিন ইট কাঠ কোলাহলের মধ্য দিন কাটাই তাঁদের পাথর, বড় বড় বহুতল। কালো পিচের রাস্তা আর গাড়ির মন ভাল হয়ে যাত শিলিগুড়ি স্টেশনে নামলেই। আমাদের কাছে শিলিগুড়ি স্টেশনটাই যেন মুক্তির স্বাদ। একটু শ্বাস নিয়ে বাঁচার জায়গা। সেই কারণে যাঁরা এখনও হোটেল বুকিং পাচ্ছেন না। অথবা যুত সই জায়গা পাচ্ছেন না তাঁরা বেড়িয়ে আসতে পারেন মোহরগাঁও- গুলমা থেকে। গুলমা আসলে শিলিগুড়ির পরের স্টপেজ। এই মহানন্দা নদীর উপরে একটি রেল ব্রিজ রয়েছে। দূর থেকে তার উপর দিয়ে ট্রেন যেতে দেখতে অসাধারণ লাগে। এখানে আবার হাতির দেখাও পাওয়া যায়। কারণ মহানন্দা নদীর এক পাড়েই রয়েছে গুলমা ফরেস্ট। যেটি এই হোমরগাঁও থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কপাল ভাল থাকলে সেই হাতির দেখা পেয়ে যেতে পারেন। আবার স্থানীয়রা অনেকে বলেন মাঝে মধ্যে নাকি চিতাবাঘের দেখাও তাঁরা পান। কাজেই এখানে এলে একদিকে আরেকদিকে জঙ্গলের রোমাঞ্চ দুই উপভোগ করা যাবে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে বৈঠক করেছেন মহাব্যবস্থাপক রেলওয়ে

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে একটি বৈঠক করেছেন। ১৯.০৭.২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে শতাব্দী

রায় এবং শ্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী মাননীয় সংসদ সদস্যগণ রেলওয়ের অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং যাত্রী সুবিধার জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের যাত্রীদের আকাঙ্ক্ষাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পূরণ করার জন্য। পূর্ব রেলওয়ের গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করার সময়, মাননীয় সংসদ সদস্যরা যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেন পরিষেবা, স্টপেজ, যাত্রী সুবিধা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা, রেল প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। শ্রীমতী শতাব্দী রায় সিউরি স্টেশনে ১৩৪১৭১৮ (দিঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস) থামানোর প্রস্তাব করেছেন যা ইতিমধ্যেই অনুমোদনের জন্য রেলওয়ে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। শ্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী রাতের সময় মালদা টাউনে স্টপেজ সহ কলকাতা এবং বালুরঘাটের মধ্যে একটি নতুন ট্রেনের প্রস্তাব করেছিলেন, যা প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের কাছেও পাঠানো হয়েছে। নতুন লাইন নির্মাণ, রোড আন্ডার ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ, ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, সার্ভিসের সম্প্রসারণ, স্টেশন আপগ্রেডেশন ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়। মাননীয় সাংসদরা রেলওয়ের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যদের স্বাগত জানান এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি মাননীয় সংসদ সদস্যদের যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে পূর্ব রেলওয়ের কর্মক্ষমতা এবং উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন। শ্রী দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক আরও বলেছেন যে মাননীয় সাংসদদের দ্বারা যাত্রী সুবিধা এবং রেলের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হবে এবং অনুমোদনের জন্য রেলওয়ে বোর্ডে পাঠানো হবে।

ম্যাক্সিভিশন আই হসপিটাল, আভ্যন্তরীণ বিন্যাসগত প্রসার এবং ক্রিয়াগত বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ এশিয়ার বৃহত্তম, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা বেসরকারি ইকুইটি সংস্থা, কোয়াড্রিয়া ক্যাপিটাল(কোয়াড্রিয়া), আজ ভারতের নেতৃত্বপ্রদানকারী এবং দ্রুততম হারে প্রসারিত হতে থাকা বেসরকারি চক্ষু পরিচর্যা ক্লিনিকগুলির মধ্যে একটি, ম্যাক্সিভিশন আই হসপিটাল (ম্যাক্সিভিশন) & INR ১৩০০ কোটি পর্যন্ত বিনিয়োগের বিষয়ে ঘোষণা করে। কোয়াড্রিয়া, ভারতের, বিশেষভাবে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরগুলির যেগুলি ভারতীয় চক্ষু চিকিৎসা বাজারের দ্বারা অপর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদত্ত রয়ে গেছে, চোখের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিমাপ করা এবং পরিষেবা প্রদান করা জন্য ম্যাক্সিভিশনের সক্ষমতার ক্ষেত্রে সহায়তার লক্ষ্যে, চুক্ষু পরিচর্যা পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটির প্রতিধিনিস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে একটি অল্প পরিমাণ লভ্যাংশের জন্য প্রায়ক্রাগঙ ৬০০ কোটি বিনিয়োগ করবে এবং পরে একটি লভ্যাংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও INR ৭০০ কোটি বিনিয়োগ করবে। সামগ্রিকভাবে, বৃহত্তর চক্ষু চিকিৎসা শিল্পটি গত বছরে INR ৭০০০ কোটির অধিক বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, ম্যাক্সিভিশন, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় নেতৃত্বপ্রদানকারী অবস্থান সহ, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের ছয়টি রাজ্যের ৪২ টি কেন্দ্র পরিচালনা করে। কোম্পানীটি, সদ্যজাত এবং শিশুভিত্তিক চোখের পরিচর্যা ছাড়াও, ছানি অপারেশন, LASIK এবং RelEx স্মাইল ট্রিটমেন্ট, রেটিনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এবং গ্লুকোমা, অকিউলোপ্লাস্টির জন্য চিকিৎসাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণ মাত্রার চক্ষু পরিচর্যামূলক পরিষেবাগুলি প্রদান করে। ম্যাক্সিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি, ডক্টর জিএসকে ভেলু, বলেন, বিগত কয়েক বছরে আমাদের ব্যবসা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং আজকের তারিখে আমরা, বিশেষভাবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের, দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পেতে থাকা এবং সর্বাধিক আস্থাযোগ্য চক্ষু পরিচর্যা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য গর্বিত। পরিচালনগত মূল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোয়াড্রিয়ার বিশেষজ্ঞতা, মূলধন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধতা, ব্যয়সাধ্যাধীন এবং গুণমানযুক্ত চক্ষু পরিচর্যার প্রত্যাশাকারী রোগীদের জন্য অগ্রসর হওয়া, নতুন উদ্ভাবনাগুলির প্রবর্তন করা এবং প্রদান করা প্রচলিত রাখার উদ্দেশ্যে, আমাদের একটি আরও উত্তমতর অবস্থানে উন্নীত করবে।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন তিস্তা, সমাজকর্মীকে জামিন প্রদান করল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। বুধবার তিস্তাকে রেগুলার জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে গত ৫ জুলাই তিস্তাকে গ্রেফতারি থেকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয় ১৯ জুলাই, আর বুধবার তিস্তাকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রমাণ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত তিস্তা। ২০০২- এর গুজরাট হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছেন তিস্তা। ধারাবাহিক ভাবে পরিবারগুলিকে আইনি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২০২২ সালের ২৫ জুন মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক তথা মানবাধিকার কর্মী তিস্তাকে। তার পর সেপ্টেম্বরে তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পান। সেই জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তিনি গুজরাট হাইকোর্টে সাধারণ জামিনের আর্জি জানান। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্ট তিস্তাকে দ্রুত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সমাজকর্মী। গত ৫ জুলাই তিস্তাকে গ্রেফতারি থেকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। আর বুধবার তিস্তাকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

চাঁদের পর এবার লক্ষ্য সূর্য! আগামী মাসেই ছুটবে ভারতের প্রথম সূর্যযান

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই ঃ ২০২০ সালেই হওয়ার কথা ছিল। হয়নি। করোনা অতিমারির জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে আবার তার লগ্ন ঘুরে এল। সূর্য অভিযানের লগ্ন। ভারতের প্রথম সূর্য মিশন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন চন্দ্রযান-৩ নিয়ে হইহই চলছে। এই আবহেই এবার সূর্যের তত্ত্ব-তালাশ। আগামী ২৬ আগস্ট ইসরোর তথা ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য এল-১ লঞ্চ হবে। ঐতিহাসিক মুহূর্ত সন্দেহ নেই। চন্দ্রযান-৩ ২৩ বা ২৪ আগস্ট নাগাদ চাঁদের মাটিতে পৌঁছাবে, আর এর দিনতিনেক পরেই ইসরোর ভাবনায় রয়েছে সূর্যমিশন। 'ইসরো' এই সূর্যমিশনে লঞ্চ করবে 'আদিত্য এল-১' নামক যান। সান-আর্থ

সিস্টেমের হ্যালো অরবিটের ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টে-১ (L-১)-এর সন্নিহিত অঞ্চলে যাবে এই আদিত্য। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। এই অবস্থানে থেকে সূর্যকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে যানটি। গ্রহণ বা অন্য কোনও অন্তরায় ঘটবে না। কী দেখবে এই যান? দেখবে সূর্যের নানারকম কার্যপ্রক্রিয়া, দেখবে মহাকাশের আবহাওয়ার উপর কী প্রভাব ফেলে সূর্যের এই সব কর্মকাণ্ড। 'আদিত্য এল-১' কে একটি পিএসএলভি (পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল)-র মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হবে। ধরা হয়েছে, লঞ্চের পর থেকে অন্তত ৪ মাস সময় লাগবে এর নিজের গন্তব্যে পৌঁছাতে। বহুচর্চিত চন্দ্রযান-৩-এর উৎক্ষেপণ হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার অভিযান মসৃণ রয়েছে। যথাবিহিতই সে উড়ে চলেছে। ভারতের মহাকাশপ্রযুক্তির দিক থেকে খুবই বড় ঘটনা। এর আগের মিশন, চন্দ্রযান-২, ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, এই মিশনে বাড়তি নজর। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) চন্দ্রযান-৩ বহনকারী যে স্পেসক্র্যাফ্ট লঞ্চ করল সেটি ভারতের হেভিয়েস্ট জিএসএলভি। তৈরি করা হয়েছে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে। চাঁদে এর সফ্ট ল্যান্ডিং ঘটবে। এটি চাঁদ সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করবে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই প্রকল্প নিয়ে ইসরো খুবই আত্মবিশ্বাসী ও উচ্ছ্বসিত। তারা জানিয়েছে, লুনার সারফেসে বা চাঁদের মাটিতে ঘোরার সময়ে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের ভূ-প্রকৃতি ও তার পরিবেশ নিয়ে 'ইন-সিটু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস' চালাবে। এটি চাঁদের দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে ঘোরাফেরা করবে। চন্দ্রযান-৩ - এর মাধ্যমে চাঁদের মাটিতে যান নামিয়ে চাঁদ-চর্চা শুরু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ড করে ফেলবে ভারত। এই বিরল কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করার ক্ষেত্রে বিশ্বে চতুর্থ দেশ হতে চলেছে ভারত।

বাবা-মাকে মেরে ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে চম্পট ছেলের

বেঙ্গালুরু, ১৯ জুলাই ঃ বাবা-মাকে খুনের পর বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে ঘর বন্ধ রেখে পালাল ছেলে। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। ছেলে যখন তাঁদের মেরে ফেলছে, তখন বাঁচার জন্য সাহায্য চেয়ে আর্ত চিকার করেছিলেন বাবা-মা। সেই চিৎকার শুনেছিলেন পাড়া পড়শিরাও। কিন্তু সবাই ভেবেছিলেন, এটা কোনও রোজকার ঝামেলা। তাই অতটা মনোযোগ দেননি তাঁরা। শেষে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয় বাবা-মায়ের নিথর দেহ। অভিযুক্ত ২৭ বছরের ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। বেঙ্গালুরুর ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, সোমবার রাত সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টার মধ্যে ঘটে খুনের ঘটনাটি। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। খুনের পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত ছেলে শরথ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। অভিযোগ, শরথ তার ৬১ বছর বয়সী বাবা ভাস্কর ও ৬০ বছর বয়সী মা সান্থাকে খুন করে। তারপর ঘরের মধ্যেই বাবা-মায়ের নিথর দেহ ফেলে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চম্পট দেয়। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত শরথ তার বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকত। আর তার বড় ভাই সজিথ কাছেই টিন্ডলুতে থাকেন। এখন সজিথ যখন খোঁজ নেওয়ার জন্য তাঁর বাবা- মাকে ফোন করেন, তখন ফোনে কোনও সাড়া না মেলায় দ্রুত বাড়িতে আসেন। সজিথ জানিয়েছেন, তিনি বাড়ি এসে দেখেন ঘর বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। এরপরই দরজা ভেঙে সজিথ তাঁর বাবা-মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। আর তাতেই গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিস আরও জানিয়েছে, সান্থা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। আর ভাস্কর একটি সরকারি অফিস কমপ্লেক্সের ক্যান্টিনে ক্যাশিয়ার ছিলেন। আদতে দক্ষিণ কন্নড় জেলার উল্লালের বাসিন্দা ভাস্কর ও সান্তা ১২ বছর আগে সন্তানদের নিয়ে বেঙ্গালুরুতে চলে এসেছিলেন। তারপর সেখানেই থাকতে শুরু করেন। জানা গিয়েছে, যে শরথ এবং তার বাবা-মায়ের মধ্যে ঘন ঘন ঝগড়া হত। যদিও কী কারণে, তা জানা যায়নি।

কাঠুয়ায় বাড়ি ভেঙে ও বন্যায় মৃত ৮

জম্মু, ১৯ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় ভারী বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়ল দু'টি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ইতিমধ্যেই ৮টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যেই বুধবার সকালে কাঠুয়া জেলার বানী এলাকায় দু'টি বাড়ি ভেঙে পড়ে। প্রবল বৃষ্টিরপাতের কারণে বানীর সুরজন মোরহা আরুয়াদ ব্লকে দু'টি বাড়ি ভেঙে পড়ে। শিশু-সহ পাঁচজন দু'টি বাড়ির নীচে চাপা পড়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের দেহ কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার করা হয়, পরে আরও দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়।

মোটরম্যানের সতর্কতায় প্রাণ রক্ষা ব্যক্তির

কলকাতা, ১৯ জুলাই ঃ আজ অর্থাৎ ১৯.০৭.২০২৩ তারিখে আনুমানিক ১২.১৫ ঘটিকায়, একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তি, আনুমানিক ৫৮ বছর বয়সী, মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনের ডিঅন ট্র্যাকে হঠাৎ করে আত্মহত্যা করার অভিপ্রায়ে একটি মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন। সর্তক ড্রাইভিং মোটরম্যান এটা দেখে সাথে সাথে ইমার্জেন্সি ব্রেক লাগিয়ে ট্রেন থামিয়ে লোকটির জীবন রক্ষা করেন। কর্তব্যরত আরপিএফ এবং অন্যান্য স্টেশন কর্মীরা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাকে উদ্ধার করা হয়। অবশেষে, মেট্রো আরপিএফ এবং অন্যান্য মেট্রো কর্মকর্তারা তাকে ট্র্যাক থেকে তুলে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করেছে যে তার শারীরিক সমস্যার কারণে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল। তার পরিবারের সদস্যদের ফোনে যোগাযোগ করা হয় এবং এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরে সব আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে তাকে তার স্ত্রী ও ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনের অনডিউটি মেট্রো কর্মীদের তৎপরতা এবং সতর্কতার কারণে এই আত্মহত্যার চেষ্টার পরেও মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। মেট্রো রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি মেট্রো মোটরম্যানের সতর্কতার কারণে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচাতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। মোটরম্যানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এই ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে সবাইকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

Name Change
I, KAVITA JAGATRAMKA alias JAGATRAMKA KAVITA ARUNKUMAR D/O Arun Kumar Jagatramka presently residing at 1, Clyde Row, PO - Hastings, Kolkata – 700 022, West Bengal, India, have always been known as KAVITA JAGATRAMKA, vide affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 19/07/2023. JAGATRAMKA KAVITA ARUNKUMAR and KAVITA JAGATRAMKA both are same and one identical person.

Name Change
I, TANVEE JAGATRAMKA alias JAGATRAMKA TANVEE ARUNKUMAR D/O Arun Kumar Jagatramka presently residing at 1, Clyde Row, PO - Hastings, Kolkata – 700 022, West Bengal, India, have always been known as TANVEE JAGATRAMKA, vide affidavit sworn before 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 19/07/2023. JAGATRAMKA TANVEE ARUNKUMAR and TANVEE JAGATRMKA both are same and one identical person.

Name Change
I REHANA BEGUM W/ O SAIKH UKIL BAKSH R/O VILL- GOBDANGAR, ASWATHAPUR, EAST MEDINIPUR - 721446, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REHANA BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/03/2023. REHANA BEGAM AND REHANA BEGUM ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SK ABDUL KARIM (old name) S/O SK BAKKAR Presently residing at Jaypur, Jaypur, Howrah-711401 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK KARIM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SK ABDUL KARIM and SK KARIM both are same and one identical person.

Name Change
I KASHINATH SONKAR S/O LATE DURGA SHAW R/O 47 GOLAGHATA ROAD, LAKETOWN, PO-SREEBHUMI, SOUTH DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS - 700048 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASHI NATH SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2023.THAT KASHINATH SONKAR AND KASHI NATH SHAW SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, KAUSIK DAS S/O LATE BIMALENDU DAS R/O 32/7 , NABANAGAR, VIDYASAGAR PARK, DUMDUM, PO-BIRATI, PS- NIMTA, NORTH 24PARGANAS - 700051, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOUSIK DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE 10/07/2023.THAT KAUSIK DAS AND KOUSIK DAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MD ASLAM KHAN (old name) S/O KASIM ASLAM Presently residing at 19, Alipore Road, Kolkata- 700027 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ASLAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. MD ASLAM KHAN and MD ASLAM both are same and one identical person.

Name Change
I, QUAZI MD MAJAMMEL S/O QUAZI ABDUL MOMEN R/O VILL & PO - FURFURA, PS- JANGIPARA, HOOGHLY-712706,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS QUAZI MD MOJAMMEL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2023.THAT QUAZI MD MAJAMMEL AND QUAZI MD MOJAMMEL SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, GOLAM (old name) S/O ASHRAB(Old Name) Presently residing at Y-123, Kanthal Beria Lane, PO-Bartala, PS- Nadial, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SK GOLAM HOSSAIN S/o SK ASRAF ALI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. GOLAM S/O ASHRAB and SK GOLAM HOSSAIN S/o SK ASRAF ALI both are same and one identical person.

Name Change
I, RUMA BISWAS (old name) W/O UTPAL BISWAS Presently residing at BISWABANDHU BASTRALAY NANGLA, NORTH 24 PGS, PIN-743263 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RUMA BISWAS MANDAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. RUMA BISWAS and RUMA BISWAS MANDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SUNIL KUMAR SONKAR (old name) S/O KASHI NATH SHAW Presently residing at 47, Golaghata Road, Lake Town, South Dumdum, PO-Sreebhumi, PS-Lake Town, Pin-700048 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUNIL KUMAR SHAW, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SUNIL KUMAR SONKAR and SUNIL KUMAR SHAW both are same and one identical person.

Name Change
I, SANJIB KUMAR DUTTA (old name) S/O KALI PADA DUTTA Presently residing at 14, Mahajati School Road, Dumdum, Kolkata-700028 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SANJIB DUTTA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SANJIB KUMAR DUTTA and SANJIB DUTTA both are same and one identical person.

Name Change
I, SK AKTAR HOSSAIN (old name) S/O SK GOLAM HOSSAIN Presently residing at Y-123, Kanthal Beria Lane, PO-Bartala, PS-Nadial, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AKHTAR HOSSAIN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SK AKTAR HOSSAIN and SK AKHTAR HOSSAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, SAIDULISLAM MOLLA (old name) S/O GOLAM RASUL MOLLA Presently residing at Vill- Narikeldanga, PO- Hasimnagar, PS- Falta, Dist-24 Pgs (S), Pin-743513 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAIDUL MOLLA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SAIDULISLAM MOLLA and SAIDUL MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, SUJAY MOHANTO (old name) S/O NETAI MOHANTO(Old Name) Presently residing at NIVEDITA PALLY ROAD, PO- NOAPARA BARASAT PS- BARASAT, North 24 Parganas-700125 West Bengal, India, have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SUJOY MAHANTA S/o NETAI MAHANTA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SUJAY MOHANTO S/O NETAI MOHANTO and SUJOY MAHANTA S/o NETAI MAHANTA both are same and one identical person.

Name Change
I, CHIRANJIB DAS (old name) S/O HARADHAN DAS Presently residing at VILL & PO - HAMIRPUR, PS - PATRASAYER, Bankura, 722206 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) CHIRANJIT DAS, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. CHIRANJIB DAS and CHIRANJIT DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, PARESH ROY (old name) S/O LATE KUTISWAR ROY Presently residing at Vill-Kumra, PO-Kumra Kashipur, N.24. Pgs- 743271 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) GOBINDA ROY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. PARESH ROY and GOBINDA ROY both are same and one identical person.

Name Change
I, SEFALI ROY (old name) W/O GOBINDA ROY Presently residing at Vill-Kumra, PO-Kumra Kashipur, N.24. Pgs-743271 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MADHURI ROY, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. SEFALI ROY and MADHURI ROY both are same and one identical person.

Name Change
I, IBRAHIM MAHMOOD (old name) S/O KHALID MAHMOOD Presently residing at 20, Royd Street, 2 nd Floor, Park Street, Kolkata-700016 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHEIKH IBRAHIM MAHMOOD, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. IBRAHIM MAHMOOD and SHEIKH IBRAHIM MAHMOOD both are same and one identical person.

Name Change
I, ABDUS SATTAR (old name) S/O LATE SEKH RIASAT ALI Presently residing at 3/H/11 ,RAJA DINENDRA STREET ,RAJA RAM MOHAN SARANI,KOLKATA-700009 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL SATTAR, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. ABDUS SATTAR and ABDUL SATTAR both are same and one identical person.

Name Change
I, HARANATH DAS (old name) S/O LATE GOPAL CHANDRA DAS Presently residing at VILL & PO - HAMIRPUR, PS - PATRASAYER, Bankura, 722206 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HARADHAN DAS, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. HARANATH DAS and HARADHAN DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, TONMOY SAHA (old name) S/O SHAMAL SAHA Presently residing at 36/3, B. ROAD, PO- SALKIA, PS- LILUAH, HOWRAH-711106 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TANMAY SAHA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. TONMOY SAHA and TANMAY SAHA both are same and one identical person.

Name Change
I SALEMAN KHAN S/O SIDDIK ALI KHAN R/O VILL-DULALPUR, PO-KHALISABHANGA, EAST MEDINIPUR, 721433, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOLEMAN ALI KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/07/2023.THAT SALEMAN KHAN AND SOLEMAN ALI KHAN SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, RABIYA KHATUN (old name) W/O ABDUL RAHAMAN MOLLA Presently residing at U-140, S.A. FARUKI ROAD, PS- RAJABAGAN, KOL-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RABIYA BIBI, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 19/07/2023. RABIYA KHATUN and RABIYA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, REENA BERIA (old name) W/O RAHUL BERIA Presently residing at 28C, Rowland Road, Kolkata-700020 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RINA BERIA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 18/07/2023. REENA BERIA and RINA BERIA both are same and one identical person.

রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে কেনার সময় হাতেনাতে পাকড়াও এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে কেনার সময় হাতেনাতে পাকড়াও হল এক ব্যক্তি। বুধবার চাঞ্চল্যকর এই

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বালাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অসাধু ওই ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বালাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যেই চলছিল সরকারি ভর্তুকিতে দেওয়া চাল, আটা কেনাবেচার ব্যবসা। অসাধু ওই ব্যবসায়ীরা দুয়ারে রেশন সামগ্রী নেওয়া উপভোক্তাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে নিচ্ছেন চাল ও আটা। স্থানীয় রেশন ডিলার সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, এই নিয়ে বহুবার অভিযোগ তোলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। যখনই রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয় আশপাশে এসে ভিড়ে যায় রেশন সামগ্রী কেনার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের দল। এদিন এলাকার নবনির্বাচিত বিজয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী বাবলু বসাকের নজরে আসে বিষয়টি। তৎক্ষণাত তিনি ফোন করেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায়। রুখে দেন বেআইনিভাবে রেশন সামগ্রী পাচার। বেআইনিভাবে রেশন সামগ্রী কিনে ব্যবসা করার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে আটক করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গাড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে তিন মাছ ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ ফারাক্কা থেকে অটো গাড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে তিন মাছ ব্যবসায়ী। আহতরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মালদা জেলার গাজোল থানার ছিটকা মহল এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় আহতরা হল পবিত্র বারুই বয়স (৩৮) বছর। পঞ্চানন্দ বারুই বয়স (৭১) বছর ও সুকুমার সরকার বয়স (৫০) বছর। তাদের দুইজনের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার কদুবাড়ী এলাকায় ও আরেকজনের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার আনন্দপল্লী এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে ফারাক্কা থেকে অটো গাড়িতে করে মাছ নিয়ে গাজলের উদ্দেশ্যে আসছিলেন তিনজন মাছ ব্যবসায়ী। আসার পথেই গাজলের ছিটকা মহল এলাকায় রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন সাইকেল নিয়ে এক শিশু। সেই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিযন্ত্রণ হারিয়ে অটো রাস্তার পাশে উঠে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের প্যারামেডিকেল টীম। তাদেরই অ্যাম্বুলেন্সে উদ্ধার করে আহতদের কে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে পঞ্চানন্দ বারুই কে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করে চিকিৎসকেরা ছেড়ে দেয়। বাকি দুইজন চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

ছেলের খুনিদের শাস্তির দাবিতে ই এফ লাইনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ জুলাই ঃ ছেলের খুনিদের শাস্তির দাবিতে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাল নিহত কিশোরের পরিবার সহ এলাকাবাসী। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের আশ্বাসের পর বিক্ষোভ ওঠে। মৃত কিশোরের নাম আরিফ হোসেন (১৪)। সে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তাঁদের বাড়ি রামপুরহাট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর হাটতলা পাড়ায়। মৃতর মা মনিজা বিবি জানান, গত মঙ্গলবার অন্যান্য দিনের মতো তিন বন্ধু আরিফকে স্কুল যাওয়ার জন্য তার বাড়িতে আসে। তারপর স্কুল থেকে আর বাড়ি ফেরে নি। ওই তিন বন্ধু বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করে, আরিফ ফিরেছে কিনা। পরে বিকেলের দিকে আরিফের মৃতদেহ ব্রহ্মাণী নদীতে জয়পুরের কাছে ভেসে ওঠে। জানা গেছে, মৃতদেহর দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ তিন কিশোরকে আটক করার পর ছেড়ে দিতেই বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী।

রামপুরহাট কলেজের শৌচালয়ে অপমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুলাই ঃ রামপুরহাটে মেডিক্যাল কলেজে এক রোগীর অপমৃত্যু। শৌচালয় থেকে উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু, এই নিয়ে প্রথমদিকে রহস্য দানা বাঁধলেও, মৃতর ভাইপো জানান, তাঁর কাকা একজন মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ভজন লেট। বয়স ২৫ বছর। বীরভূমের রামপুরহাটের সিউড়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, মানসিক সমস্যা ছিল ওই যুবকের। সেই কারণেই দুদিন আগে ভজনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার রাতে নিজের জায়গায় দেখা যায়নি ভজনকে। এরপরই শৌচালয়ের ভিতর তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান অন্যান্য রোগীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। স্বাভাবিক ভাবেই হাসপাতালের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খবর পেয়েই রামপুরহাট থানার পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। কি করে রোগী শৌচালয়ে আত্মহত্যা করলো সেই ব্যাপারে কর্মীদের কোনো গাফিলতি আছে কিনা খতিয়ে দেখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফুলহার নদীতে জল বাড়তেই শুরু হয়েছে ভাঙন, আতঙ্কের প্রহর গুনছে গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জুলাই ঃ ফুলহার নদীতে জল বাড়তেই শুরু হয়েছে ভাঙন। তাতেই আতঙ্কের প্রহর গুনছে নদী তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। বিদ্যুতের খুঁটি সহ জমি তলিয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভে। এই পরিস্থিতে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ফুলহার নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু। এদিন তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের ঢাকুরিয়া রশিদপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় যায়। সাংসদের অভিযোগ বন্যা এলে নদীতে জল বাড়লে সেচ দপ্তরের ঘুম ভাঙে। যখন নদী গর্ভে জল থাকে তখন সেচ দপ্তর ঘুমায়। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন আগে ভাঙ্গনের জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে নদী ক্রমশ জনবসতীর কাছে চলে এসেছে। জনবসতি এলাকা থেকে নদী কিছু দূরে রয়েছে। ইতিমধ্যে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বেশ কতগুলি পোল ভাঙ্গনের প্রভাবে নদীর খুব কাছে চলে এসেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার খুঁটিগুলি বেশ কয়েকটি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। পোল গুলি নদীর তলায় চলে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেরই সাত থেকে আটটি গ্রামের মানুষ কার্যত অন্ধকারে ডুবে যাবে। নদী ভাঙ্গনের জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক অংশ। প্রশাসনিক সূত্রে খবর নদী ভাঙ্গনের জেরে ইসলামপুর অঞ্চলের কাউয়া

ডোল, রশিদপুর, উত্তর ভাকুড়িয়া, দক্ষিণ ভাকুড়িয়া, মিরপাড়া তাঁতিপাড়া সহ একাধিক গ্রামের নদী সংলগ্ন বিভিন্ন পাড়ার খুব কাছে নদী চলে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে হরিশ্চন্দ্রপুরে ভাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাহার নদীর ব্যাপক ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীর ধারে থাকা রশিদপুর গ্রাম। ভাঙনের জেরে গ্রাম থেকে আর ৮০ মিটার দূরত্বে নদী, প্রবাহিত হচ্ছে। বিঘার পর বিঘা আমবাগান - পাটের খেত নদীর তলায় চলে গেছে এই ব্যাপক ভাঙ্গনের জেরে। গত সপ্তাহে এই এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাজমুল হোসেন। তার কয়েকদিন কাটতে না কাটতে আজ এলাকায় গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মু। গ্রামের বাসিন্দা আনারুল ইসলাম জানান, ভাঙন প্রতিবছর হয় কিন্তু এখানে যে ভাবে কাজ হচ্ছে তাতে ভাঙন রোধের কাজ মানুষের জন্য হয় না। রাজ্য সরকার টাকা চুরির জন্য কাজ করছে। বাঁশ দিয়ে কখনো নদী ভাঙন রোধ করা যায় না। আর যে বালু ফলছে তা ফেলতে ফেলতে মিশে যাচ্ছে। আমরা আতঙ্ক আছি। ভাঙন কংক্রিট করা হয় তা যেন রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিক। রশিদপুর এলাকায় গিয়ে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, নদীর জল বেড়ে গেছে আর এই সময় রাজ্য সরকার এখানে ভাঙ্গন রোধ করতে বাশের পাইলিং এবং মাটির বস্তা দিয়ে বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে। এইভাবে ভাঙ্গন রোধ করা যায় না। অর্থের অপচয় করছে স্থানীয় প্রশাসন। বন্যা এলে নদীতে জলবাড়লে সেচ দপ্তরের ঘুম ভাঙে। যখন নদী গর্ভে জল থাকে তখন সেচ দপ্তর ঘুমায়। মন্ত্রীকে ফোন করলে ধরেন না। মানুষ আতঙ্কে আছেন। অবিলম্বে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। জেলা তৃণমুলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার বলেন, রাজ্য সরকার তৎপরতার সঙ্গে ভাঙন রোধের কাজ করছেন। বিরোধীরা মুখে বড় বড় কথা বলে পার। তারা বিরোধীতা না করে মানুষের কাজ করুন। ভুল কথা বলে বিভ্রান্ত করা ঠিক কাজ নয়। মানুষ সব বোঝে।

শিলিগুড়ি শহরে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হবে, জানালেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ তারে জর্জরিত শিলিগুড়ি শহরকে তারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করতে শহরের প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হবে। বুধবার, শিলিগুড়ি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। দীর্ঘদিন ধরে ওপর দিয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের ফলে নানা সমস্যা দেখা গিয়েছে। বারংবার বৈদ্যুতিক খুঁটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চোখে পড়ে। সেই সমস্যা সমাধানে মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করার পরিকল্পনা করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এবার বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে এই কাজ করা হচ্ছে। পুরো কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে টেন্ডারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। তারপর দুর্গাপূজার পরে কাজ শুরু হবে। জানা যায়, প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে এই বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ হবে। একটি তারের সংযোগ হবে এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড় হয়ে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত, আরেকটি চিলড্রেন পার্ক থেকে শিলিগুড়ি

মহকুমা পরিষদের সামনে থেকে বিধান রোড হয়ে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট পর্যন্ত, আরেকটি হবে পানিট্যাংকি মোড় থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত। দফায় দফায় এই কাজ হবে বলে জানা যায়। বুধবার শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোটের প্রভাব পড়লো দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জুলাই ঃ নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিআইএম, কংগ্রেস, সহ বিভিন্ন দলের কর্মীরা। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা অত্যাচারিত হলেও কেন্দ্রে সেই তৃণমূলের সঙ্গেই হাতে দিয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস সেই কারণেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল সিপিআইএম এবং কংগ্রেস এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বেশ কয়েকজন প্রার্থী। উল্লেখ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে জোট বেঁধেছে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, আম আদমি পার্টি সহ বিভিন্ন দল গুলি। ব্যাঙ্গালোরে চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর তোলে বিরোধী দলগুলি। রাজ্যে যখন সিপিআইএম কংগ্রেসের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই সময় কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে তৃণমূলের পাশেই দাঁড়াচ্ছে সিপিএম এবং কংগ্রেসের। এই দ্বিচারিতাকে মেনে নিতে না পেরে বিজেপিতে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক এর পরাজিত প্রার্থীরা। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন। অন্যদিকে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিনহাটা ভিলেজ ১ - এর ৭২৬২ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের হাতে গুলি বিদ্ধ হয়ে নিহত হন চিরঞ্জিত কার্যী ও গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন রাধিকা বর্মন। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মহাশয় নিহত চিরঞ্জিত কার্যীর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। অন্য দিকে রাধিকা বর্মনের উন্নয়ন চিকিৎসার সমস্ত রকম সাহায্যের দায়ভার নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

মাসে মাসে বিল চালুর দাবি শহরের বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ কলকাতার বিধান নগরে তিন মাস নয়, মাসে মাসে বিদ্যু বিল নেওয়ার সুবিধা থাকলেও অন্যান্য শহর এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিদ্যুৎ বিলে একসাথে তিন মাসের বিদ্যুৎ ইউনিট যোগ হওয়ার কারনে বেশ কিছুটি অর্থ বেশি গুনতে হয় গ্রাহকদের। এর আগেও মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল নেওয়ার দাবি নিয়ে শহর শিলিগুড়িতে এর আগেও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল আন্দোলন রুপে তাদের দাবি তুলে ধরে ছিল। তবে তা বাস্তবায়িত রুপ না পেলেও আবারও সেই দাবি নিয়ে সোচ্চার হল শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ইতিমধ্য এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে লিখিত ভাবে দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপকে গ্রিনকো সিলভার রেটিং

মালিগাঁও, ১৯ জুলাই ঃ ২০২৩-এর জুলাই মাসে সিআইআই-সোহরাবজি গডরেজ গ্রিন বিজনেস সেন্টার, ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁওস্থিত ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপকে গ্রিনকো সিলভার রেটিং প্রদান করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে প্রথম ওয়ার্কশপ হিসেবে গ্রিনকো সিলভার রেটিং অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ।

ওয়ার্কশপটি নিজেদের বিভিন্ন গ্রিন রেটিং অন-সাইট কাজ সম্পূর্ণ করার ফলে এই সিলভার রেটিং অর্জন করে। গ্রিনকো হলো একটি রেটিং পদ্ধতি ভারতীয় শিল্পখণ্ডগুলি নিজেদের পরিবেশ অনুকূল কর্মক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার ক্ষেত্রে যাতে প্রাকৃতিক ও আর্থিক উভয় সম্পদই সাশ্রয় করতে পারে, তার জন্য সুবিধা প্রদান করে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা একটি উদ্যোগ হলো এই গ্রিনকো রেটিং পদ্ধতি। প্রকৃতিকে সুরক্ষা দিতে চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার শ্রী পার্থ প্রতিম রায়ের নেতৃত্বে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কস, নিউ বঙাইগাঁও উল্লেখযোগ্য কাজ করছে এবং সমস্ত কার্যকারিতা পরিবেশ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গ্রিনকো সিলভার রেটিং লাভ করেছে। রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই ওয়ার্কশপটি শক্তি সাশ্রয়ী সরঞ্জাম, সবুজ পরিকাঠামো ব্যবহার করেছে। এছাড়াও বিগত কয়েক বছরে এই ওয়ার্কশপটি বিশাল পরিসরে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। জল সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছরে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট জলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ল্যান্ডফিলে যাতে কোনও বর্জ্য পাঠানো না হয় তার জন্য এই ওয়ার্কশপের উপাদান সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার মানদণ্ড রয়েছে। এগুলি হয় পুনরায় ব্যবহার করা হয় নাহলে সার্টিফায়েড রিসাইকেলারদের বিক্রি করা হয়। ওয়ার্কশপের উচ্চ শক্তির চাহিদা পূরণের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপন্ন করার অংশ হিসেবে সোলার রুফটপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক স্থায়ীত্ব সম্পর্কিত এই ওয়ার্কশপ টিম সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করেছে। এই রেটিং লাভ করার জন্য ওয়ার্কশপে ১০০ শতাংশ এলইডি লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং ওয়ার্কশপটি একটি নির্দিষ্ট অ্যানার্জি হ্রাসও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-Tender Notice

1) **Name of the Work:** Supply of EPDM Gasket and Tyton Gasket for Water Supply Department, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-49/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_548972_1 • Estimated Amount : Rs. 3,88,185/-

2) **Name of the Work:** Dismantling and Reconstruction of 2 No. Ring Well at Natunpally and Bagdipara within Ward- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-46/23-24 (2nd call)
Tender ID : 2023_MAD_548959_1 • Estimated Amount : Rs. 1,04,095/-

3) **Name of the Work:** Dismantling and Reconstruction of 2 No. Ring Well at Mahuabagan, Hazrapara Basti within Ward- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-45/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_548907_1 • Estimated Amount : Rs. 1,24,210/-

4) **Name of the Work:** Electrical Wiring for Staff Room and installation of Steel Tubular Pole with LED fittings for maintaining of surrounding area at the Energy Park Over Head Water Tank under DMC, Ward No.- 24.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-69/23-24
Tender ID : 2023_MAD_548822_1 • Estimated Amount : Rs. 2,96,042/-

5) **Name of the Work:** Construction of 1 No. Water Canopy at City Centre Commercial Market (Beside Halder Studio) within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-62/23-24
Tender ID : 2023_MAD_548774_1 • Estimated Amount : Rs. 1,37,659/-

6) **Name of the Work:** Construction of Valve Chamber and Renovation of Guard Room with Boundary Wall at Energy Park side OHR within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-63/23-24
Tender ID : 2023_MAD_548798_1 • Estimated Amount : Rs. 4,97,717/-

Last Date : 28th July 2023, up to 05:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

শিলিগুড়ির হোটেল এবং রিসর্টে দেহ ব্যবসার ঘটনায় আরও একজন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়িতে ব্লু মাউন্টেন হোটেল এবং রিসর্টে দেহ ব্যবসার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে এসওজি টিম নীমা লামাকে ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত একটি শপিং মল থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নীমা লামা মাসাজ পার্লারের আড়ালে দেহ ব্যবসার জন্য মেয়েদের সরবরাহ করতো। ধৃত নীলা লামার বিরুদ্ধে ইনমোরাল ট্র্যাফিকিং এর আওতায় মামলা দায়ের করে আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ মে শিলিগুড়ির শালবাড়ির কাছে ব্লু মাউন্টেন নামে একটি রিসর্টে অভিযান চালায় এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেখানে রমরমা দেহ ব্যবসার কারবারের পর্দা ফাঁস করে পুলিশ। বাইরের রাজ্য থেকে আসা লোকেদের কাছে যুবতীদের পাঠানো হত। এরপর পার্টি করার নামে চলতো দেহব্যবসা। এই ঘটনায় রাজু সরকার, বিনীত গৌতম, অভিষেক গৌতম এবং ইকবাল আহমেদ হাসমিকে গ্রেফতার করা হয় এবং উদ্ধার করা হয় এক যুবতীকে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দীপ কোন্ডে ওরফে স্যান্ডির নাম উঠে আসে। এই স্যান্ডিই অভিযুক্ত রাজু সরকারকে যুবতীদের সরবরাহ করতো। এরপর স্যান্ডিকেও গ্রেফতার করা হয়। এরপর মঙ্গলবার রাতে ফের অভিযান চালিয়ে ঘটনার ষষ্ঠ অভিযুক্ত নীমা লামাকে গ্রেফতার করে এসওজি।

MANGAL STEEL ENTERPRISES LTD
Regd. Office: 248, G.T. Road (N), Salkia Howrah-711106
PHONE : 2655-8331, FAX: 2655-0468
CIN: L27109WB1981PLC033969

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at its registered office on Thursday the 27th day of July, 2023 at 1.00 P.M., inter alia, to consider, approve and take on record amongst other items of Agenda, the Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the company for the first quarter ended on 30th June, 2023.

By Order of the Board
Sd/-
Sarita Shaw
Company Secretary

Place : Howrah
Date : 19.07.2023

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-১৯, তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর ডিভিসনে এটি সরবরাহের জন্য সিনিয়র ডিইই(জি)/কেজিপি-এর অধীনে বিভিন্ন স্টেশন, গুমটি, আইবিএইচ ইত্যাদিতে এলটি কেবল সরবরাহ ও বিছানোর জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৭,৭৩,১২১.৭৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,১৮,৯০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৩। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস। **জমা দেওয়ার তারিখঃ** ০৯.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-418)**

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা ৫ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ডি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং এ, বি, সি, ডি, ই এবং এফ ক্যাটেগরি স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-তে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-জিএমইউ-এসএমইউ-৫, ক্যাটেগরিঃ** ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১২-এর জন্য) এবং ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) (এসইকিউ নং এবি/১ থেকে এবি/৩৫-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ এএ/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-জিএমইউ-৫-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-জিএমইউ-৩-২২-২ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (অসংরক্ষিত-সকলের জন্য ওপেন), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এবি/১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এবি/২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এবি/৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-এসএমইউ-২৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এবি/৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এসএমইউ-৪১-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা। **এবি/৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.১০ মিনিট। **এবি/৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.২০ মিনিট। **এবি/৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.৩০ মিনিট। **এবি/৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫১-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.৪০ মিনিট। **এবি/৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.৫০ মিনিট। **এবি/১০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। **এবি/১১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.১০ মিনিট। **এবি/১২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.২০ মিনিট। **এবি/১৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এসএমইউ-৩৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.৩০ মিনিট। **এবি/১৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.৪০ মিনিট। **এবি/১৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.৫০ মিনিট। **এবি/১৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। **এবি/১৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.১০ মিনিট। **এবি/১৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.২০ মিনিট। **এবি/১৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.৩০ মিনিট। **এবি/২০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.৪০ মিনিট। **এবি/২১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-এসএমইউ-৩৫-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.৫০ মিনিট। **এবি/২২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টে। **এবি/২৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.১০ মিনিট। **এবি/২৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.২০ মিনিট। **এবি/২৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এসএমইউ-৫৪-২৩-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.৩০ মিনিট। **এবি/২৬,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.৪০ মিনিট। **এবি/২৭,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৪.৫০ মিনিট। **এবি/২৮,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টা। **এবি/২৯,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-এসএমইউ-৪০-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৫.১০ মিনিট। **এবি/৩০,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই-এসএমইউ-৩১-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৫.২০ মিনিট। **এবি/৩১,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৫.৩০ মিনিট। **এবি/৩২,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিইকিউ-এসএমইউ-৩২-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৫.৪০ মিনিট। **এবি/৩৩,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ০৫.৫০ মিনিট। **এবি/৩৪,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-এসএমইউ-২৯-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০১.০৮.২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **এবি/৩৫,** সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২ -১ (সংরক্ষিত), ০২.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (প্রতিটির জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৭ (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডি (%)ঃ** ৫ (প্রতিটির জন্য)। **টার্নওভার আবশ্যক ঃ** ০(প্রতিটির জন্য)। HWH-169/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-05
Name of the Work: **Manufacturing, fabricating, supply and installation of LT control panel for operator of delivery side 900 mm dia. BFV against Pump No. 1 & 2 at RWPS-III, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,84,735.00.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-03
Name of the Work: **Restoration of inside lighting of control room and pump house against damage one for sufficient illumination for safety of the plant and repair and mtc purpose at RWPS PH-II of GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,61,349.00.** Earnest Money: **Rs. 5,250.00.** Period of Completion: **10 days.**

(3) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-02
Name of the Work: **Repairing of leakage on 900 mm diameter M.S. pipe nearest to Daniel Co. on Taratala Road including jacketing the same for strengthening purpose with restoration of damaged surface for safe movement of vehicles.** Estimated Amount: **Rs. 2,95,539.00.** Earnest Money: **Rs. 5,950.00.** Period of Completion: **4 days.**

(4) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-01
Name of the Work: **Installation of new lighting conductor on the roof of pump house of RWPS-II under GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,74,374.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **10 days.**

(5) NIT No. : EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-04
Name of the Work: **Supply and installation of 2 nos. dismantling joint in the 700 mm dia. delivery pipeline against pump no. 2 & 3 at RWPS PH-I of GRWW with other allied works and painting the same against damaged one.** Estimated Amount: **Rs. 2,88,707.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **12 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **10.08.2023 at 2 p.m./12.08.2023 at 2.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 5].**

(6) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/23-24/PH-II/15
Name of the Work: **Refilling and servicing of existing fire extinguishers at different points at inside and outside of WTP-I in GRWW Clear Water Complex.** Estimated Amount: **Quotation.** Earnest Money: **Rs. 2,850.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **08.08.2023 at 2 p.m./10.08.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 6].**

The **Director General (Mechanical) Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/BN-31/2022-23 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of road surface by lowering and allied civil works from Premises No. N2, Bose Para to G12, Banerjee Para in Ward No. 111, Br.-XI under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST, Contingency & CESS): **Rs. 4,87,355.66.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/BN-02/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of road surface at Tapuriaghata Natun Pally from Dhapar Math to Makal Tala in Ward No. 57, Br.-VII under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST, Contingency & CESS): **Rs. 4,90,384.51.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/BN-28/2022-23 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road near Premises No. 95/15, 95/16 and 95/9 at Becharam Chatterjee Road in Ward No. 130, Br.-XIV under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST, Contingency & CESS): **Rs. 3,75,311.25.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **02.08.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Bid opening date and time for technical proposal: **04.08.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **21.07.2023 after 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-005/2023-24
Name of the Work: **Improvement of road surface at 6 No. Radha Nath Chowdhury Road in Ward No. 56, Br.-VII under Roads mechanical Department.** Estimated Amount: **Rs. 3,78,305.05.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **31.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2023 (1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (Mechanical) Roads, KMC** invites Quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/PB/KT-E-01/2023-24/MY
Work No. : ASPH/PB/KT/E-01/2023-24/MULTIYR
Name of the Work: **Continuation of maintenance and emergency breakdown service of outdoor lighting system at Asphaltum Palmer Bazar.** Estimated Amount (Including CESS and excluding GST and contingency): **Rs. 1,50,358.05.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **02.08.2023 at 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **04.08.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No.-KMC/XIII/120/007/23-24 (1st Call) of **Engg. Deptt. Br.-XIII** published in this Newspaper **(Key No. 385/23-24)** on **06.07.2023.** The last date of submission of bid of **Sl. No. 1** should be read as **24.07.2023 upto 11 a.m.** instead of 15.07.2023 upto 11 a.m. and tender will be opened on **26.07.2023 at 11 a.m.** instead of 17.07.2023 upto 11 a.m.

457/23-24

অস্ট্রেলিয়ার ‘বাতিল’ গেমস আমেদাবাদে? কমনওয়েলথকে ভরসা দিতে আসরে ভারত

গান্ধীনগর, ১৯ জুলাইঃ আশঙ্কার মধ্যে হঠাই আশার আলো। আর সেই আলো হয়ে উঠতে চলেছে খোদ ভারত! অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করা থেকে হঠাই সরে দাঁড়িয়েছে। বছর খানেক আগে দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট নিয়ে নেমেছিল ভিক্টোরিয়া প্রভিন্সের সরকার। কিন্তু সেই বাজেট বাড়তে বাড়তে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। যা দেখে চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল আয়োজকদের। ইউরোপ, আমেরিকা জুড়ে ছোবল মেরেছে মন্দা। তার মধ্যে সিডব্লিউজির মতো বড় মাপের গেমস আয়োজন করার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়েছে ভিক্টোরিয়া। আয়োজকদের তরফে পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, বাড়তি অর্থের খামতি মেটাতে হলে স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ অর্থে হাত দিতে হবে। তা কোনও ভাবেই চায় না ভিক্টোরিয়া সরকার। তাই গেমস আয়োজন করা থেকে সরে এসেছে তারা। পরিস্থিতি কী ভাবে সামাল দেওয়া যায়, কমনওয়েলথ ফেডারেশনের আপাতত একটাই চিন্তা। সেই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে ভারত। ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য বিড করতে চলেছে ভারত। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসও

আয়োজন করার জন্য বিড করা হবে। আমেদাবাদের পরিকাঠামো যে কারণে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্পোর্টস হাব তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সাত বছর পর প্রথম অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা, পরের কথা। তার আগে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করার ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছে গুজরাট সরকার। ২০২৬ সালের যে গেমস হওয়ার কথা ছিল ভিক্টোরিয়ায়, তা হতে পারে গুজরাটে। ৩ বছর পর কি ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করা সম্ভব? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পুরো প্রকল্পের দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়েছেন। যাতে অলিম্পিকের জন্য বিড আগেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায় আমেদাবাদের পরিকাঠামো। গুজরাট সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তা বলছেন, ‘‘২০২৬ সালে অলিম্পিকের জন্য বিড করা হবে। তার আগে, অর্থাৎ ২০২৬ সালের মধ্যে যাবতীয় কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা যদি করা যায়, তা হলে ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসও আয়োজন করতে সমস্যা হবে না। পুরো ব্যাপারটা সাফল্যের সঙ্গে দাঁড় করাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সমর্থন যে পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।’’ অস্ট্রেলিয়ার পপুলাস নামে একটি সংস্থা আমেদাবাদের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পোর্টস কমপ্লেক্সকে আধুনিক চেহারা দেওয়া হবে। তার জন্য প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। মোতেরার ২৩৬ একর জমিতে নানা খেলার জন্য স্টেডিয়াম ও সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এতেই শেষ নয়, সেখানেই তৈরি হবে গেমস ভিলেজের ৩ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট। এই সব কিছু কি ২০২৬ সালের আগে সাজিয়ে তোলা সম্ভব? তিন বছর পরের কমনওয়েলথ গেমসকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে আমেদাবাদ।

জিতল ভারত

মীরপুর, ১৯ জুলাইঃ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। টাইগ্রেসদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে হেরে লজ্জার নজির গড়েছিল উইমেন্স ইন ব্লু। আজ, বুধবার মিরপুরে ভারতের সিরিজ বাঁচানোর লড়াই ছিল। এই চ্যালেঞ্জে দারুণভাবে উতরে গিয়েছেন হরমনপ্রীত-জেমাইমারা। ওডিআই ক্রিকেটে প্রথম বার ভারতকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার ফলে এই ম্যাচে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নেমেছিলেন নিগার সুলতানারা। আজ, তাঁরা জিতলেই সিরিজ বাংলাদেশের হত। তেমনটা হতে দিলেন না ভারতের তারকা ক্রিকেটার জেমাইমা রডরিগজ। ব্যাটে-বলে মিরপুরে হিট জেমাইমা। তাঁর অলরাউন্ড পারফর্ম্যান্সে ভর করে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত। মীরপুরে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। সেই টি-২০ সিরিজ থেকেই বাংলাদেশের পিচে ভারতীয় ব্যাটারদের বার বার সমস্যায় পড়তে দেখা গিয়েছিল। বৃষ্টিবিঘ্নিত ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে হারতে হয়েছিল ভারতকে। যার ফলে লজ্জার নজিরও গড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে তেমন অঘটন হল না। রান পেলেন ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)। ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর (৫২) এবং মিডল অর্ডারের তারকা ক্রিকেটার জেমাইমা রডরিগজ (৮৬)। ওপেনিং জুটি খুব একটা জমাট হয়নি। চতুর্থ উইকেটে হরমনপ্রীত ও জেমাইমা জুটিতে ওঠে ৭৩ রান। এরপর হ্যারি ফিরলে হরলীন দেওলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন জেমাইমা। পঞ্চম উইকেটে ওঠে ৫৫ রান। ২৫ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন হরলীন। ফলে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ২২৮ রান। ২২৯ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৩৫.১ ওভারে ১২০ রান তুলে অল আউট হয়ে যায় নিগার সুলতানার দল।

মাইলস্টোন ম্যাচের আগে বিরাটকে শুভেচ্ছা জানালেন ব্রায়ান লারা

ত্রিনিদাদ, ১৯ জুলাইঃ ডমিনিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়ে প্রথম টেস্টে জিতেছিল রোহিত শর্মার ভারত। এ বার পোর্ট অব স্পেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের পালা। আগামী কাল, বৃহস্পতিবার দুই দল এক মাইলস্টোন ম্যাচে নামতে চলেছে। আসলে ক্যারিবিয়ান সফরে এ বারের ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি হতে চলেছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১০০তম টেস্ট ম্যাচ। এই ম্যাচ বিশেষ বিরাট কোহলির কাছেও। কারণ, তিনি ত্রিনিদাদে কেরিয়ারের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলবেন। তার আগে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। ব্রায়ান লারাকে ‘প্রিন্স অব ত্রিনিদাদ’ বলা হয়। বিসিসিআইয়ের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে অনুশীলনের ফাঁকে এক সময় লারার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। সেই সময় লারা হাত বাড়িয়ে দেন কোহলির দিকে। হ্যান্ডশেকের পর একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন।

জালিয়াতির পরও হাসি প্রতিপক্ষের, চরম নোংরামো দর্শকদের, কেঁদে ম্যাচ ছাড়লেন চিনা টেনিস খেলোয়াড়

বুদাপেস্ট, ১৯ জুলাইঃ বিতর্কিত লাইন-কলের পর পা দিয়ে বলের দাগ মুছে দেন প্রতিপক্ষ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় গ্যালারি থেকে শুনতে হয় কটাক্ষ। এমনকী দেঁতো হাসি হাসতে থাকেন প্রতিপক্ষ। সেই ঘটনার পর চোখের জলে হাঙ্গেরিয়ান গ্রাঁ পি’র ম্যাচ ছেড়ে দেন চিনের ঝাং শুয়াই। তারপরই পুরো বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। তুমুল রোষের মুখে পড়েছেন হাঙ্গেরির টেনিস খেলোয়াড় আমারিসা তোথ। যিনি নিজের দেশের কোর্টে সেই ম্যাচ খেলছিলেন। চূড়ান্ত অখেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের জন্য সমালোচিত হয়েছেন তোথ। টেনিস সার্কিটের একাধিক খেলোয়াড়ও হাঙ্গেরির কন্যার তুমুল সমালোচনা করেছেন। সেইসঙ্গে দর্শকদের চূড়ান্ত নোংরামি নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা। মঙ্গলবার হাঙ্গেরিয়ান গ্রাঁ পি’র (ক্লে কোর্ট টুর্নামেন্ট) ‘রাউন্ড অফ ৩২’-তে মুখোমুখি হন তোথ ও ঝাং। প্রথম ১০টি গেমে কোনও সমস্যা হয়নি। ঠিকঠাকভাবেই ম্যাচ

এগিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় খেলার ফল ছিল ৫-৫। বিপত্তি শুরু হয় একাদশ গেমে। সেই গেমে সার্ভ করতে থাকেন ঝাং। ১৫-১৫ অবস্থায় একটি ক্রসকোর্ট ফোরহ্যান্ড মারেন চিনা খেলোয়াড়। যা লাইনের কাছে পড়ে। খালি চোখে দেখে মনে হচ্ছিল যে বলটা লাইনের উপরেই ছিল। যদিও লাইন জাজ জানান যে বলটা বাইরে পড়েছে। বলের দাগ দেখতে নেমে আসেন চেয়ার আম্পায়ার। তিনি জানান যে লাইনের বাইরে পড়েছে বল। যদিও চিনা খেলোয়াড় দাবি করতে থাকেন যে আম্পায়ার ভুল দাগ দেখেছেন। সেই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই ফের খেলা শুরু হয়। তারপর আরও একটি ‘কঠিন’ সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ার। সেইসময় পয়েন্ট ছিল ৩০-৩০। তারইমধ্যে প্রথম বিতর্কিত সিদ্ধান্তের সময় যেখানে বল পড়েছিল, সেই দাগ মুছে দেন তোথ। যা দেখে তুমুল ক্ষুব্ধ হন ঝাং। তিনি বলতে থাকেন, ‘‘দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও! দাগটা রেখে দাও। তুমি কী করছ? তুমি কেন এরকম করবে?’’ তারইমধ্যে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের গ্যালারি থেকে ঝাঙের দিকে কটাক্ষ উড়ে আসে। সেইসময় ক্যামেরায় দেখা যায় যে হাসতে শুরু করেছেন ২০ বছরের টেনিস কন্যা।

নিয়মের উর্ধ্বে বিরাটরা? ২ বছরে মাত্র ১১৪ ডোপ টেস্ট ভারতীয় ক্রিকেটারদের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটার এবং অন্যান্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত ক্রীড়াবিদদের অ্যান্টি-ডোপিং নিয়ে অসন্তুষ্ট বিশ্ব ডোপিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে কড়া নিন্দা করেন তারা। তারা দেশের ক্রীড়াবিদদের উপর করা অপর্যাপ্ত পরীক্ষার প্রমাণও তুলে ধরেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের আরটিআইয়ের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর করা ডোপিং টেস্টের তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৯ সালের আগস্টে সরকার-চালিত অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সির আওতায় ক্রিকেটকে আনা হয়। ক্রিকেট বোর্ডের বছরের পর বছর ধরে চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর সময়, সরকারী কর্মকর্তারা তখন বলে দেন সকল ক্রিকেটারকে নাডার দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এর থেকে আলাদা নয়। কিন্তু আরটিআই তথ্যের দিকে

তাকালে দেখা যাবে উল্টো সুর বাজছে। ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি দ্বারা প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ২০২১ এবং ২০২২ সালে মোট ৫ হাজার ৯৬১টি অ্যান্টি-ডোপিং পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র এক চতুর্থাংশেরও কম অর্থাৎ মাত্র ১১৪টি পরীক্ষা করা হয় ক্রিকেটারদের উপর। অ্যাথলেটিক্সে ১ হাজার ৭১৭টি পরীক্ষা করা হয়। অ্যাথলেটিক্সে করা পরীক্ষা সব খেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে অধিনায়ক রোহিত শর্মার উপর সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে। আধিকারিকরা তাঁকে ছয় বার পরীক্ষা করেছেন। ঋষভ পন্ত, সূর্যকুমার যাদব এবং চেতেশ্বর পূজারা সহ আরও সাতজন ক্রিকেটারকে মাত্র একবার করে পরীক্ষা করা হয়েছে ২০২১-২২ সালে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিপত্র ২৫ জন ক্রিকেটারকে নাডার তরফ থেকে কোনও রকম পরীক্ষা করা হয়নি। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি থেকে বর্তমান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া, তারকা জোরে বোলার মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, শার্দুল ঠাকুর এবং আর্শদীপ সিং। ব্যাটারদের তালিকায় রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার, দীপক হুডা। এছাড়াও রয়েছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন ও শ্রীকর ভরত এবং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। এই সময়ের মধ্যে মহিলা জাতীয় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারকে অন্তত একবার ডোপিং পরীক্ষার আওতায় এসেছেন। হরমনপ্রীত কৌর এবং স্মৃতি মান্ধানাকে সবচেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা দু’জনে তিন বার করে ডোপিং পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে অবশ্য কোনও খেলোয়াড়কে দোষারোপ করা যায় না বলেই মনে করেছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে এই তথ্য বিশ্ব ডোপিং সংস্থার দাবিকে আরও জোরদার করেছে। তাদের অভিযোগ নাডা সম্ভাব্য অপরাধীদের ধরতে যথেষ্ট কাজ করছে না। ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর পরীক্ষা ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো অন্যান্য প্রধান ক্রিকেট খেলার দেশগুলির তুলনায় কম। বিশ্ব ডোপিং সংস্থার পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২১ সালে ইংল্যান্ড তার ক্রিকেটারদের উপর ৯৬টি পরীক্ষা করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ৬৯টি পরীক্ষা করে। ভারতে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ১২।

‘টাকার জন্য খেলেন না’ প্রমাণ করেছেন মেসি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সংবাদ সংস্থা এএফপি তো খবরটা নিশ্চিত করে জানিয়েই দিয়েছিল! গত এপ্রিলে এএফপি জানিয়েছিল, লিওনেল মেসি সৌদি আরবেই যাচ্ছেন। একটি ক্লাবের সঙ্গে নাকি তাঁর চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। তবে সে সময় মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা খবরটি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এটা সত্য, সৌদি ক্লাব আল হিলাল তাঁকে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া প্রস্তাব দিয়েছিল। বছরে ৪০ কোটি ইউরোর সেই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, এমনটা মোটামুটি নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল। সবাই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ধরেই নিয়েছিলেন মেসি সৌদি আরবেই যাচ্ছেন। ২০১৮ সালের পর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর আবার দ্বৈরথ শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি হয়নি। যে দলটাকে নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি, সেই যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতেই যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সৌদি আরবের প্রো লিগকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি সরকার স্বয়ং। সৌদি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অধীনে চারটি শীর্ষ ক্লাবের অর্থায়ন করছে তারা। আল হিলাল, আল নাসরে, আল ইত্তিহাদ ও আল আহলি-চারটি ক্লাবকে সরাসরি টাকা দিচ্ছে সৌদি সরকার। মেসি সৌদি আরবে খেলার জন্য

চাইলে টাকার অঙ্কটা আরও বাড়িয়ে নিতে পারতেন বলেই বিশ্বাস ফুটবল-দুনিয়ার। কিন্তু মেসি তেমন কিছু করেননি। সৌদি আরবের প্রস্তাব এড়িয়ে যোগ দিয়েছেন মেজর লিগের ইন্টার মায়ামিতে। আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবল ভালোবাসেন বলেই সৌদি আরবে যাননি-এমনটাই বলছেন বার্সেলোনার কিংবদন্তি তারকা রিস্টো স্টইচকভ। বুলগেরিয়ান কিংবদন্তি ১৯৯৪ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন। তাঁর অনন্য নৈপুণ্যে বুলগেরিয়া খেলেছিল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। তাঁকে নব্বইয়ের দশকে বার্সেলোনার অন্যতম সেরা ফুটবলারই মনে করা হয়। সেই স্টইচকভ মনে করেন, ‘মেসি টাকাপয়সার ব্যাপারটি একেবারেই পাত্তা দেন না’ বলেই সৌদি ক্লাব আল হিলালের বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্ট্যাটস পারফম নামে একটি সংবাদমাধ্যমকে বুলগেরিয়ান তারকা বলেছেন, ‘‘আমরা ফুটবলাররা শুধু অর্থের জন্য যে ফুটবল খেলি না, মেসি এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। আমরা খেলাটা খেলি ভালোবাসা থেকে।’’ মেসি যে কত বড় মাপের খেলোয়াড়-স্টইচকভের মতে সেটিই প্রমাণ করেছেন আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি, ‘মেসি কত বড় মাপের খেলোয়াড়, এতে প্রমাণ হয়ে গেছে। একজন বড় মাপের খেলোয়াড়ের কাছে বেতন-ভাতা মোটেও বড় কিছু নয়। তার কাছে বড় ব্যাপার হচ্ছে মানুষ তাকে কতটা ভালোবাসে, কতটা সম্মান করে। এজেন্টরা এসব নিয়ে ভাববে। মেসি এসব নিয়ে মোটেও ভাবে না। সে শুধু ফুটবল নিয়ে ভাবে। সে অর্থবিত্ত নিয়ে ভাবে না, কারণ সে ফুটবলকে অসম্ভব ভালোবাসে।’’ গত রবিবার ইন্টার মায়ামিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে মেসিকে। মায়ামিতে এখন চলছে মেসি-ম্যানিয়া। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি নেমে পড়েছেন অনুশীলনেও। গতকাল মায়ামির মাঠে অনুশীলন করেছেন মেসি। সেই অনুশীলন পর্ব নিয়েও ছিল ভক্তকুলের বিপুল আগ্রহ।

ইন্টার মায়ামিতে মেসি-বুসকেতসের সঙ্গী আলবা

ফ্লোরিডা, ১৯ জুলাইঃ ইন্টার মায়ামি যেন হয়ে উঠছে প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকাদের মিলনমেলা। লিওনেল মেসি, সের্হিও বুসকেতস, কোচ জেরার্দো মার্তিনোর পথ ধরে এবার যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে যোগ দিলেন জর্দি আলবা। বুসকেতসের মতোই সদ্য সমাপ্ত মরসুম দিয়ে বার্সেলোনা থেকে বিদায় নেন আলবা। ইন্টার মায়ামির প্রেসিডেন্ট জর্জ মাস মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে জানান, ‘‘জর্দি এর মধ্যেই চুক্তি করে ফেলেছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে দলে যোগ দেবে। তার ওপর ভরসা রাখছেন তাতা (কোচ জেরার্দো মার্তিনো)।’’ বার্সেলোনার হয়ে ১১ বছরের কেরিয়ারে সাড়ে চারশোর বেশি ম্যাচ খেলে বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের ইতি টানেন আলবা। কাতালান ক্লাবটিতে একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, একটি ক্লাব বিশ্বকাপ, ৬টি লা লিগা, ৫টি কোপা দেল রে, চারটি স্প্যানিশ সুপার কাপ ও ১টি উয়েফা সুপার কাপ জিতেছেন ৩৪ বছর বয়সী এই লেফট ব্যাক। স্পেন জাতীয় দলের এখনকার অধিনায়ক তিনি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ৯৩টি। কদিন আগেই জিতেছেন উয়েফা নেশন্স লিগ। ২০১২ ইউরো জয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন তিনি। আলবার মায়ামিতে যোগ দেওয়া নিয়ে গুঞ্জন ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। সেটি সত্যি হওয়ার পর এখন লুইস সুয়ারেসকে নিয়ে গুঞ্জনও জোরাল হয়েছে আরও। উরুগুয়ের ৩৬ বছর বয়সী স্ট্রাইক এখন খেলছেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব গ্রেমিওতে। মেসি-বুসকেতসদের ঘনিষ্ঠ এই তারকার ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া নিয়ে আলোচনা ছিল আগেও। তবে তখন তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্লাব প্রধান জর্জ মাস। এখন সেই মাসের কণ্ঠের সুর একটু অন্যরকম, ‘‘আমি ঠিক জানি না, লুইস সুয়ারেজ কীভাবে গ্রেমিও ছাড়তে পারে তবে সে যদি ছাড়ে, তাহলে আমরা তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি ও ইন্টার মায়ামিতে আনতে পারি।’’

পিভি সিন্ধুর নতুন কোচ মালয়েশিয়ার মহম্মদ হাফিজ হাসিম

হায়দরাবাদ, ১৯ জুলাইঃ বিশ্বের অন্যতম সেরা শাটলার ভারতের পিভি সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী বর্তমান মরশুমে একেবারেই ভালো ফর্মে নেই। তাঁর ফর্মের ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট হয়েছে সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকাতেও। এক দশকে নিজের ক্যারিয়ারের সবথেকে খারাপ র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছে গিয়েছেন তারকা। বিডব্লিউএফ দ্বারা সদ্য প্রকাশিত তালিকায় তিনি নেমে গিয়েছেন ১৭ নম্বরে। পাশাপাশি এমন আবহেই তাঁর দাবি মেনে নিয়ে তাঁর নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন তারকা শাটলার মহম্মদ হাফিজ হাসিমকে। ২০২৪ সালেই অনুষ্ঠিত হবে প্যারিস অলিম্পিক্সের আসর। এই টুর্নামেন্টকেই পাখির চোখ করেছেন সিন্ধু। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই টুর্নামেন্টে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন মালয়েশিয়ার মহম্মদ হাফিজ হাসিমের প্রশিক্ষণে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে হাফিজকে কোচ করার আবেদন করেছিলেন সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ীর এই আবেদন মেনে নিয়েছে সাই। সাইয়ের মিশন অলিম্পিক্স সেলের তরফে মঙ্গলবারেই এই বিষয়ে অফিসিয়াল শিলমোহর দেওয়া হয়েছে। এই সপ্তাহেই কোরিয়া ওপেনে খেলবেন সিন্ধু। সেখানেই সিন্ধুর সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। এই বছরেই কানাডা এবং আমেরিকাতে টুর্নামেন্টে খেলার আগে ৪০ বছর বয়সি হাফিজ দুই সপ্তাহ হায়দরাবাদে এসে সিন্ধুকে কোচিংও করান। হাসিম এরপরে জাপান ওপেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং এশিয়ান গেমসে সিন্ধুর সঙ্গে থাকবেন কোচ হিসেবে। হায়দরাবাদের সুচিত্রা ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি যেখানে অনুশীলন করেন সিন্ধু তাদের তরফে মাইনে দেওয়া হবে হাফিজকে। তাঁর যাতায়াত, থাকা খাওয়া সহ দৈনিক ভাতা প্রদান করবে সাই। ২০২১ সালে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ পার্ক তাই সুঙ্গয়ের প্রশিক্ষণে পদক জেতেন সিন্ধু। এর পরপরেই কোচের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তাঁর।

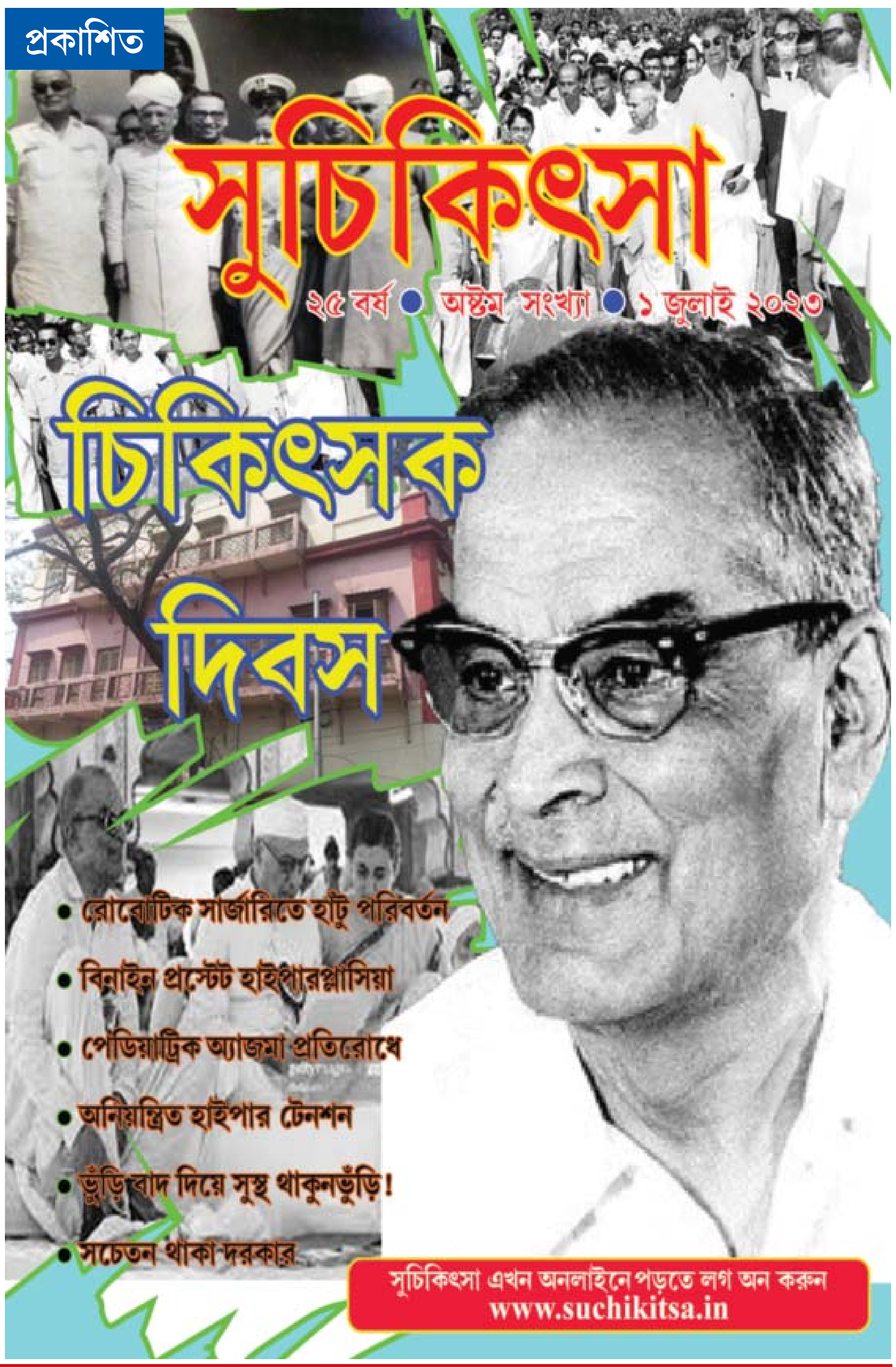

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501